শিকল পরা দিনগুলো

(২য় খণ্ড)

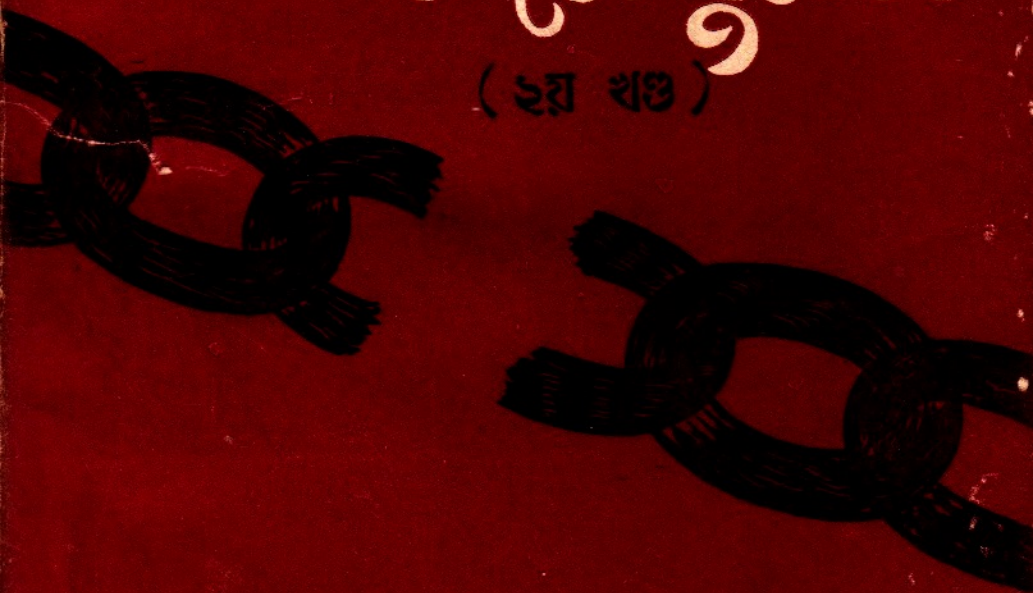

এ,বি,এম,এ, খালেক মজুমদার

শিকলপরা দিনগুলো

(২য় খণ্ড)

এ, বি, এম, এ, খালেক মজুমদার

মুরাদ পাবলিকেশন্স
১৮১, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা-২

www.pathagar.com

শিকলপরা দিনগুলো
SHIKALPARA DINGULO
by A. B. M, A. Khalequ Majumder

প্রকাশক ঃ সাজ্জাদ খালেক মুরাদ
১৮১ সিদ্দিক বাজার, ঢাকা-২

(লেখক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৮৬ ইংরেজী
পৌষ, ১৩৯৩ বাংলা

মুদ্রণে ঃ
আধুনিক প্রেস
২৫, শ্রীসদাশ লেন, ঢাকা—১

মূল্য ঃ ১৮.০০

www.pathagar.com

উৎসর্গ

ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ
কর্মী ভাইদের উদ্দেশ্যে।

নির্যাতনের এক পর্যায়ে হাত-পা'র বাঁধন ছেড়ে দিয়ে মুক্তিবাহিনী
পরিবেষ্টিত অবস্থায় উঠানো ছবি—লেখক
(২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৭১, দৈনিক ইত্তেফাক)

www.pathagar.com

লেখকের কথা

অবশেষে 'শিকলপরা দিনগুলো'র ২য় খণ্ড আল্লাহর অসীম রহমতে বের হতে পারলো। এজন্য আল্লাহর অশেষ শোকর। শিকল-পরা দিনগুলোর ১ম খণ্ডের পরিপূরক ২য় খণ্ডটি। তাই ১ম খণ্ডের সুহৃদ পাঠকদের অতৃপ্তির জন্য ২য় খণ্ড প্রকাশের প্রবল চাপ ছিল। এজন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে ২য় খণ্ডের কাজ শেষ করতে হয়েছে।

প্রথম খণ্ডটি প্রহসন ও নির্যাতনের। দ্বিতীয় খণ্ড হলো—প্রহসন মুক্তির। এ খণ্ডে ট্রাইবুনাল কোর্টের শাস্তির বিবরণ হতে শুরু করে হাইকোর্টের মুক্তির আদেশসহ কিছু কারা-আভ্যন্তরীণ সময়ের কথা লেখা হয়েছে।

মনের আবেগে, কথাগুলো যা মনে পড়েছে—লিখেছি। আরও কিছু কথা বাদ পড়েছে। যদি সমীচীন মনে হয় ও সুযোগ ঘটে এবং সুহৃদদের থেকে পরামর্শ পাই, আগামী সংস্করণে প্রসঙ্গ রক্ষা ও শোভা বৃদ্ধির চেষ্টা করবো।

কোর্টের বিবরণের ইংরেজী অংশে বানান ও মুদ্রণ জনিত কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যেতে পারে। কোর্টের সার্টিফাইড কপি বলে বানানে আমরা হাত দেইনি। যদি সম্ভব হয় পরবর্তী সংস্করণে ঠিক করে দেয়ার ইচ্ছা রাখি।

বইটি প্রকাশের কাজে আধুনিক প্রেসের বন্ধুবর জনাব গোলাম রব্বানী ও আরশাদ হোসাইন ভাই-এর সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সংগ্রামী জীবনের পথ চলায় যদি পুস্তিকাটি কাজে আসে, তাহলেই এই পরিশ্রমের স্বার্থকতা খুঁজে পাব।

—এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার

www.pathagar.com

শিকলপরা দিনগুলো

অতঃপর কয়েদী জীবনের আলেক্ষ্য শুরু করার আগে শহিদুল্লাহ কায়সার অপহরণ সম্পর্কীত থানায় দায়ের কৃত এজহার—ফাষ্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট (FIR) সহ আমার কেসের সাক্ষীদের সাক্ষ্য, জেরা, কোর্টের ফাইডিংস ও রায় সহ সব কিছুই দলীল সংরক্ষণের জন্য এখানে হুবহু সন্নিবেশিত করা হলো। নিরপেক্ষ পাঠক মাত্র শুধু-এগুলো হতেই অনেক রহস্য নিজেরাই উৎঘাটন করতে পারবেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ২২/১২/৭১ তারিখে। আর আমার কাছে মালিবাগ এস, বি, অফিসে কোতয়ালীর আই, ও (Ivestigation officer) এস. আই. আবদুল বারেক ও শহিদুল্লাহ কায়সারের সহোদর জহির রায়হান সহ গিয়ে আমার গ্রেফতারের তারিখ জেনে নেয় ৬/১/৭২ তারিখে অথচ F. I. R. এর তারিখ দেখানো হয়েছে ২০/১২/৭২ অর্থাৎ একটা ইনফরমেশনের ভিত্তিতে আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তা দেখাবার জন্য। এর থেকেই বুঝা যায় যে শহিদুল্লাহ কায়সারের অপহরণের সাথে আমাকে জড়ানোর খেলা শুরু হয় আমারই গ্রেফতারের পরে। ৬/১/৭২ তারিখ হতেই আমার বিরুদ্ধে একটা বানোয়াট কেস দাঁড় করানো শুরু করে। ইনস্পেক্টর বারেক ও জহির রায়হান আমাকে গ্রেফতারের তারিখ জিজ্ঞাসার থেকেই একথা প্রমাণিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার সাথে সাথে মুক্তিবাহিনীর হাতেই ছিল সব নিয়ন্ত্রণ।

পুলিশের হাতে কোন দায় দায়ীত্ব ছিলনা বলে অন্ততঃ ডিসেম্বর মাসে খুব বেশী কেস থানায় দায়ের হয়নি। আর একারণেই আমার গ্রেফতারের ১৬ দিন পরে এজহার করেও এর তারিখ দেখাতে পেরেছে ও দেখাতে হয়েছে ২০/১২/৭১ ইংরেজীতে, ভবিষতে মামলার মেরিটসের দিকে লক্ষ্য রেখে। যদি ২০/১২/৭১ তারিখে এজহার দিয়ে থাকত তাহলে আমাকে গ্রেফতার করতো পুলিশ—মুক্তিবাহিনী নয়।

পাঠক বর্গের খেয়াল থাকতে পারে! 'আমি শিকল পরা দিনগুলো বইয়ের প্রথম খণ্ডের বিচার প্রহসন অধ্যায়ের প্রথম ভাগে আরজ করে-ছিলাম—বিচার প্রহসন অধ্যায়টি বিচার চলাকালীন সময়ের—সংবাদ পত্রের

www.pathagar.com

বিশেষ করে মর্নিং নিউজে-এ পরিবেশিত সাক্ষীদের জবানবন্দী ও জেরার উপর ছিল অনেকাংশে নির্ভরশীল। লেখাকালীন সময়ে সেগুলো সুলভ না হওয়াতে অধ্যায়টিকে সর্বাঙ্গীন রূপ দিতে পারা গেলনা। কোন দিন যদি সেগুলো সুলভ হয়ে যায়, অধ্যায়টিকে কিছু পরিবর্তন আসবে। আজ সে অধ্যায়টিকেই প্রকৃতপক্ষে লিখছি—আর লিখছি খবরের কাগজ থেকে নয় বরং কোর্ট থেকে নেয়া সকলের সার্টিফাইড কপি হতে। যেহেতু প্রথম খণ্ড আত্মপ্রকাশ করেছে আগেই তাই বিচার সংক্রান্ত এ অধ্যায়টুকু দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমাদকে আনতে হলো পৃথকভাবে। আল্লাহ যদি দ্বিতীয় সংস্করণের সৌভাগ্য দান করেন তাহলে একই বিষয়ের উপর পৃথক দুইটি অধ্যায়কে সঙ্গতিপূর্ণ করে এক করে দেখাবো ইনশায়াল্লাহ।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে আমাকে গ্রেফতার করেছে ১নং সাক্ষী, নামীয় ২নং সাক্ষী জাকারিয়া সহ ৪/৩ জন মুক্তিবাহিনী অথচ সাক্ষীর সময় তা বেমালুম অস্বীকার করে তাদের পরিচয় মুক্তিবাহিনী হতে আলাদা করে বাদী হিসাবে দেখিয়েছে। আমার রিভলভারটিও নিয়েছে সাক্ষীর নিজে।

এখন F. I. R. থেকে শুরু—

Fisrt Information Report.

First information of a cognizable crime reported under section 154 Criminal procedure code. At police station Kotwali. Sub-division Sadar (S) District Dhaka. No. 1 Date and hour of occurrence on 1 th Dec-/71 Night at 06.30 P.M.

Date and hour when reported : 20.12.71 at 19.15. Place of occurrence and distance and direction from police station and jurisdiction number. 29 Kayettoly 2 miles north west Kayettoly O.P. beet no. 1. Date of despatch from police-station 21.12.71 at 08.00 hr.

Name and residence of informar and complainant :- Nasir Ahmed of 29 Kayettoly P.S. Kotwali 1, Dhaka. Name and residence of accused X.

Brief description of offence with section and of property carried off, if any : u/s 364 P.P.C. —Abduction with a view commit murder.

www.pathagar.com

Steps taken regarding investigation, explanation of delay in recording information : On receipt of a written ejahar from the complt. I as duty officer filled up the col. of F I R. noted a khatian S.L. Abul Barik will P.L. investigate the case as order by O.C.

Sd/ Shahabuddin Ahmed
A.S.I.
Kotwali P.S. 20/12/71

Original written ejahar is attached.

Sd/ S. Ahmed
20/12/71

The O/C Kotowali P.S.

Sir,

This is for your information that Mr. Shahidulla Kaiser, Editor, The Shangbad was picked by some Badar Bahini members from his residence at 29, Kayetully, Dhaka on the 14 Dec night at 6-30 P.M. in presence of myself and Mr. Zakaria Habib. We searched everywhere amongst the dead bodies of other intelligentia, but no trace could yet be made. It is suspected that those culprits have murdered him.

On the information of the local people the house at 47 Aga Masih lane, searched and the particulars of one M.A. Khaleque was recovered. He lifted Mr. Shahidullah Kaiser. He is a whole time worker and leader of Jamat-e-Islam and Badar Bahini. He is a resident of 47 Aga Masih Lane, Dhaka. Some

www.pathagar.com

bullets, Photos and papers regarding his organisation has been recovered. The room is locked and the key is being with me.

In view of the above facts, necessary action is sought.

Thanking you.

EXt. 1/1

Sd/- F. Rahman
Spl. Trb. Judge.
3.7.72
Dhaka, 20th Dec. 71.

Faithfully yours.

Sd/- Nasir Ahmed
29 Kayettully, Dhaka.

গ্রেফতারের পর আমার বিরুদ্ধে কেস দাড় করাবার পালা চললো অনেকদিন। এরপর ৩/৭/৭২ তারিখ থেকে চললো কোর্টে সাক্ষী। এসব দিনে বড় ভাই সহ শ্বশুর পক্ষের দু'একজন আত্মীয় ছাড়া কোর্টে আর যারা থাকতেন তারা থাকতেন বেশ দূরে দূরে। আমি পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে বসতাম। নীচে সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ধারা বিবরণী ও তাদের জেরা সন্নিবেশিত হলো।

www.pathagar.com

Form for recording Deposition

The deposition of P. W. (I) Mr. Nasir Ahmed aged about... years taken oath on solemn affirmation under the provisions of the Indian oaths Act X of 1873 before me F. Rahman, Esqr. Addl. Dist. & Sess. Judge. 4th. Court Dhaka of this 3rd day of July, 1972.

My name is Nasir Ahmed. My father's name is late Nazimuddin Ahmed, I am by caste Muslim. My home is at mauza 29, Kayettoly P. S. Kotwali, Dist Dhaka. I reside at present in mauza Do. P. S. Dist-Dhaka wherein I am.....

Mr. Shadullah kaisar was my brother-in-alw (আমি তার জ্যেষ্ঠ বোনের স্বামী) He was joint Editor of the daily Sangbad. He was ex-president of "Purba Pakistan shangbdik union". He lived at 29, Kayettoly Dhaka. He was supporter and an active worker of liberation movement. On 14. 12. 71 I was at his house. On that date just after dusk some 7/8 persons entried into the house by breaking the door of the house, They had stengun, rifle, revolver in their hands, they were in uniform clad in ash colour clothingn. I could recognise them to the members of Al-Badarparty. Being afraid we switched on all the lights although there was black out in the area, som 2/4 persons entired in to room and searched the house, Then they arrsted Mr. Shahidullah Kaisar and dragged him out from his bed room by force and took him with them by force, we understood that he was taken to be killed. As we heard that many intellegentias were taken in ihts way and were killed. His wife and children stood on the way they were brushed aside by the handle of stergun. I was also dashed in the ground by a push by the stengun handle. There after we searched for him thr-

www.pathagar.com

oughly but in vain, at the time of search we found dead bodies of many intelligent ies, like Dr. Fazle Rabbi, Dr. Alim Chowdhury, Prof. Monir Chowdhury, Prof. Fazle Mohir and others, I found the dead body of Dr. Fazle Rabbi and Dr. Alim in a trench of a brick field at Raerbazar in morning of 17/12/71. My brother in Law Mr. Zakaria was with me then. Myself, Mrs, Safiun Nahar, W/O Mr. Shahidullah Kaisar my wife, Shahana Bagum, Mr Jakaria his wife, Mr. Nila Jakaria were present when shahidullah Kaisar was taken from his house at about 6½ P. M. I could recognise one of them by face. Mr. Zakaria also told me that he could recognise one by face. We informed the acc. to Kotoali P. S. at about 8 P. M. on the very night and we contacted our relationd over phone as we could not come out due to imposition of curfew. No help came from P. S as practically there was no administration at th-at time. After liberation on 16. 12. 71 we searchddfor him in the locality, I heard from the Imam, Ashrafuddin of Kaittuly mosque that one Abdul Kahalek was residing at 47, Agamachi Lane and he came to the Imam Sb. and enquired from him in the afternon of 14. 12. 71 about Mr. Shahidullah kaisar as to when he used to stay at his house. The Imam further told me that Abdul Khaleq was a member and worker of Jamate Islami and he was also a member of Al-Badr. Mr. Jakaria & others was also present then. on 17. 12. 71 I along with Jakaria and others visited the house where Abdul Khaleq was residing at about 9-30 A. M. but he was found absent there. His house was under lock & key. I heard from the house owner Habibur Rahman of the attached house that he left the house on 16. 12. 71 Jakaria and Gias and others was with me. We opened his house taking key from the house owner and found many papers & files containing papers and correspondence with Jamate Islami and Military. We collected all the papers and files and took to the house of Mr. Shahidullan Kaisar. We got address of some of the relations of Abdul Khaleq and

www.pathagar.com

we searched for him through his relation with the help of the Mukti-Bahini. We also heard from the owner of his house, Habibur Rahman that he (Khaleq) had a revolver. He further told that he came to house at dead of night on 15. 12.71 and knoked the door. He refused to open the door first, but on request he opened the door later on and after entering in the house he pointed the revolver to the owner as delayed in opening the door, subsequntly conducting search at the houses of his relations he was traced out at the house of his. Bhaira at Malibegh on 22. 12. 71. I cannot give name of his Bhaira or the number of the house. Jakaria was with me and I could recognise him to be the man who took Shahedulla Kairser from his house. I identified him and he was arrested and bearded in a car. Then on interregation he admitted that he had a revolvar at his house in a meat safe and it was recoverd from there with 44 rounds of ammuntition by the Mukti Bahini. Tnen says the bullets were found by us when we opened his house on 17.12.71- I lodged F. I. R. on 20.12.71 police held investigation and examine. The Shangbad office was burnt down by Army 2/3 days after 25.3.71. Subsequently a private commission namely (বুদ্ধিজীবি হত্যা তদন্ত কমিশন) was formed with Mr. Jahir Raihan as convener. He is the younger brother of Shahidulla. The commission office was established at the press club. I hand over all the papers and files which we took from the house of Abdul Khaleq to Mr. Jahir Raihn. Mr. Jahir Raihan is also missing from Mirpur where he went in connection with an investigation on 30.1.72. Since then the commission, is not in existence and then papers are also not traceable. He identified in the dack. The revolver was taken by the Mukti bahini and I know nothing about that.

XXed :—My telephon call to Kotuali p. s in the night of taking Shahidullah was attended by an A.S.I. I did not in form over phone that I recognise one man by face. Our house is in

www.pathagar.com

a thickly populated area. The house on the north of our house was belonging to one Hindu. It was cacant then as they left the place. It was the pate nal house of Mr. Shahidullah Kaiser. A professor of Jagannath college was residing in the house on the opposite of the house of Mr. Kaisar. They were in good terms. Mr. B. shaser was living in the contiguous southern house. Our nighbourers came to our house in the afternoon of 16.2.71 and heard the occarane. from us. I told some of them that I could recognise one by face. I can not say whom I told that I am medical representive in Amico Laboratory. I did not know the accd, before the occ He was living in a different house at a distance of 2/350 yrds. I saw him in our locality but I cannot say when I saw him. I had no connection with Jamate-Islami party. I did not know of any Jamate-Islami party who in our para. I did not know if any body eles of Jamate-Islami party who in our para. The mosque is to the north east of our hourse at a distance of 40/50 yrds. I Know the Imam .....for the last 3 years. He came to our house in the morning of 17.12.71. He is the first man who informed us that a man of Jamate-Islami was there in our para. Jahir Raihan came to our house on 17.12.71 at evening we did not contact police when we searched the house of the accd, on 17.12.71. Maj. Haidar was head of the Mukti bahini here. Mr. Kalinder kabir a relation of Mr. Kaiser informd Maj Hyder before searching the house of the accd. I cannot say Mukti bahini of what camp searched his house. I cannot give the name of the see for commeder. No list of the articles siezed from his house was prepared some photes of his wife and children were found but not of him The photoes were identified by the house owner, Habibur Rahman on 22. 12.. 71. I first understood that the accd. Abdul Khaleq was one of the persons who took Mr. Kaiser. Practically no work was done in the P S. upto 22 12.71 after liberation. I did not go to P S. I heard that the accd. Was handed over to police I personally

www.pathagar.com

lodged the F. I. R. I do not remember if I stated in the F. I. R that we put on all the lights of the house when they entered into our house or if I stated into the I. O. Not a fact that some of the members of Jamate Islami and Al-Badar Killed some intellegentia and on that assumption we allege that the accd. Along with other took Mr. Kaisar for killing that a fact the accd, did not take Mr. Kaiser.

Sd/ Sd/-F. Rahman,
3.7.72

P, W. (2) Zakaria Habib.

Mr. Shahidullah Kaisar was my elder brother. on 14. 12.71 I was at our house at 29 Kayttuli (B. K. Ganguli lane). On that date at about 6/6-30 P. M. I heard sound of some men in front of our house. Then there was curfew and black out in that area. Thereafter 4/5 persons entered into the house by breaking the door of the house. My wife, Nila Zakaria switched on the lights. Three of them stood before me with stengun and one of them caught hold of my hand. I suspected them to be At-Badr men. They with pant and suiter of clay colour which was the dress of Al-Badr. I saw Al-Badr and Jamate Islami men previously with suep dress. They took to the adjacent room. Then they took me to the first floor and entered in to the room of my elder brother Mr. Kaiser and he was caught by the same who caught me. He first enquired his identity from him. Then they dragged both of us to the ground floor. My younger sister, Shahana Begum and my Bhabi, Sarfunnahar raised alarm and resisted. My brother was supporter of liberation movement and he was taking active part in it. I heard that Al-Badar

www.pathagar.com

party men were killing those who were supporting liberation movement. So, I understood that he was being taken to be killed. They threatened to fire those who were resisting and dragged Mr. Kaiser. The man who caught my hand appeared to me that I knew him by face. They left me at our house. Mr. Nasir (P. W. I) rang Kutwali P. S. and informd me that some of the P. S. told him that they had nothing to do this. We could not come out till after noon of 16.12.71 as there was curfew in that area. We cauld not trace out him on 16.12.71. on 17.12.71. some local men along with Imam of the mosque Hafiz Md. Asraf came to our house at about 8½/9 A.M. The Imam told us that a man of Jamate Islami enquired from him if Mr. Kaisar was at his house. Mr. Nasir was also there. Then we along with others visited the house of that Jamate-Islami man at 47 Agamasi lane and found his room under lock an key. The owner of the house, Mr. Habibur Rahman was called and he opened the room. Local people were also present there. His beeding some papers and files were found there which reavled that his name was Abdul Khaleq and he was Secy, of Jamate Islami party. We brought the articles and papers to our house. We saw address in a note-book. I do not remember addresse We searched for the man traching these addresses On 22.12.71 he was found in a house at Malibagh. I cannot give his name The accd-told that he was his Bhaira. At the first sight I could rceognise the accd to be the man who caught me and my brother Mr Kaiser at our house on 14.12.71. The accd identified in the dock The accd was taken away by the Muktibahini from there We heard that some intellegentias were killed at Rayer bazar and we went there in search of his dead body as thought that he was also killed. But his dead body was not found there. There we found the dead bodies of Dr. Fazle Rabbi Dr. Alim and others. He was not found there after.

www.pathagar.com

XXXed: The accd-was taken by Mukti bahini from Malibagh and he was not brought to his houe at Aghamasi lane. We got the photos of his wife and children but his photo was not found. It was my Guess that the photoes were of his wife and children Those were not identfied by any body to me We got bulletes at his room. I cannot say if the bullets were of Revolver or gun The Muktibahini accompanied us when the accd was captured at Malibagh. I am not definite of which camp the Mukti-bahinis were. They (6/7 in number) came to our house in the morning of 22.12.71 at about 9 A-M. Mr Nasir (P.W I) was with us all along on that date. We went by two cars of us to Malibagh direct on tracing the address found in the note-book. The note book along with other papers were given to Mr. Jahir Raihan who established a private investigation commision at Prass club. Mr. Raihan is also missing since 30-2-71 I cannot say what happened to the papers, I did not enquire about those papers. I told a C.I.D. man that the papers were in the press Club. I do not know if the accd was searched at any other place before 22-12-71. We did not take any photo of the accd, after he was captured, I cannot say where the accd was taken by the Mukti-bahini. I run a cinema business. I did not see the accd before the occ ie, before the date on which my brother was taken from our house on 11-12-71. I told I.O. that I was caught by my hand. I told I. O. that this accd-caught my hand. I also told him that myself and my brother Mr, Kaiser, both were dragged down from up stair. I did not tell I.O. that I was set free only Shahidulla was dragged down by the miscreants. I did not see if anybody came to our house on 16.12.71 and on that day I did not tell anything to any neighbour. On 16.12.71. first visited the Redcross at Hotel Inter-Continental. I returned home before dusk and did not come out. For the first we came to know from the Imam Sb. On 17.12.71. that an Al-Badr was living

www.pathagar.com

in our Para and we got his name as Abdul Khaleq after searching his house and there we know that he was secy, of Jamate-Islami. Since then our suspicision became deeper. I know Kabir who is our relation. He came to our house on 17.12.71 F.I.R. was lodged by P.W.I on 17.12 71. I did not take part in any T.I parade. My wife Nela Jakaria, Mrs. Shahana Begum and Mrs. Shahidulla took part in the T.I. parad. I drove the car by which they came to S.D.O. court premises. I cannot say how the accd came there. I read paper. But I did not see if the news of the arrest of the accd-was published with his phto. Not a fact that we entangled him falsely only because he was a member of Jamate-Islami party or that he did not go to our house. I saw the accd by my own eyes at our house when by brother was taken.

P.W. 3 Habibur Rahman.

The house no. 47 of Aghamasi lane was belonging to me. One Elias Patari took lease of the house from and with him this accd Abdul Khaleq was also living there with his family (wife & 3 children). He left the house on the previous night of surrender. His family was shifted from there 15/20 days before the surrender. On the next day (17.12.71) his house was opened by Muktibahini who took the key from other Bharatia. The key was left with him and not witth me. I cannot give the name of the other Bharatia. He was not there. His wife was there. And the key was taken from his wife. Giasuddin and Mulfat Bepari of the locality was present when the house of the accd-was opened. I am an old man I became puzzled when so many men entered into my house. On the previous night of the surrender the accd-came to the house at 9.30 P.M. and asked to open the door. I delayed in opening the door as there

www.pathagar.com

was curfew. When I opened the door he came in and pointed a pistol at my bally. He used to go out in curfew time.

XXed :

The persons, about 15/16 in number searched the house of the accd. They asked for the key from me. I replied that key was not with me. The wife of the other Bharatia gave the key. I had no other talk with them. Hafes Ashraf ali, Imam of the mosque was not present there at the time of search of the house of the acced. Not a fact that no pistol was shown to me.

Sd/- 4.7.72

P.W.4.....Hafiz Md. Ashrafuddin.

I am Imam of Kayttuli mosque since 1963. The house of Mr. Shahidullah Kaisar was intervoned by one house from the mosque to the west. The accd Abdul Khaleq was residing at the house of Habibur Rahman P.W. 3 to the south of the mosque intervened by 4/5 houses. He resided in that house for 6/7 months and before thot he was residing at the house of Zeauddin of the same para for 2/3 yrs. Last I saw him these in the after-noon on the day of surrender on 16.12.71 on the road. I know him so long he was residing there. He was Jamate-Islami party, and he used to say his prayer in the mosque. I saw him in the Jamate-Islami office at Siddiq Bazar about a month before the occ. and there I heard that he was the secy. of Jamate-Islami. On 14.12.71 after Asar prayer the acd-enquire from me if Shahidullah Kaiser was residing at his house. I replied that I did not know. On the next day of surrender I came to the house of Shahidullah on hearing that he was taken

www.pathagar.com

away in the evening of 14.12.71 and informed Mr. Nasir P.W. 1 and Jakaria P.W. 2 that the accd enquied from about the whe reabout of him (Shahidullah).

XXed :

I used to visite his house off and on. On 15.12.71 I heard that Shahidullah was taken away. I could not go on that day as there was curfew. I also could not go on 16.12.71 as I was otherwise busy. I went on 17.12.71. The accd-said his Asar prayer in the mosque on 16.12.71. No doubt arose in my mind that there was any connection with enquiry made by the accd as to the where abouts of Shahidullah and taking away of him from his house. The P.W.I. & 2 told me that some Al-Badr and Rajakar took away Shahidullah. They said nothing more.

Sd/-
4.7.72.

P.W. 5.....Giasuddin.

I reside at 51/1 Agamasi Lane. The accd Abdul Khaleq used to reasid at 47 Agamasi Lane intervened by 4,5 houses to the south. He was there for 4,5 months. I last saw him at 7-30 P.M. 16.12.71. at the joining point of the lane with the main road, two houses off from his house. He was a member and worker of the Jamate-Islami Party. His office was at Siddik Bazar. I saw him canvassing for Jamate-Islam party. On 17.12.71 Muktibahini came to the house of Abdul Khaleq at about 11/12 noon. I was present. I came there after their arrival. They found papers of Jamate-Islami and was taken in Trunk by Muktibahini. I did not know him.

www.pathagar.com

XXed :

I came there in the later part of the search. I saw a revolver I saw a revolver and a cutton 6 "x7½" full of revolver bullets which were recovered from there, were put into the trunk in my presence.

Sd/-
4 7.72.

P.W.6..... Fazlur Rahman Bhuiya.

I am Asst. of Dhaka Collectorate and posted in arms section. A revolver licnece was issued to Mr. A.B.M. Abdul Khaleq Majumder s/o Mvi. Abdul Majid of 91,92 Siddiq Bazar, Dhaka. Permanent address, village & P.O. Dhadda, Comilla, Occupation-service. Yearly income-5000/-, Reason for having a revolver pre-cautionery measure against miscreants. as office secy. Jamate-Islam Dhaka, Pro-Pakistani man. The ptn. dt. 2.7.71 was recommended by Major-Staff Officer, Sub Sector I on 8.7.71. The licence was issued on 13.7.7 under no. IK/3650. The arm was purchased on 29.10.71. One non-prohibited bore Revolver no. 5081 by Pak-made purchased from Golam Md. Pistol, Karachi. It was duly entered in the Licnece register by Mr. Muzammel Huq. Ext. 2. I know his writing. This is the copy of the licence written by me. Ext. 3. The licence issuing Power of D.C. was seized by the Military and this licnece was issued by the Military authority. I know the licence holder Abdul Khaleq. Identified.

XXed :—

Revolver licence was generally issued on consideration of the status of man, political allegiance and Income.

S/d-
4.7.72.

www.pathagar.com

P.W. 7.....Mrs. Saifun Nahar.

Mr. Shahidullah Kaiser was my husband. On the date of occ on 14.12.71 at about 6 or 6-30 P.M. some Al-Badr persons entired into my house breaking the door of the house. They were in ash colour uniform with stengun and Revolver in their hands. I became terrified and switched on all the lights although there was balck out in the area. I became tenified I heard that the Al-Badr men were killing the intellegentias who were supporting the liberation movement and my husband was also active by supoorting the movement. Some time after three Al-Badr persons came to upstair with my Debar Jakaria and entered into my room. My husband was also in the room. The enquired the name of my husband and enquring the name he was caught and dragged down. I along with my Nanad, Shahana begum raised alarm and resisted. They pushed us aside and dragged down both Shahidul'ah and Jakaria. We requested them not to kill my husband and Debar. I remained in the upstair and I cannot say what happened there after. Subsequently Nasir and Jakaria (PWs 1 & 2) told that they could recognised one by face. Since then he could not be traced out. Many intellegentias were killed and be lieve that my husband was also killed by them. I atteneed a T.I. parade and I could identify the accd who ontered into my house on 14.12.71.

XXed :

On the very night Nasir, Jakaria told that they could recognise one of them by face. They also told that later on. I was very much worried and I did not meet anybody 7/8 days after the occ. They told me 7/8 days after that accd was living in our para. I was brought to court premisses at noon. I do not know if Jakaria came out on that date before noon. I did not give the discription appearance of the accd-to any body prior to

www.pathagar.com

coming to court for T.I. parade. The man whom I identified in the T.I. Parade was with Lungi and Shirt. I do not remember if he was wearing full shirt or half shirt. I identified first. Then I was removed from there to another room. I read news paper but at that time I did not read any paper as my mental condition was not normal. Questioned by the accused himself whether I was taken to your house after arrest on 22.12.71 and detained there for about 3 hours and whether you caught me and asked me the where abouts of your husband? Ans—It is not a fact that you were taken to my house on 22.12.71 or at any time after the occ. I did not see you after the occ. before T.I. Parade. Not a fact that I saw his photo in paper or that he was identified to me on 22.12.71 at my house. He was not taken to my house.

Sd/-
4.7.72.

P.W.8.....Mrs. Neela Zakaria.

I am wife of P.W. Jakaria Habib, younger brother of Shahidullah Kaiser. We live in the same house. We live in the ground floor and they live in the first floor. On 14.12.71. 5 or 6 Al-Badr men entered into our house by breaking the door at about 6/6½ P.M. I and my husband were standing at the door. of ground floor. I became terrified and swiched on all the lights although there was curfew. One of them caught the hand of husband and took to another room in the ground floor and from there three persons went up stair with him. After some time I heard alarm from upstair. Then the man who caught my husband caught Shahidulla and they dragged down both of them. I enquired where they were being taken but

www.pathagar.com

they did not reply. They took both out side the house. After some time my husband came back and he said that Shahidullah was taken away. My husband and Nasir told that they know one man by face. I attended T.I. parade and I could identify the accd. (idehtified in dock).

XXed :

He was with a shirt, lungi, Tupi and a chadar. Chadar hanging from neck. There were 8/9 persons with different dresses. I do not remember if I told I.O. that my husband was caught by three persons. I told I.O. that I switched on all the lights. My husband did not give the name of the accd. I did not give the name to I.O. on that he was living at Agamasi lane. I read paper, but at that time I had no mood to read paper and I do not know if the news of arrest of the accd. was published with photo in the papers. I do not know Kalianda Kabir, Mukti Bahini did not come to our house after arrest of the accd. Not a fact that my husband told me that the accd would have a Chadar hanging from neck in the T.I. parade. Not a fact that I saw his Photo or there he was taken to our house after arrest. Not a fact that the accd. did not go to our house when Shahidllah was taken from our house on 14.12.71.

Sd/-
4.7.72.

P.W.9.....Mrs. Shahana Begum.

Mr. Sahidullah Kaisar was my brother. On the date of occ. on 14.12.71 I was at our house. I was at the 1st floor. At about 6 P.M. I heard sound of breaking the door of our house in the ground floor. some persons entering into the house.

www.pathagar.com

I switched on the lights. There after three persons being armed with sten-gun, rifle, revolver came to the 1st floor along with my brother, Jakaria Habib (P.W. 2). They entered into the room of my brother Shahidullah Kaisar and caught him. Then they dragged him down. I and Mrs. Kaiser stood on their way and resisted and caught the man who was dragging Mr. Kaiser. We resisted because we heard that many intellegentins were taken in this way and killed. They pushed me down on the stair case and got down. They took him away. I could identify the accd. in the T.I. parade. I remembered his face full. I scuffled with him when he was dragging my brother, Mr. Kaiser (Identified in the dock).

XXed :

I do not remember if I told I.O. that I had a scuffle with the accd. when he dragged down my brother from the first floor. I did not tell I.O. that I could remember the face of the accd. Then says—I do not remember what I told I.O. The accd had a mole in his check. I do not remember, if I told that to I.O. I told I.O. that Jakaria and Nasir told me that they recognised one of them as Abdul Khaleu. They told me on the very date of occ. after the occ. I read news paper. I find a photo of the accd. in this paper, Ext. A. The accd had a Lungi and a Punjabi on his person when I identified him in the T.I. Parade. It took me 5/6 minutes for identifying the accd. in the T.I. parade. Jakaria was also taken out and then released. I do not remember if I told I.O. that the miscreants came to upstair with Jakaria and caught Mr. Kaiser leaving him and took him away. It is not a fact that I am unnecessarily entangled the accd. on guess. Not a fact that accd. was taken to our house after arrest by the Mukties. I find a photo in this paper showing that the accds photo was taken at choto-Katra Mukti bahini camp. T.I. parade was held in the later part of March or in

www.pathagar.com

the first part of April I do not remember definitely. Not a fact that the accd did not go to our house or that has been entangled as he was secy of Jamate-Islami Party.

Sd/-
5.7.72.

P.W. 10.....Mr. Md. Salimullah.

I am magistrate class I. I was posted at Dhaka on 9.3.72. I held T.I. parad of the accd. in the court-Hajat on 9.3.72. The suspect was mixed with other person about ten in number. No police was present there. All the three identifying witnesses Mrs. Shahidullah Kaiser, Mrs. Jakaria and Mrs. Shahana Begum identified the accd. Abdul Khaleque by one seperately and all the identifying witnesses said the accd took Mr. Kaiser from their house on the date of occ.

XXed :

It took 15/20 minutes for holding the T.I. parade. So far I remember he was wearing lungi and punjabi but I am not. definite. The accd. was in the same dress when identified by the identifyng witnasses. He was not different dress at the time of identifying by each of the witness. I was then N.D.C. T.I. parad was held at 2-30 to 3 P.M. I got the record 2 hrs. before. The accd was not with me during that time. I cannot say where he was then.

Sd/-
5.7.72.

www.pathagar.com

P.W.11.....Shahabuddin Ahmed.

I am A.S.I. police. In December 1971 I was posted at Kotwali P.S. On 20.22.71. I received a written F.I.R. from Nasiruddin of 29 Kaettuli, Dhaka and I filled in the from of the F.I.R. under my writing and signature. Normal work not being performed then as there was no requisite staff and the control was with Muktibahini.

XXed :

On 14.12.71 Mr. Taemuddin Ahmed A.S.I. was on duty at the Kutwali P.S. From 6 P.M. to 10 P.M. There were 7 entries in the G.D. during that period. On 20.12.71 I was on duty from 2 P.M. to 10 P.M. I received the F.I.R. in question at 7-15 P.M. I did not know if Siddiq bazar Jamate-Islami office was seized. The entry No. 1133 was recorded by Ahmed A.S.I. on receipt of a telephon message from A. Ahmed A.S.P.C.I.D. The case was entrusted to Mr. Barek S.I. for investigation. Not a fact that F.I.R. is ante dated. and was recorded after 22.12.71.

Sd/-
5.7.72

P.W. 12.....Mr. A.K.M. Shamsuddin.

I am Insp. C. I. D. Bangladesh at Dhaka. I took up invsfigation of this case on 3. 2. 72. on the order of D. I. G. Police, prior to that Mr. Abdul Barek was investigating the case. He visited the P. O. on 20. 12. 71 in the evening. I visited P. O. on 3. 2. 72 and I exd. the P. W. S. and recorded their statements u/s 161 Cr.P.C. I exd. P.W. Habibur Rahman and Giasuddin on 22.2.72. I exd. Shahana Begum on 3.2.72. I also exd. The complt. on that date.

www.pathagar.com

I heard from the complt. That some papers were recovered from the house of the accd. and those were given to Mr. Jahlir Raihan who was holding a private enquiry. I further heard that he kept the papers in the Press Club. I tried to recover those papers twice but to no effect, as Jahir Raihan was missing by that time and none could give any trace of those papr. I prayed for T. I. parade and accordingly T. I. parade was held on 9. 3. 72. The accd. was under Jail custody from before I took up the investigation. I fromally arrested him in connection with this case on 8. 2. 72. I submitted C. S. against the accused u/s 364 B. P. C. and Act II (b) of Bangladesh Collaborators Act 1972 on 20. 4. 72 after completion of my investigation.

XXed :

I took up investigation from Mr. Barek. He gave four C. D. in this case. Last C. D. is dt. 31. 12. 71 by him. I did not see his Diary. I started investigation a fresh. Mr. Barek is still in service. The accd. Admitted to me that he was office secy. of Jamate Islami at a salary of Rs. 325/per month I also got from his ptn. For Revolver lieence that he was secy. of Jamte-Islami Party. Jamate-Islami office was at Siddiqbazar. I do not know if the papers of Jamte-Islami office was seized by police and handed to D. D. int. branch. On 24. 12. 71 I did not enquire about that I did not examine S. I. Mr Barek. I did not examine any named Kaliandar Kabir. I did not enquire if Jahir Raihan made any statement to my predecessor. I do not know the names of the members of the comn. established by Mr. Jahir Raihan. I did not eqnuire about that. I was not introduced to the Muktibaini who searched the house of the accd. On 17. 12. 71 by the complat, (P. W. 1) or by Mr. Jakarin (P. W. 2) I enquired but they could not give their names. I heard from the complt, that the accd. was arrested by the Mukties. I

www.pathagar.com

did not see the news in paper. I saw the news in paper to day for the first time. The accd. told me that he was taken to camp by Muktibahini afther arrest. But he could not say to what camp he was taken. I did not know Chotokatra. Mr. Nasir did give me the name of Kaliandr Kabir. I visited the house of the accd. but I did not enter into the inside of the house. I did not prepare any case map. I did not enquire if Mr. Barek took any prelimnary step. Mr. Nasir did not tell me that the light were switchec on. Jakaria told me the miscreatns released him and got down by the stair case catching Mr. Kaisar. Jakaria did not tell me that she switched on all the lights. She said tha light was on in her houe. She told me that Nasir and her husband Jakaria told her that they recognised one miscreants whose name was Abul Khaleque. P. W. Shahana begum did not tell me that she had a scuffle with any miscreants or that he could recognise a man who had beard and a mole in his check, Not a fact that I did not ivestigate the case thoroughly.

Sd/
5. 7. 72

অনবরতঃ ৩ দিন পর্যন্ত ১৩ জন সাক্ষী ও সাক্ষীদের জেরা (এখানে ১২ জনের সাক্ষীর সাক্ষ্যের রেকর্ড পাওয়া গেছে) চলার পর ২৪২ সি, আর পি সি ধারা মতে কোর্ট আমার বিরুদ্ধে ২টি চার্জ ফ্রেম করে আমাকে শুনালেন। আমি উভয় অভিযোগেই নির্দোষ বলে দাবী করলাম। নীচে ২৪২ সি আর পি সি ধারাটিও আমার জবাব উদ্ধৃত করলাম।

Spl. Tribunal Court No. V & Addl. Dist. & Sess. Judge 4th Court, Dhaka.
Present : Mr. F. Rahman.
Spl. Tri. Case No. 8/72.
Acquisition of accused u/s 242 Cr.P C.

www.pathagar.com

আপনি এ. বি. এম. আবদুল খালেক ওরফে আবদুল খালেক, পিতা মৌঃ আবদুল মজিদ মজুমদার, গ্রাম দোহাজ্ড়া, থানা হাজিগঞ্জ, জেলা কুমিল্লা হাল সাং ৪৭নং আগামসি লেন, আপনার, বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হইয়াছে যে :—

১। ১৯৭১ ইং সনের ২৬ মার্চ হইতে বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সর্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করার পর, আপনি ব্যক্তি হিসাবে এবং জামাতে ইসলামের কর্মী হিসাবে পাক দখলদার বাহিনীকে বল পূর্বক বাংলাদেশকে দখলে রাখার ব্যাপারে এবং বাংলাদেশে নির্বিচারে হত্যা-কান্ড, লুট, তরাজ, নারী নির্যাতন, বুদ্ধিজীবী হত্যা প্রভৃতি গর্হিত কার্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করিয়াছেন। তন্মতে আপনি কলেবরেটর এক্টের পার্ট IV (b) ১১ (ডি) ধারা মতে অপরাধী বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে।

২। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম যে সকল বুদ্ধিজীবীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা ও সহানুভূতি ছিল, দখলদার পাকিস্তান বাহিনীর ইংগিতে তাহাদেরকে হত্যা করার ব্যাপারেও আপনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন এবং উক্ত কারণে ১৯৭১ ইং সনের ১৪ ই ডিসেম্বর বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সমর্থক দৈনিক সংবাদের যুগম সম্পাদক জনাব শহিদুল্লা, কায়সারকে তাহার ঢাকাস্থ ২৯নং কায়েত টুলির বাসা হইতে হত্যা করার উদ্দেশ্যে অথবা তাহাকে হত্যা করা হইবে ইহা জানিয়া বুঝিয়া জোরপূর্বক অপহরণ করিয়া লইয়া যান। এবং তাহাকে হত্যা করা হয়।

উক্ত কার্য্য আপনি বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৩৬৪ ধারা ও বাংলা দেশ কলারোরেটস (স্পেশাল ট্রাইবুনাল) অর্ডার ১৯৭২ ইং সনের ১১ (খ) ধারা মোতাবেক অপরাধী বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে।

আপনার জবাব কি ?

উঃ আমি উভয় অভিযোগেই নির্দোষী।

Read over and explained. He pleads not guilty under both the charges.

Sd—F. Rahman
3. 7. 72

www.pathagar.com

বাংলা ভাষাভাষী ভাইদের বুঝার সুবিধার জন্য সাক্ষীদের সাক্ষ্য, জেরার বাংলা অনুবাদ করে দিলাম—লেখক

ফরম ফর রেকর্ডিং ডেপজিশন—(সাক্ষীদের জবান বন্দী লিপিবদ্ধকরণ ফরম) ১নং সাক্ষী নাসির আহমদ বয়স অনুমান... ...ভারতীয় শপথ নামা আইন ১৮৭৩ আনুযায়ী ১৯৭২ সনের ৩রা জুলাই আমি এফ, রহমান, এডিশনাল ডিষ্ট্রিক এবং সেশন জাজ এর সামনে সত্য বলার শপথ গ্রহণ করি।

'আমার নাম নাসির আহমেদ পিতা মৃত নাজিমদ্দিন আহমদ জাতি মুসলমান, ২৯ কায়েতটুলী থানা কোতয়ালী জিলা ঢাকা। আমি বর্তমানে এখানেই বসবাস করি।

মিন্টার শহিদুল্লাহ কায়সার ছিলেন আমার সম্বন্ধভাই। (আমি তার জৈষ্ঠ বোনের স্বামী) তিনি দৈনিক সংবাদের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। তিনি "পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রাক্তন সভাপতি।" তিনি ২৯নং কায়েতটুলীতে বাস করতেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় সমর্থক। ১৪/১২/৭১ তারিখে তিনি তার বাড়ীতে ছিলেন। ওই দিন সন্ধ্যার পরে ৭/৮ জন লোক দরজা ভেঙ্গে তার বাড়ীতে প্রবেশ করে তাদের হাতে ছিল ষ্টেনগান, রাইফেল, রিভলভার। তারা মেটো-রঙ্গের কাপড়ের ইউনিফরম পরিহিত ছিল। আমি তাদেরকে আলবদর বাহিনী হিসাবে সনাক্ত করতে পারতাম। ব্লেক আউট হওয়া সত্বেও আমরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সমস্ত লাইট একসাথে অন্ করে দেই। ২/৪ জন রুমে প্রবেশ করেছিল। এবং তারা বাড়ী চার্স করেছিল। তারপর তারা শহিদুল্লাহ কায়সারকে ধরলো এবং টেনে হেচড়ে তার বেড্ রুম থেকে বের করে জোর করে তাদের সাথে নিয়ে গেল। আমরা বুঝতে পারলাম যে তারা তাকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্য নিয়ে গেছে। আমরা শুনেছি কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবিকে এভাবে ধরে নিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। তার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েরা সামনে এসে রুখে দাঁড়ালে তাদেরকে ষ্টেনগানের হ্যান্ডল দিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। আমি নীচের তলার সামনে দাঁড়ালে সেখানে আমাকে ষ্টেনগানের হ্যান্ডলের গুতা মারে। এরপর আমরা তাকে সর্বত্র খুজে বেড়ায়েছি কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। খোঁজা খুঁজির সময় আমরা বুদ্ধিজীবিদের অনেকের মৃতদেহ দেখতে পেয়েছি। যেমন ডাক্তার ফজলে রাব্বি, ডাক্তার আলীম চৌধুরী, প্রফেসার মুনীর চৌধুরী প্রফেসার ফজলে মুনির। এবং আরো অনেক। ১৭/১২/৭১ তারিখে ডাক্তার ফজলে রাব্বি এবং ডাক্তার আলীম চৌধুরীর লাশ আমি রায়ের

www.pathagar.com

বাজারের একটি ব্রিক ফিল্ডের একটি ট্রেঞ্চে দেখতে পেয়েছি। সে সময় আমার ব্রাদার-ইন-ল জাকারিয়া হাবিবও আমার সাথে ছিলেন। আমি নিজে, শহিদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী মিসেস সাইফুন্নাহার, আমার স্ত্রী শাহানা বেগম, জাকারিয়া হাবিব, তার স্ত্রী নীলাও আমাদের সঙ্গে সেসময় ছিলেন। শহিদুল্লাহ কায়সারকে তার বাড়ী হতে অনুমান সন্ধ্যা ৬।। টার দিকে তুলে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে একজনকে আমি চেহারায় চিনে গেলাম। জাকারিয়াও একজনকে চেহারায় চিনতে পেরেছে বলে আমাকে জানিয়েছে। আমরা কোতোয়ালী থানাকে ঐ রাতেই অনুমান ৮ টার দিকে আসামী সম্পর্কে জানিয়েছি। আর ঐ রাতেই আমরা টেলিফোনে আমাদের আত্মীয় স্বজনকেও জানিয়েছি। কারণ কারফিউর জন্য আমরা ঘর থেকে বের হতে পারিনি। যেহেতু থানার হাতে কোন ক্ষমতা ছিলনা তাই থানা বাস্তবে আমাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারলো না। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৬/১২/৭১ আমরা তাকে এ এলাকায় খোঁজাখোঁজি করেছি। আমি কায়েতটুলি মসজিদের ইমাম আশ্রাফুদ্দিনের নিকট শুনতে পেলাম যে আবদুল খালেক নামে একজন লোক ৪৭ নং আগামসি লেনে বাস করে। সে ঈমাম সাহেবের কাছে ১৪/১২/৭১ তারিখের বিকালে শহিদুল্লাহ কায়সার কখন বাসায় থাকে একথা জিজ্ঞেস করেছে। ইমাম আমাকে আরো বলেছে যে আবদুল খালেক জামায়াতে ইসলামীর একজন সদস্য ও কর্মী এবং সে আলবদরেরও একজন সদস্য। সে সময় মিস্টার জাকারিয়া সহ অনেকে এখানে উপস্থিত ছিল। ১৭/১২/৭১ জাকারিয়া ও অন্যান্যরা সহ আবদুল খালেকের বাসা তদন্ত করতে যাই। আবদুল খালেক সেখানে সকাল ৯—৩০ পর্যন্ত বাস করেছিল। কিন্তু সে সময় সে সেখানে ছিল না। তার বাসা তালা মারা ছিল। বাড়ীর মালিক হাবিবুর রহমান সাথের বাড়ীতেই থাকতো। তার নিকট জানলাম যে সে ১৬/১২/৭১ তারিখে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে। জাকারিয়া, গিয়াস এবং অন্যান্যরা আমার সাথে ছিল। আমরা বাড়ীর মালিকের নিকট হতে চাবি এনে তার বাসা খুললাম এবং দেখলাম অনেক কাগজ পত্র, ফাইল। এতে জামায়াতে ইসলামী ও মিলিটারীর সাথে যোগাযোগ জনিত অনেক কাগজ পত্র ছিল। আমরা সব কাগজ পত্র ও ফাইল সংগ্রহ করে শহিদুল্লাহ কায়সারের বাড়ীতে রেখে দিয়েছি। আমার আবদুল খালেকের কিছু আত্মীয়ের ঠিকানা পাই। মুক্তি বাহিনীর সহায়তায় আমরা তাকে তার আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে খুঁজি। তার একটি রিভলভার ছিল বলেও আমরা বাড়ীর মালিক হাবিবুর রহমানের কাছে শুনি। সে আরো জানায় যে, ১০/১২/৭১ তারিখে গভীর রাতে আবদুল খালেক বাসায় এসে দরজায় নক করে। সে (বাড়ীর মালিক

www.pathagar.com

প্রথমতঃ দরজা খুলতে অস্বীকার করে কিন্তু পরে অনুরোধে সে খুলে দেয়। কিন্তু ঘরে প্রবেশ করার পর সে দেরী হবার জন্য বাড়ীর মালিকের প্রতি রিভলবার উঁচিয়ে ধরে। তার আত্মীয় স্বজনদের বাড়ী খুঁজতে খুঁজতে তার সন্ধান পাওয়া গেল মালিবাগে তার ভায়রার বাসায় ২২/১২/৭১ তারিখে। আমি তার ভায়রার নাম ও বাড়ীর নম্বর জানিনা। জাকারিয়া আমার সাথে ছিল। শহিদুল্লাহ কায়সারকে তার বাড়ী হতে ধরে নিয়ে যাওয়া এ লোকটিকে আমি সেনাখত করতে পারি। আমি তাকে সেনাখত করলাম এবং তাকে গ্রেফতার করা হলো এবং একটা গাড়ীতে করে আনা হলো। তার ঘরের মিটসেফে একটি রিভলবার ছিল বলে সে স্বীকার করে। তথা হতে ৪৪ রাউন্ড বুলেট সহ রিভলভারটি উদ্ধার করা হয়। তারপর সে বলে তার বাড়ী সার্চ করার দিন ১৭/১২/৭১ যখন বাড়ী খুললাম তখন আমরা এ বুলেটগুলি দেখেছিলাম। আমি ২৩/১২/৭১ তারিখে থানায় F, I, R, দায়ের করি। পুলিশ ইনভেস্টিগেশনে আসলো এবং তদন্ত করে দেখলো। ২৫/৩/৭১ এর ২/৩ দিন পরে আমি সংবাদ অফিস পুড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে বুদ্ধিজীবি হত্যা তদন্ত কমিশন নামে একটি প্রাইভেট কমিশন গঠিত হয়। জহির রায়হান এ কমিশনের আহবায়ক ছিলেন। জহির রায়হান হলেন শহিদুল্লাহ কায়সারের ছোট ভাই। এ কমিশনের অফিস ছিল প্রেস ক্লাবে। আবদুল খালেকের বাড়ী হতে যে সব কাগজ ও ফাইল পত্র উদ্ধার করা হয়েছিল তা আমরা জহির রায়হানের নিকট হস্তান্তর করি। জহির রায়হানও আবার ৩০/১/৭২ তারিখে মিরপুরে একটি তদন্তে গিয়ে নিখোঁজ হন। তাকে আর পাওয়া যায়নি এবং সে সব কাগজ-পত্রও পাওয়া যায়নি। (তাকে কাঠগড়ায় সেনাখত করা হয়েছে) রিভলবারটি মুক্তি বাহিনী নিয়ে গেছে। রিভলবার সম্পর্কে আমি আর কিছু জানি না।

জেরা ঃ—শহিদুল্লাহ কায়সারকে নিয়ে যাবার রাতে কোতয়ালী থানায় আমি যে টেলিফোন করেছিলাম তা ধরেছিল একজন A, S, I. ফোনে আমি জানাই যে আমি একজনকে চেহারায় চিনি। আমাদের বাসা বনবসতি পূর্ণ এলাকায়। আমাদের বাড়ীর উত্তর দিকের বাড়ীর মালিক ছিল একজন হিন্দু। ... ... জগন্নাথ কলেজের একজন প্রফেসার শহিদুল্লাহ কায়সারের বাড়ীর ঠিক বিপরীত দিকে বাস করতো। তাদের উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। মি, বি, ... লাগ দক্ষিণের বাড়ীতে থাকতো। আমাদের প্রতিবেশীগণ ১৬/১২/৭১ তারিখে বিকালে আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন এবং আমাদের কাছে ঘটনা শুনেছিলেন। তাদের কারো কারো

www.pathagar.com

কাছে আমি বলেছিলাম যে চেহারায় তাদের একজনকে আমি চিনি। কাকে বলেছি এবথা আমি বলতে পারি না। আমি এমিকো ল্যাবরেটরীর একজন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। ঘটনার আগে আমি বিবাদীকে জানতামনা ২৫০/৩৫০ গজ দূরে সে বাস করতো। তাকে আমাদের এলাকায় দেখেছি কিন্তু কোন দিন কথা বলিনি। জামায়াতে ইসলামীর সাথে আমার কোন সম্পর্ক ছিলনা। জামায়াতে ইসলামী পার্টির কেউ আমাদের পাড়ায় থাকে তা আমি জানতামনা। এ ছাড়াও জামায়াতের আর কেউ আমাদের পাড়ায় থাকে কিনা তাও আমি জানতামনা। মসজিদটি আমাদের বাসার উত্তর পূর্ব দিকে ৪০/৫০ গজ দূরে অবস্থিত। আমি ইমামকে গত ৩ বছর থেকে চিনি। ১৭/১২/৭১ তারিখ সকালে তিনি আমাদের বাসায় আসেন তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি আমাদেরকে এ পাড়ায় জামায়াতে ইসলামীর একজন লোক থাকে বলে জানান। ১৫/১২/৭১ তারিখ সন্ধ্যায় জহির রায়হান আমাদের বাসায় আসেন। আসামীর বাড়ী সার্চ করার সময় আমরা পুলিশের সাথে যোগাযোগ করি নি। ১৭/১২/৭১ এ মেজর হায়দার ছিলেন মুক্তি বাহিনীর প্রধান। মিষ্টার কালিন্দর কবির—শহিদুল্লাহ কায়সারের একজন আত্মীয়। আসামীর বাড়ী সার্চ করার আগে মেজর হায়দারকে ইনফরম করেছিলেন। কোন ক্যাম্পের মুক্তি বাহিনী তার বাড়ী সার্চ করেছিল তা আমি বলতে পারি না। আমি ... ... তার বাড়ী হতে সিজ করা জিনিষপত্রের কোন তালিকা তৈরী করি নাই তার স্ত্রী ও সন্তানদের ফটো ওখানে পাওয়া গিয়েছে—তার নয়। তার বাড়ী-ওয়ালা হাবিবুর রহমান ফটো গুলো সেনাখত করেছিল। ২২/১২/৭১ তারিখে আমি প্রথম বুঝতে পারলাম যে আসামী আবদুল খালেক শহিদুল্লাহ কায়সারকে নিয়ে যাওয়া লোকদের একজন হবে। বাস্তবে স্বাধীনতার পরে ২২/১২/৭১ পর্যন্ত থানায় কোন কাজ করা হয়নি। আমি থানায় যাই নাই। আমি শুনেছি যে আসামীকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আমি নিজে F. I. R. দায়ের করেছিলাম। F. I. R এ বাড়ীর সব লাইট জালিয়ে দিয়েছি বলে বলেছি কিনা তা আমি স্মরণ করতে পারি না। ... ... এটা সত্য নয় যে জামায়াতে ইসলামীর কোন সদস্য এবং আলবদর কিছু বুদ্ধিজীবিকে হত্যা করেছে এ ধারনায় আমরা আসামীকে অভিযুক্ত করেছি। অন্যান্যদের সাথে মিষ্টার কায়সারকে নিয়ে গেছে মেরে ফেলার জন্য। এটা সত্য নয় যে আসামী শহিদুল্লাহ কায়সারকে নিয়ে যায়নি।

Sd/ এফ রহমান
৩/৭/৭২

www.pathagar.com

পি ডব্লিউ ২ (২নং সাক্ষী) জাকারিয়া হাবিব।

মিস্টার শহিদুল্লাহ কায়সার আমার বড় ভাই। ১৪-১২-৭১ এ আমি আমাদের বাড়ী ২৯ কায়েতটুলাতে (বি. কে গাঙ্গুলী লেনে) ছিলাম। সেদিন অনুমান ৬ থেকে ৬-৩০ সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ীর সামনে কিছু লোকের সোরগোল শুনতে পেলাম। সে সময় এলাকায় কারফিউ ও ব্রেক আউট (নিষ্প্রদীন মহড়া) ছিল। এরপর ৪/৫ জন মেইন দরজা ভেঙ্গে আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করলো। আমার স্ত্রী নীলা জাকারিয়া লাইট জ্বেলে দিল এবং ষ্টেনগানের সামনে দাঁড়িয়ে গেলো। এদের একজন আমার হাত ধরে ফেললো। আমি তাদেরকে আলবদর বলে সন্দেহ করলাম। তারা মেটে রংএর প্যান্ট ও সুয়েটার পড়া ছিল, যা ছিল আলবদরের পোষাক। আগে আমি আলবদর ও জামায়াতে ইসলামীর লোককে এ পোষাকে দেখেছি। তারপর তারা আমাকে পাশের রুমে নিল। এরপর আমাকে নিয়ে দোতালায় আমার ভাইয়ের রুমে প্রবেশ করলো এবং যারা আমাকে ধরেছিল তারা আমার ভাইকেও ধরলো। তারা প্রথমে আমার ভাইয়ের পরিচয় জানতে চাইল তার কাছে। তারপর তারা আমাদের উভয়কে টেনে নিয়ে গেল নীচের তলায়। আমার ছোট বোন সাহানা বেগম ও ভাবী শায়ফুন্নাহার চীৎকার শুরু করলো। আমার ভাই স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থক ও এতে সক্রিয় অংশগ্রহন করেছিলেন। আমি শুনেছি যারা স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থক ছিল তাদের আলবদর পার্টির লোকেরা ধরে নিয়ে মেরে ফেলছিল। তাই আমি বুঝলাম যে আমার ভাইকে মেরে ফেলার জন্য ধরে নিয়ে গেছে। যারা বাধা দিয়েছিল তাদেরকে তারা গুলি করার হুমকি দিয়েছে। তারা তাকে টেনে নিয়ে গেল। যে লোকটি আমার হাত ধরেছিল, আমার কাছে এসেছিল তাকে আমি চেহারায় চিনি। তারা আমাকে আমাদের বাড়ীতে ছেড়ে দিয়ে গেল। মিস্টার নাসির ১নং সাক্ষী কোতয়ালী থানায় ফোন করল। সে আমাকে জানালো যে থানার কেউ তাকে বলেছে যে এসময় তাদের করার কিছু নেই। কারফিউর কারণে ১৬-১২-৭১ এর বিকাল বেলায় আসর পর্যন্ত ঘর থেকে বেরুতে পারিনি। আমরা তাকে ১৬-১২-৭১ খুঁজে পাইনি। ১১-১২-৭১ তারিখ ৮/৯ টার দিকে মহল্লার কিছু লোকজনসহ মসজিদের ইমাম হাফেজ মোহাম্মদ আশরাফ আমাদের বাড়ীতে আসে। ইমাম হাফেজ আশরাফ বললেন যে জামাতে ইসলামীর একজন লোক শহিদুল্লাহ কায়সার তার বাড়ীতে আছে কিনা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল। নাসির তখন ওখানে ছিল। তারপর তারা অন্যান্য লোকজনসহ জামায়াতে ইসলামীর লোকটির বাড়ী ৪৭ নং আগামসি লেন তদন্ত করলো। এবং দেখলো বাড়ী তালা মারা বাড়ীর

www.pathagar.com

মালিক হাবিবুর রহমানকে ডেকে আনলে তিনি বাড়ী খুলে দিলেন। এ সময় এলাকার লোকজনও উপস্থিত ছিল। তার বিছানাপত্র কিছু কাগজ ও ফাইল ওখানে পাওয়া গেল। এর থেকে তার নাম আবদুল খালেক এবং সে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী বলে বুঝা গেল। আমরা এসব আর্টিকেল ও কাগজপত্র আমাদের বাড়ী নিয়ে এলাম। একটা নোটবুকে কিছু ঠিকানা পাওয়া গেল। এখন এসব ঠিকানা আমার মনে নেই। এসব ঠিকানায় খুঁজতে যাবার জন্য আমরা লোক খুঁজতে ছিলাম। ২২-১২-৭১ তাকে মালীবাগের একটি বাড়ীতে পাওয়া গেল। আমি তার নাম জানিনা। আসামী তাকে তার ভায়রা বলেছিল। প্রথম দৃষ্টিতেই আমি আসামিকে চিনে ফেলেছিলাম যে এ লোকটিই আমাকে ও আমার ভাই কায়সারকে ১৪-১২ ৭১ ধরেছিল। আসামীকে কাঠগড়ায় সেনাখত করা হয়। এখান থেকেই আসামীকে মুক্তি বাহিনী ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আমারা শুনেছিলাম যে কিছু সংখক বুদ্ধিজীবিকে রায়ের বাজারে মেরে ফেলা হয়েছিল। আমরা ভেবেছিলাম তাকেও হত্যা করে হয়েছে অতএব সেখানে আমরা তার লাশ খুঁজার জন্য গিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে তার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেখানে আমরা ডাক্তার ফজলে রাব্বি ও ডাক্তার আলীমের লাশ দেখতে পেয়েছি। এরপর ও তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

জেরা

তাকে মুক্তি বাহিনীরা মালিবাগ হতে নিয়ে গিয়েছিল এবং তাকে তার বাসা আগামসি লেনে আনা হয়নি। আমরা তার স্ত্রী ও সন্তানদের ফটো পেয়েছিলাম তার ফটো পাইনি। এগুলো ছিল আমার ধারণা যে ফটোগুলো তার স্ত্রী সন্তানদের হবে। এ ছবিগুলো কেউ আমার কাছে সেনাখত করেনি। আমরা তার ঘরের কক্ষে বুলেট পেয়েছি। আমি বলতে পারি না এ বুলেটগুলো বন্দুকের ছিল না রিভলবারের। মুক্তি বাহিনী আমাদেরকে নিয়ে যখন আসামীকে মালিবাগ থেকে গ্রেফতার করলো তখন তারা কোন ক্যাম্পের মুক্তি ছিল সে সম্পর্কে আমি জানতাম না। তারা ৬/৭ জন আমাদের বাড়ীতে ২২-১২-৭১ সকালে ৯টার দিকে এসেছিল। সেদিন ১নং সাক্ষী নাসের সব সময় আমাদের সাথে ছিল। আমরা আমাদের দুটো গাড়ী নিয়ে সরাসরি মালিবাগ গিয়েছিলাম নোট বুকে প্রাপ্ত ঠিকানা দেখে। অন্যান্য কাগজ পত্রের সাথে এই নোট বইটিও আমরা জহির রায়হানের নিকট হস্তান্তর করেছিলাম। তিনি তখন প্রেস ক্লাবে বেসরকারী তদন্ত কমিশন গঠন করেছিলেন। ৩০-১-৭২ জহির রায়হানও নিখোজ হন। আমি জানিনা খবরের কাগজে কি লিখেছে। সে সব খবরে কাগজ সম্পর্কে আমি কিছু জিজ্ঞেসও

www.pathagar.com

করিনি। কাগজপত্র গুলো প্রেসক্লাবে আছে বলে আমি জনৈক C I. D কে বলেছি। আমি জানি না আসামীকে ২২-১২-৭১ এর আগে কোথাও খুঁজা খুঁজি করেছিল কিনা। আমরা গ্রেফতারের পর আসামীর কোন ফটো নেইনি। আমি জানিনা মুক্তি বাহিনী কর্তৃক আসামীকে কোথায় নেয়া হয়েছিল। আমি চলচ্চিত্র ব্যবসা করি। ঘটনার দিনের পূর্বে আমি আসামীকে দেখিনি অর্থাৎ আমার ভাইকে আমাদের বাসা হতে ১৪-১২-৭১ ধরে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে আমি আসামীকে দেখিনি। আমি তদন্তকারী অফিসারকে (আই, ও) বলেছি যে তারা আমার হাত ধরেছিল। আমি তদন্তকারী অফিসারকে বলেছি যে এ আসামী আমার হাত ধরেছিল। আমি আই, ও, কে আরো বলেছিলাম যে আমাকে ও আমার ভাই কায়সারকে উপরের তলা হতে টেনে হেচড়ে দুষ্কৃতিকারীরা নীচের তালায় নামিয়ে ফেলে। আমি আই, ও-কে বলিনি যে আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমার ভাই শহিদুল্লাকে দুষ্কৃতিকারীরা টেনে হেচড়ে নিয়ে গিয়েছে। ১৬-১২-৭১ তারিখে কেউ আমাদের বাড়ী এসেছিল কিনা আমি দেখিনি। এবং সেদিন আমি কোন প্রতিবেশীর নিকট কিছু বলিনি। ১৬-১২-৭১ তারিখে আমি সর্বপ্রথম হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে রেডক্রসের নিকট যাই। সন্ধ্যার পূর্বে আমি ওখান থেকে ফিরে আসি। আমি বের হয়ে আসতে পারিনি কারণ এই সর্বপ্রথম আমরা ইমাম সাবের কাছে ১৭/১২/৭১ এ জানতে পারলাম যে একজন আলবদর আমাদের পাড়ায় বাস করে। তার নাম আবদুল খালেক। তার বাড়ী তাল্লাশীর পর আমরা জানতে পারলাম সে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী। এর থেকেই আমাদের সন্দেহ ঘনিভূত হতে লাগলো। আমি কবিরকে চিনি। সে আমাদের আত্মীয়। ১৭/১২/৭১ তারিখে সে আমাদের বাড়ীতে আসে। F I. R দায়ের করা হয়েছিল ১৭/১২/৭১ ১নং সাক্ষী দ্বারা। আমি কোন T. I প্যারেডে অংশ নেই নাই। আমার স্ত্রী নীলা জাকারিয়া, মিসেস শাহানা বেগম এবং মিসেস শহিদুল্লাহ T. I প্যারেডে অংশ নিয়েছিল। আমি গাড়ী চালিয়ে তাদেরে S. D. O-র কোর্টের প্রমিসে এনেছিলাম। এখানে আসামী কিভাবে এসেছে তা আমি জানিনা। আমি খবরে কগজ পড়ি। কিন্তু ঐ দিন আসামীর গ্রেফতারের খবরসহ তার ফটো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তা আমি দেখিনি। এটা সত্য নয় যে সে জামায়াতে ইসলামীর সদস্য হবার কারণে আমরা তাকে এ কেসে মিথ্যা-মিথ্যি জড়িত করেছি অথবা সে আমাদের বাড়ীতে যায় নাই। আসামীকে আমি আমার নিজ চোখে আমার ভাইকে নিয়ে যাবার সময় আমাদের বাড়ীতে দেখেছি।

Sd/ F. Rahman
4. 7. 72

www.pathagar.com

পি. ডব্লিউ থ্রী (৩নং সাক্ষী) ৪৭নং আগামাসি বাড়ীর মালিক আমি। জনৈক ইলিয়াস পাটওয়ারী বাড়ীটি আমার নিকট হতে ভাড়া নিয়েছিল। তার সাথেই এ আসামী আবদুল খালেক ওখানে বাস করতো পরিবার সহ (স্ত্রী ও ৩ সন্তান) সারেণ্ডারের পূর্ব রাতে সে বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। এর ও ১৫/২০ দিন আগে তার পরিবার এখান থেকে চলে গিয়েছিল। পরের দিন ১০/১২/৭১ তারিখে মুক্তি বাহিনী অন্য এক ভাড়াটিয়া হতে চাবি নিয়ে তার বাড়ী খুলেছিল। চাবি তাদের কাছে রেখেছিল আমার কাছে নয়। সে ভাড়াটিয়াদের নাম আমি বলতে পারি না। তারা এখানে ছিল না। তার স্ত্রী এখানে ছিল। চাবি তার স্ত্রী হতে এনেছিল। আসামীর বাড়ী খোলার দিন স্থানীয় গিয়াসুদ্দীন ও মুলফত ব্যাপারী এখানে উপস্থিত ছিল। আমি একজন বয়োবৃদ্ধ লোক। এতগুলি লোক আমার বাড়ীতে প্রবেশ করলে আমি ভীত বিহবল হয়ে পড়ি। সারেণ্ডারের আগের রাতে ৯টার দিকে আসামী বাসায় ফিরে দরজা খুলতে বলে। কারফিউ ছিল বলে দরজা খুলতে একটু দেরী হয়। আমি দরজা খুললে সে আমার পেটের দিকে একটি পিস্তল উচিয়ে ধরে। কারফিউর সময়ও সে বেরিয়ে যেতো।

xxed জেরা) ১৫/১৬ জন লোক আসামীর বাড়ী তল্লাসী করেছিল। তারা আমার কাছে চাবি দাবী করেছিল। আমার কাছে চাবি নাই বলে আমি জানিয়ে দিয়েছিলাম। অন্য ভাড়াটিয়ার স্ত্রী চাবি দিয়েছিল। এ ছাড়া তাদের সাথে আমার আর কোন কথা হয়নি। হাফেজ আশ্রাফ আলী মসজিদের ইমাম খানা তল্লাসীর সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন এ কথা সত্য নয় যে, আমাকে সে কোন পিস্তল দেখায় নাই।

sd/এফ রহমান
4/7/72

পি ডব্লিউ ফোর (৪নং সাক্ষী) আমি কায়েতটুলি মসজিদের ইমাম ১৯৬৩ সন থেকে মসজিদের পশ্চিমে এক বাড়ী পরেই শহিদুল্লাহ কায়সারের বাড়ী। আসামী আবদুল খালেক হাবিবুর রহমান (৩নং সাক্ষী) বাড়ীতে বাস করতো। মসজিদের দক্ষিণ দিকে ৪/৫ বাড়ী পরে ৬/৭ মাস আগে সে এ বাড়ীতে ভাড়া আসে। সারেণ্ডারের দিন ১৬/১২/৭১ তারিখ বিকালেও তাকে আমি রাস্তায় দেখেছি। যতদিন থেকে এ এলাকায় থাকে ততদিন থেকেই

www.pathagar.com

তাকে আমি চিনি। সে জামায়াতে ইসলামী করতো। এ মসজিদেই সে নামাজ আদায় করতো। ঘটনার মাস খানেক আগেও আমি তাকে সিদ্দিক বাজার জামায়াতে ইসলামী অফিসে দেখেছি। সেখানেই আমি তাকে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী হিসাবে শুনেছি। ১৪/১২/৭১ আসর নামাজের পরে আসামী আমাকে শহিদুল্লাহ কায়সার এ বাড়ীতে থাকে কিনা জিজ্ঞেস করে। জবাবে আমি জানিনা বলে জানিয়েছি। সারেন্ডারের পরের দিন আমি শহিদুল্লাহ কায়সারের বাড়ী এসে জানতে পারলাম যে, ১৪/১২/৭১ তারিখ সন্ধ্যায় কায়সারকে ধরে নিয়ে গেছে। আমি ১নং সাক্ষী নাসির ও ২নং সাক্ষী জাকারিয়াকে আসামী আমাকে কায়সার কোথায় থাকেন জিজ্ঞেস করেছিল বলে জানালাম।

xxed (জেরা) আমি মাঝে মধ্যে তার বাড়ী যেতাম। ১৫/১২/৭১ তারিখ আমি জানতে পারলাম যে শহিদুল্লাহ কায়সারকে নিয়ে গেছে। আমি কারফিউর জন্য ওখানে যেতে পারিনি। অন্য কাজের জন্য আমি ১৬/১২/৭১ তারিখেও সেখানে যেতে পারিনি। ১৭/১২/৭১ তারিখে আমি সেখানে যাই। আসামী এ মসজিদে ১৬/১২/৭১ তারিখেও আসরের নামাজ আদায় করেছে। আসামীর শহিদুল্লাহ কায়সার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদে আমার মনে এ সন্দেহ জাগেনি যে, শহিদুল্লাহকে তার বাড়ী হতে নিয়ে যাবে। ১নং ও ২নং সাক্ষী আমাকে বলেছিল যে কিছু আলবদর ও রেজাকার শহিদুল্লাহকে নিয়ে গেছে। তারা এর বেশী কিছু আমাকে বলেনি।

sd/এফ রহমান
4/7/72

পি ডব্লিউ ফাইভ—(৫নং সাক্ষী) গিয়াসুদ্দীন। আমি ৫১/১ আগামাসি লেনে বাস করি। আসামী আবদুল খালেক আমার বাড়ী থেকে ৪/৫ বাড়ী দক্ষিণে ৪৭নং আগামাসি লেনে বাস করতো। সেখানে সে ৪/৫ মাস আগে আসে। আমি ১৬/১২/৭১ তারিখে সন্ধ্যা ৭-৩০ দিকে তাকে শেষ বারের মত মেইন রাস্তার সাথে লেনের জয়নিং এ তার বাড়ি থেকে দুই বাড়ী দূরে দেখতে পাই। সে জামায়াতে ইসলামীর একজন সদস্য ও কর্মী। তার অফিস ছিল সিদ্দিক বাজার। আমি তাকে জামায়াতে ইসলামীর ক্যানভাস করতে দেখেছি। ১৭/১২/৭১ তারিখে ১১/১২টার দিকে মুক্তি বাহিনী আবদুল খালেকের বাড়ীতে আসে। সে সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। তাদের আসার পরে আমি এখানে এসেছি। তারা এখানে জামায়াতে

www.pathagar.com

ইসলামীর কাগজপত্র পেয়েছে। ট্রাংকে করে এগুলো মুক্তি বাহিনী নিয়ে গেছে। আমি তাকে চিনতাম না।

XXed (জেরা) তাল্লাশীর শেষভাগে আমি এখানে এসে পৌঁছি। আমি একটি রিভলবার এবং ৬½×৭″ বুলেট পূর্ণ কার্টুন দেখি। এগুলো এখানে পাওয়া গেছে। এগুলো আমার সামনেই ট্রাংকে ঢুকানো হলো।

Sd/এফ রহমান
৪/৭/১২

পি ডব্লিউ সিক্স (৬নং সাক্ষী) ফজলুর রহমান

আমি ঢাকা কালেকটারিয়েটের একজন সহকারী এবং আমাকে আর্মস সেকশনে নিয়োগ করা হয়েছে। এ, বি, এম, এ খালেক মজুমদারকে পিতা মৌলভী আবদুল মজিদ, ৯১/৯২ সিদ্দিক বাজার ঢাকা। স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম ও পোঃ ধড্ডা, থানা হাজিগঞ্জ, কুমিল্লা, একটি রিভলবারের লাইসেন্স দেয়া হয়েছিল। তার পেশা চাকুরী বার্ষিক আয় ৫,০০০/০০। কারণ হলো জামাতের ঢাকার অফিস সেক্রেটারী হিসাবে দুষ্কৃতিকারীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পূর্ব সর্তকীকরণ। দরখাস্ত তাং ২/৭/৭১ মেজর টণপ অফিসার দ্বারা সাব সেকশন ১ তাং ৮/৭/৭১ সুপারিশ কৃত লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে ১৩/৭/৭১ আল্ডার নম্বর Ik/3650। আর্মটি খরীদ করা হয়েছে ২৯/১০/৭১ এ One non prohibited bore Revolver no 5081 by Pak—made Purchased form Golam Mohammad pistol, Karachi. লাইসেন্স রেজিষ্টারে তা যথারীতি মিষ্টার মোজাম্মেল হক কর্তৃক Exi 2. এন্ট্রি করা হয়েছে, আমি তার লিখা চিনি। এটা হলো লাইসেন্সের নকল যা আমি লিখেছি Exl 3। ডি সির লাইসেন্স ইস্যু ক্ষমতা তখন মিলিটারী কতৃক রহিত করা হয়েছিল। এবং এ লাইসেন্সও মিলিটারী কর্তৃকই ইস্যু করা হয়েছিল। লাইসেন্স হোল্ডার আবদুল খালেককে চিনি (সনাক্ত করা হলো)।

xxed (জেরা) রিভলভার লাইসেন্স সাধারনতঃ মানুষের রাজনৈতিক পদমর্যাদা ও আয়ের ভিত্তিতে ইস্যু করা হয়।

sd/এফ রহমান
4/7/72

www.pathagar.com

পি ডব্লিউ সেভেন (৭নং সাক্ষী) সায়ফুন্নাহার।

মিষ্টার শহিদুল্লাহ কায়সার ছিলেন আমার স্বামী-। ঘটনার দিন ১৪/১২/৭১ তারিখে সন্ধা ৬/৬-৩০ টার দিকে কিছু আলবদর লোক দরজা ভেঙ্গে আমার বাড়ীতে প্রবেশ করলো। তারা ছাই রং ইউনিফরমে হাতে ষ্টেনগান ও রিভলভার ছিল। আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এলাকায় কারফিউ থাকা সত্বেও সব লাইট অন করে দেই। আমি ভীত বিহ্বল হয়ে পড়ি। আমি শুনেছি আলবদরের লোকেরা স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থক বুদ্ধিজীবী-দের হত্যা করছে। আমার স্বামীও সক্রিয় ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করেন। আলবদররা আমার দেবর জাকারীয়াকে নিয়ে উপরের তলায় আসলো এবং আমার রুমে ঢুকলো। আমার স্বামীও রুমে ছিল। তারা আমার স্বামীর নাম জিজ্ঞেস করলো এবং নাম জিজ্ঞাসা করার পর পরই তাকে ধরে টেনে নিয়ে গেলো নীচে। আমি ও আমার ননদ শাহানা বেগম চীৎকার দিতে ও তাদের বাধা দিতে লাগলাম। তারা আমাদেরকে ধাক্কা মেরে একদিকে ফেলে দিয়ে শহিদুল্লাহ ও জাকারিয়াকে নিয়ে নীচে চলে গেল। আমার স্বামী ও দেবরকে না মারার জন্য আমরা তাদেরকে অনুরোধ জানালাম আমি দোতালায় রয়ে গেলাম। এরপর কি হয়েছে আর আমি বলতে পারিনা। এরপর পরই নাসির ও জাকারিয়া (১নং সাক্ষী ও ২নং সাক্ষী) বললো তারা একজনকে চেহারায় চিনেছে। তারপর থেকে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। অনেক বুদ্ধিজীবিকে হত্যা করা হয়েছে এবং আমার বিশ্বাস আমার স্বামীকেও তারা হত্যা করেছে। আমি টি, আই, প্যারেডে অংশ নিয়েছি এবং আসামীকে যে আমার রুমে ১৪/১২/৭১ এ প্রবেশ করেছিল তাকে সনাক্ত করেছি।

xxed : (জেরা) ওই রাতেই নাসির ও জাকারিয়া বলছিল যে তারা একজনকে চেহারা দেখে চিনেছে। তারা এর পরও তা বলেছে। কিন্তু এত চিন্তাক্লিষ্ট ছিলাম যে ঘটনার ৭/৮ দিন পরও আমি কারো সাথে দেখা করিনি। ৭/৮ দিন পর তারা আমাকে বললো যে অভিযুক্ত ব্যক্তি আমাদের পাড়ায় বাস করে। আমাকে দুপুরে কোর্টপ্রেমিসে নিয়ে গেলো। আমি বলতে পারিনা সেদিন কি জাকারীয়া দুপুরের আগে এসেছিল। আমি কারো কাছে অভিযুক্ত ব্যক্তির চেহারা সম্পর্কে কোর্টে টি. আই. প্যারডে আসার আগে কোন বর্ণণা দেইনি। টি, আই, প্যারডে আমি যে ব্যক্তিকে সনাক্ত করেছি তার পরনে লুঙ্গি ও শার্ট ছিল। আমার মনে নাই তার পরনে ফুল শার্ট ছিল না হাফ শার্ট। সর্ব প্রথম আমি সেনাখত করেছি। তারপর আমাকে অন্য রুমে

www.pathagar.com

নেয়া হয়েছে। আমি খবরের কাগজ পড়ি। কিন্তু সেদিন আমি কোন পত্রিকা পড়িনি। কারণ তখন আমার মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক ছিলনা। আসামী স্বয়ং প্রশ্ন করলো—২২/১২/৭১ তারিখে গ্রেফতারের পর আমাকে কি আপনাদের বাড়ী নেয়া হয়নি ? এবং সেখানে ৩ ঘণ্টার মত রাখা হয়নি ? আপনি কি আমাকে জড়ায়ে ধরে আপনার স্বামী কোথায় আছে জিজ্ঞেস করেননি ? উত্তর—এটা সত্য নয় যে আপনাকে ২২/১২/৭১ আমাদের বাড়ী নেয়া হয়েছিল অথবা ঘটনার পরে কোন সময়। ঘটনার পরে টি, আই, প্যারেড এর আগেও আমি আপনাকে কখনো দেখিনি। এটা সত্য নয় যে আমি পত্রিকায় তার ফটো দেখেছি অথবা ২২/১২/৭১ এ আমার বাড়ীতে তাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে, তাকে আদৌ আমার বাড়ীতে আনা হয়নি।

sd/ এফ রহমান
৪/৭/৭২

পি ডব্লিউ এইট ঃ (৮নং সাক্ষী) মিসেস নীলা জাকারিয়া—

আমি শহীদুল্লাহ কায়সারের ছোট ভাই সাক্ষী জাকারিয়া হাবিবের স্ত্রী। আমরা একই বাড়ীতে বাস করি। আমরা নীচতলায় থাকি আর তারা থাকেন ১ম তলায়। ১৪/১২/৭১ তারিখে ৫/৬ জন আলবদরের লোক দরজা ভেঙ্গে ৬/৬-৩০ টার সময় আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করে। ১ম তলার দরজার সামনে আমি ও আমার স্বামী দাঁড়ানো ছিলাম। ভীত হয়ে আমি সুইচ অন্ করে সব লাইট জেবলে দিলাম যদিও তখন কারফিউ ছিল। তাদের একজন আমার স্বামীর হাত ধরে গ্রাউন্ড ফ্লোরের আর এক রুমে নিয়ে গেল। ওখান থেকে তাকে নিয়ে ৩ জন লোক উপরের দিকে উঠলো। কিছুক্ষণ পর আমি উপর থেকে শব্দ শুনলাম। তারপর যে লোকটি আমার স্বামীর হাত ধরেছিল সে শহিদুল্লাহকেও ধরলো। উভয়কে টেনে হেচড়ে নীচে নামালো। তাদেরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমি এ প্রশ্ন করলে তারা কোন জবাব দিলনা। তারা উভয়কে বাড়ীর বাইরে নিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর আমার স্বামী ফিরে এলো এবং বললো শহিদুল্লাহকে তারা নিয়ে গেছে। আমার স্বামী ও নাসির বললো চেহারায় তারা একজনকে চিনে। আমি টি, আই, প্যারেডে অংশ নিয়েছি এবং অভিযুক্তকে সনাক্ত করেছি (কাঠগড়ায়ও সনাক্ত করেছে)।

www.pathagar.com

xxed—(জেরা) তার পরণে শার্ট, লুঙ্গীটুপী, এবং চাদর ছিল। কাঁধে চাদর ঝুলানো ছিল। সেখানে বিভিন্ন পোশাকের ৮/৯ জন লোক ছিল। আমি আমার স্বামীকে ৩ জন লোক ধরেছিল, একথা আই, ও, কে (তদন্তকারী অফিসার) বলেছি কিনা আমার মনে নাই। সবগুলি লাইট অন্ করে দিয়েছি একথা আমি আই, ওর কাছে বলেছি। আমার স্বামী অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করেনি। আমি আই ও'র নিকট তার নাম উল্লেখ করিনি that he was living at Agamasi lane. আমি খবরে কাগজ পড়ি। কিন্তু সেদিন আমার খবরে কাগজ পড়ার মুড ছিলনা। এবং জানতামনা যে অভিযুক্তের গ্রেফতারের খবর তার ফটোসহ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আমি কালিন্দ কবিরকে চিনিনা। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করার পর মুক্তিবাহিনী আমাদের বাড়ী আসেনি। একথা সত্য নয় যে, আমার স্বামী আমাকে বলে দিয়েছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি টি, আই, প্যারেডে কাধে চাদর ঝুলিয়ে থাকবে। এ কথাও সত্য নয় যে আমি তার ফটো দেখেছি অথবা তাকে গ্রেফতারের পর এখানে আমাদের বাড়ী আনা হয়েছে। একথাও সত্য নয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি ১৪/১২/৭১ তারিখে শহিদুল্লাহকে নিয়ে আসার দিন আমাদের বাসায় যায়নি।

Sd/ এফ রহমান
৫/৭/৭২

পি ডব্লিউ নাইন (৯নং সাক্ষী) মিসেস শাহানা বেগম।

মিষ্টার শহিদুল্লাহ কায়সার ছিলেন আমার ভাই। ১৪/১২/৭১ তারিখে ঘটনার দিন আমি আমাদের বাড়ীতে ছিলাম। আমি ছিলাম দোতালায়। অনুমান সন্ধ্যা ৬টার সময় আমি গ্রাউন্ড ফ্লোরে আমাদের বাসার দরজা ভাঙ্গবার শব্দ পেলাম। আমি দেখলাম কিছু লোক আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করছে। আমি সুইচ অন্ করে লাইট জ্বালিয়ে দিলাম। এরপর ষ্টেনগান; রাইফেল, বিভলভারধারী ৩ জন লোক আমার ভাই জাকারিয়া হাবিবকে (২নং সাক্ষী) নিয়ে দোতলায় আসলো। তারা আমার ভাই শহিদুল্লাহর রুমে প্রবেশ করে তাকেও ধরলো। অতঃপর তারা তাকে টেনে হেচড়ে নিচে নিয়ে গেল। আমি এবং মিসেস কায়সার তাদের পথ রোধ করে দাঁড়ালাম এবং আমার ভাইকে যে টেনে আনলো তাকে ধরে ফেললাম। আমরা এজন্য বাধা দিয়েছি যে আমরা শুনেছি অনেক বুদ্ধিজীবিকে

www.pathagar.com

এভাবে ধরে নিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। তারা আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল এবং নীচে নেমে গেলো। তারা তাকে নিয়ে গেলো। আমি টি, আই, প্যারেডে তাকে সনাক্ত করতে পেরেছি। তার চেহারা ভালভাবেই আমার স্মরণ আছে। সে আমার ভাইকে টেনে হেচড়ে নিয়ে যাবার সময় তার সাথে আমার ধস্তাধস্তি হয় (কাঠগড়ায় সনাক্ত করা হয়)।

xxed দোতলা আমার ভাইকে টেনে নিয়ে যাবার সময় অভিযুক্তের সাথে আমার ধস্তাধস্তির করার কথা আই, ওকে আমি বলেছি কিনা তা আমার মনে নেই। আমি অভিযুক্তের চেহারা স্মরণ করতে পারবো একথা আমি আই, ও, কে বলিনি। তারপর বললো আই, ও, কে কি বলেছি তা আমার মনে নেই। অভিযুক্তের গালে একটি তিলক ছিল, আমার স্মরণ নেই একথা আমি আই, ও, কে বলেছিলাম কিনা। আমি আই, ও, কে বলেছিলাম যে জাকারিয়া এবং নাসির আমাকে বলেছিল যে তারা আবদুল খালেক নামে তাদের একজনকে চিনতে পেরেছে। ঘটনার দিনই ঘটনা ঘটার পরে তারা আমাকে একথা বলেছিল। আমি খবরের কাগজ পড়ি। আমি অভিযুক্তের ফটো এই পত্রিকায় দেখেছিলাম। Ext. A. আমি যখন অভিযুক্তকে সনাক্ত করতে টি, আই প্যারেডে গিয়েছিলাম তখন তার পরনে একটি লুঙ্গি, পাঞ্জাবী ছিল। টি, আই, প্যারেডে তাকে সেনাক্ত করতে আমার ৫/৬ মিনিট সময় লেগেছিল। জাকারিয়াকে ধরা হয়েছিল তারপর তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। স্মরণ করতে পারছিনা আমি আই, ও, কে বলছি কিনা যে দুষ্কৃতিকারীরা জাকারিয়াকে নিয়ে উপরের তলায় এসেছে এবং তাকে ছেড়ে দিয়ে কায়সারকে ধরে নিয়ে চলে যায়। এটা ফ্যাক্ট নয় যে আমি অনাহুত আন্দাজ অনুমানের উপর ভিত্তি করে অভিযুক্তকে এ কেসের সাথে জড়িত করেছি। এটাও সত্য নয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্তিবাহিনীর দ্বারা গ্রেফতার হবার পর আমাদের বাড়ীতে আনা হয়েছে। এই কাগজে আমি ফটে দেখেছি Showiny that the accused's phots was taken at chato-katra Mukti Bahini camp। মার্চের শেষের দিকে অথবা এপ্রিলের প্রথম ভাগে টি, আই, প্যারড অনুষ্ঠিত হয়েছিল নিশ্চিতভাবে আমি স্মরণ করতে পারছিনা। এটা ফ্যাক্ট নয় যে অভিযুক্ত আমাদের বাড়ী যায় নাই। অথবা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী হবার কারণে তাকে এ কেসের সাথে জড়ানো হয়েছে।

Sd/ এফ রহমান
৫/৭/৭২

www.pathagar.com

P,W, 10 (১০নং সাক্ষী) মিষ্টার এম, ডি, সলিমুল্লাহ।

আমি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট। ৯/৩/৭২ তারিখে ঢাকায় পোষ্টিং দেয়া হয়েছে। আমি ৯/৩/৭২ তারিখে কোর্ট হাজতে অভিযুক্তের টি, আই প্যারেড পরিচালনা করেছিলাম। এই প্যারেডে ১০ জন অন্য লোকের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে সেনাখত করা হয়েছে। এখানে কোন পুলিশ উপস্থিত ছিল না। সেনাখতকারিনী এই তিন জন সাক্ষীর—মিসেস শহিদুল্লাহ কায়সার, মিসেস জাকারিয়া এবং মিসেস শাহানা বেগম সকলেই ভিন্নভাবে অভিযুক্ত আব্দুল খালেককে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছে। এবং সেনাখতকারিনী সাক্ষীর সকলেই বলেছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিটি শহিদুল্লাহ কায়সারকে ঘটনার দিন তাদের বাড়ী হতে ধরে নিয়ে গেছে।

XXed (জেরা)

টি, আই, প্যারেড অনুষ্ঠানে ১৫/২০ মিনিট সময় লেগেছিল। যতটুকু আমার মনে পড়ে তার পরনে লুঙ্গী পাঞ্জাবী ছিল। কিন্তু আমি নিশ্চিত অভিযুক্ত ব্যক্তি সকল সেনাখতকারিনীদের সেনাখতের সময় একই পোশাক নই। পরিহিত ছিল। সেনাখতকারিনীদের বিভিন্ন জনের সেনাখতের সময় অভিযুক্তের পোশাক বিভিন্ন ছিল না। সে সময় আমি N,D,C ছিলাম। টি, আই, প্যারেড বিকাল ২-৩০ থেকে ৩টার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমি ২ঘণ্টা আগে রেকর্ড পেয়েছিলাম। সে সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি আমার সঙ্গে ছিল না। আমি বলতে পারিনা এরপর সে কোথায় ছিল।

S/d এফ রহমান
৫/৭/৭২

P.W. 11 (১১নং সাক্ষী) শাহাবুদ্দীন আহমদ

আমি পুলিশের একজন A.S.I. ১৯৭১ সনের ডিসেম্বর মাসে আমাকে কোতোয়ালী থানায় পোষ্টিং দেয়া হয়। ২০/১২/৭১ আমি ২৯নং কায়েত-টুলীর নাসিরুদ্দিনের একটি লিখিত এজাহার পাই। এটাকে আমি আমার হাতেও স্বাক্ষরে F.I.R. ফরমে লিপিবদ্ধ করি। তখন স্বাভাবিক কাজ কর্ম চলছিল না। কারণ কাজের জন্য পর্যাপ্ত ষ্টাফও ছিল না। আর তখন কণ্ট্রোল ছিল মুক্তি বাহিনীর হাতে।

www.pathagar.com

XXed (জেরা)

১৪/১২/৭১ তারিখে A.S.I. মিষ্টার তৈমুদ্দীন আহমদ কোতয়ালী থানায় ডিউটিতে ছিল বিকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত। সে সময় জিডিতে ৭টা এণ্ট্রি হয়েছিল। ২০/১২/৭১ তারিখে আমি ডিউটিতে ছিলাম রাত ২টা থেকে পরদিন সকাল ১০টা পর্যন্ত। আজকের জিজ্ঞাসার এ F.I.R. আমি সকাল ৭-১৫ মিনিটে রিসিভ করি। আমি জানিনা তখন সিদ্দিক বাজার জামায়াতে ইসলামী অফিস সিজ করা হয়েছিল কিনা। মিষ্টার এ, এইচ্ আহম্মদ A.S.P.C.I.D-এর তরফ থেকে একটি টেলিফোনের ভিত্তিতে এণ্ট্রি নং ১১৩৩ রেকর্ড করেছিল A.S.I. মিষ্টার আহমদ। S. I. মিষ্টার বারেকের উপর কেসের ইনভেষ্টিগেশনের দায়িত্ব অর্পিত হয়। এটা সত্য না যে F.I.R ২২/১২/৭১ এর পরে এণ্ট্রি করা হয়েছে।

Sd/এফ রহমান
৫/৭/৭২

P.W. 12 (১২নং সাক্ষী) মিষ্টার A K.M. Shamsuddin.

আমি বাংলাদেশ ঢাকার একজন C.I.D Inspector। আমি এই কেসের ইনভেষ্টিগেশন করেছি ৩/২/৭২ তারিখে D.I.G of Police এর নির্দেশে। এর আগে মিষ্টার আব্দুল বারেক কেসটি তদন্ত করছিল। সে ঘটনাস্থলে ডিউটি করেছিল (Place of occurance, P.O) ২৩/১২/৭২ তারিখ বিকালে। আমি ঘটনাস্থল ভিজিট করি ৩/২/৭২ তারিখে। P.W.S কে (সাক্ষীদেরকে) জিজ্ঞাসাবাদ করেছি এবং ১৬১ পি. সি ধারা অনুযায়ী তাদের জবানবন্দী রেকর্ড করেছি। আমি P,W হাবিবুর রহমান গিয়াসুদ্দীনকে ২২/২/৭২ তারিখে এর জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। আমি শাহানা বেগমকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি ৩/২/৭২ তারিখে। আমি বাদীকেও ওইদিন জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। আমি বাদী থেকে শুনেছি যে অভিযুক্তের বাড়ী হতে কিছু কাগজ-পত্র উদ্ধার করা হয়েছে এবং সে কাগজগুলু হস্তান্তর করা হয়েছে যাচ্ছিলেন। আমি জহির রায়হানের কাছে। জহির রায়হান সে সময় প্রাইভেট তদন্ত চালিয়ে আরো শুনেছি যে জহির রায়হান কাগজগুলো প্রেসক্লাবে রেখেছিলেন। সে কাগজগুলো উদ্ধার করার জন্য আমি দুই দুইবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। কারণ জহির রায়হান তখন নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। আর কেউ সে কাগজগুলোর সন্ধান দিতে পারেনি। আমিই টিআ,ই, প্যারেডের

www.pathagar.com

প্রার্থনা জানিয়েছিলাম সে অনুযায়ীই প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৯/৩/৭২ এ। আমার তদন্ত ভার গ্রহণের পূর্ব হতেই অভিযুক্ত ব্যক্তি জেল কাস্টোডিতে ছিল। আমি তদন্ত চালাই। ফরমালি আমি তাকে এ কেস সংক্রান্ত ব্যাপারে ৮/২/৭২ তারিখে গ্রেফতার করি। আমি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আমার তদন্ত শেষ হবার পর U/S 364 B,P,C and Act II (b) of Bangladesh Collaboraters Act 1972 অনুযায়ী ২০/৪/৭২ তারিখে সার্জসিট দাখিল করি।

XXed (জেরা)

মিষ্টার বারেক থেকে আমি তদন্তভার গ্রহণ করি। এ কেসের ব্যাপারে সে আমাকে ৪টি C,D, দেয়। তার দেয়া সর্বশেষ C,D, ছিল ৩১/১২/৭১ তারিখে আমি তার ডায়রী দেখিনি। আমি নতুন ভাবে আবার ইনভেষ্টিগেশন শুরু করি। মিষ্টার.....এখনো চাকুরীতে আছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি আমার কাছে স্বীকার করেছে যে সে জামায়াতে ইসলামীর মাসিক ৩২৫/০০ টাকার একজন বেতনভুক্ত অফিস সেক্রেটারী। I also got from his ptn. for Revolver licence that he was secretary of Jamat-i-Islami Party. জামায়াতে ইসলামী অফিস ছিল সিদ্দিক বাজারে। আমি জানিনা জামায়াতে ইসলামী অফিসের কাগজপত্র পুলিশ কর্তৃক সিজ করা হয়েছিল কিনা এবং তা D,B, অফিসে হ্যান্ড ওভার করা হয়েছিল কিনা ২৪/১২/৭১ তারিখে সে সম্পর্কে আমি কোন তদন্ত করিনি। আমি এস, আই বারেককেও জিজ্ঞাবাদ করিনি। আমি কালিন্দর কবির নামের কোন ব্যক্তিকেও জিজ্ঞাসাবাদ করিনি। জহির রায়হানকেও জিজ্ঞাসাবাদ করিনি। আমার পূর্ববর্তী তদন্তকারী অফিসারের নিকট জহির রায়হান কোন জবানবন্দী দিয়েছিল কিনা এ সম্পর্কেও আমি জিজ্ঞাসা করিনি। জহির রায়হান কর্তৃক গঠিত কমিশনের মেম্বারদের কারো নামও আমি জানি না। এ সম্পর্কে আমি কাওকে কিছু জিজ্ঞেসা করিনি। মুক্তিবাহিনীর যে লোক ১৭/১২/৭১ এ অভিযুক্তের বাড়ী সার্জ করেছিল তার সাথেও আমি বাদী ১নং সাক্ষী ও ২নং সাক্ষী জাকারিয়ার দ্বারা পরিচিত হইনি। আমি জিজ্ঞেস করেছি কিন্তু তারা আমাকে তাদের নাম দিতে পারেনি। আমি বাদীর কাছে শুনেছি যে অভিযুক্তকে মুক্তি বাহিনী গ্রেফতার করেছে। এ সংবাদ আমি সংবাদপত্রে দেখিনি। আজ সর্বপ্রথম আমি পত্রিকায় এ খবর দেখলাম। অভিযুক্ত ব্যক্তি আমাকে বলেছিল যে তাকে গ্রেফতারের পর মুক্তি বাহিনীর ক্যাম্পে নেয়া হয়েছে। কিন্তু কোন্ ক্যাম্পে নেয়া হয়েছে তা বলতে পারেনি। আমি ছোট কাটরা চিনি না। নাসির আমাকে কালিদন্র কবিরের

www.pathagar.com

নাম বলেননি। আমি অভিযুক্তের বাড়ী প্রদর্শন করেছি। কিন্তু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিনি। আমি কেসের কোন ম্যাপ তৈরী করিনি। আমি মিষ্টার বারেককেও কোন প্রাথমিক চেষ্টা নিয়েছে কিনা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিনি। লাইট জ্বালিয়ে দিয়েছিল বলে নাসির আমাকে বলেনি। জাকারিয়া আমাকে বলেছিল যে দুষ্কৃতিকারীরা তাকে ছেড়ে দিয়েছিল এবং কায়সারকে নীচে ষ্টেয়ার কেস পর্যন্ত ধরে নিয়ে গিয়েছিল। জাকারিয়া আমাকে বলেনি That she switched on all the lights. She said that light was in her house. She told me that Neela her husband Jakaria told her that they recognised one miscrents whos name was Abdul Khaleq. P.W. Shahana Begum did not tell me that she had a scuffle with any misereants or that she could recognise a man who had beard and mole in his check. Not a fact that I did not investegate the case througly.

Sd/ F. Rahman
5/7/72

(১৩নং সাক্ষীর ডেপজিশন পাওয়া গেলনা)

লেখক—

উভয় পক্ষের উকিলের নিজ ক্লায়েন্টের পক্ষে যুক্তি পাল্টা যুক্তি শুনার পর উক্ত ট্রাইবুনাল জাজ শুনানী থেকে কি পেলেন তা বর্ণনা করে নীচে তার রায় প্রদান করেন।

In the Court of special Tribunal Judge (Court No V), Dhaka.

Present : Mr. F. Rahman
Special Tribunal Case No. 8 of 1972
The state.....Vs. A. B. M. Abdul Khaleque

This is a case (I)U/S. 364 B. P. C. read with Schedule Part II and under article II (b) of Bangladesh Collaborators Special Tribunal order 8 of 1972 and also (2)U/S. II (d) read with schedule Part IV (b) of the said order.

The accusation against the accused is that the accused A. B. M. Abdul Khaleque alias Abdul Khaleque was a member of the the notorious Al-Badar and he was also a member and

www.pathagar.com

secretary of now defunct Jamat-e Islami Party ; that he directly and indirectly participated with, aided and supported the pak Army in keeping Bangladesh under their illegal ccupation by force and as such he is a collaborator as defined under article 2 (b) of the said order :

That on 14.12 71 he along with other members of his party being armed with sten-gun, revolver etc. In uniform entered into the house of the victim Mr. Shahidullah kaiser, Editor of the daily "The Sangbad" by breaking the door in the evening at about 6 or 6 30 p.m. that defying the resistance given by his wife and sister and pushing them aside dragged down Mr. Shahidullah Kaiser from his bed-room in the first floor by force and took him away with intent to kill him and was killed but his dead body, however, could not be traced out ; that the accused was recognised by the P. W. I Nasir Ahmed and P. I. W. 2 Jakaria Habib by face ; that there was curfew at that time and that is why F. I. R. could not be lodged in the night ; a telephon message was, however, given to the Kott wali, P. S. by the P. W. I. but the police expressed inability to take any immediate action as the police depaitment was not functioning then properly ; that the P. ws were very much perturbed and worried as they had reason to beli-ove that victim was kidnapped by tbe Badar Bahini to be killed as they heard that they took many other intelectual in that way and were killed at that time and they were woefully busy in searching for the deadboy of the victim, the dead body, however, could not be traced out inspite of their best offorts although they found the dead bodies of many other intellectuals at different places ; that is why there was delay in loging the F. I. R ; that the F. I. R. was lodged by Mr. Nasir Ahmed (P. W. I), sister's husband of Mr. Shahidullah Kaiser on 20. 12. 71 and this case was started. The police after investingation submitted chargesheet against the accused

www.pathagar.com

U/S 364 B. P. C. read with schedule Part II and aricle II (b) of Bangladesh Collaborators Special Tribunal order, 1972 in the Court of Special Tribunal establishment by the president's order No 8 of 1972 for the collaborators.

The accusation was read over and explained to the accused by me and he pleaded not Guilty.

The defence case as could be ascertained form the cross-examination of the pws is that is true that the accused Abdul Khaleque was as a paid Secretary of now defunct Jamate Islami party but he was not a collaborator with the Pak Army and he was not a member of Badar Bahini ; that he never came to the house of Mr. Sahidullah Kaiser on 14. 12. 71 or at any time or he never kidnapped him in the evening of 14. 12. 71 or at any time for killing him or any other purpose ; that he has been falsely entangled in this case on guess as some members of Jamate Islami party might have colla. borated with the Pak Army ; that after arrest he was brought to the house of the victim and the P. Ws. got the chance to see him ; that his photoes were published in the daily news papers after his arrest and the P. Ws saw his photoes in the papers and by that the P. Ws. indenitfied him in the T. I. Parade ; that the accused is innocent.

That plints to be decided are :-

1. Whether the accused A. B. M. Abdul Khaleque is a collaborator as defined under Article II of Bagladesh Collabor-ators Spchial Tribunal order No. 8 of 1972.

2. Whethr the accused kidnapped the victim Mr. Sahidu-llah kaiserf or murder or knowing that he would be killed and thereby committed an offence U/S 364 B. P. C. read with Schedule Part II article II (b) of the said order 3. Whether he did any act of collaboration as mentioned in Clause B of article 2 which is not covered by schedule Parts I, II, III &

www.pathagar.com

IVA of the said order and there by committed an offence punishable under article II (d) of the said order.

Findings :

Points 1 & 2

These two points are taken up togethers for the convenience of discussion.

The prosecution examind as many as 13 P.Ws to prove their case. It is an admitted fact and also proved by the P.Ws that the victim Mr. Shahidullah Kiser was the Editor of the daily news paper "The Sangbad" Dhaka and he was also a renowned literator and he was active supporter of the liberation movement. The P Ws I Nasir Ahmed, P.W.2 Jakaria Habib, P.W. 7 Saifun Nahar, P.W. 8 Neela Jakaria and P.W. 9 Shahana Begum say on oath in a voice in details giving the vivid picture of the incident that the accused along with 4/5 others in Badr Bahini uniform and armed with stengun, revolver etc. entered into their house by breaking the door in the evening of 14.12.71 at about 6-30 p m. They further say that being terrified they switched on the light of the house although there was black out in that area on that night. They further add and say that the accused (identfied in the dock) along with 2 others entered inside their house ; that the accused first caught hold Jakaria Habib (P.W.2) in the Ground-floor, then they went up to the first floor with him and entered into the bed-room of the victim Mr. Shahidullah Kaiser ; there this accused ascertained the identify of the victim from him and caught hold of him leaving the hand of Jakaria Habib that he was dragged out and taken away along Jakaria Habib who was left outside the house. These P.Ws further say that they raised alarm and resisted the accused and the other miscreants

www.pathagar.com

when they were dragging out the victim Mr. Shahidullah Kaiser from the first floor and also when he was being taken out of the house as they heard that many intellectuals and supporters of libeation movement were taken in this way and killed by the Badar Bahini and collaborators of the Pak Army but they were brushed aside by the miscreants by the handles of their sten-gun. The P.W. 9 Shahana Begum Says that she fell down on the stair-cases being pushed by a miscreant. She further says on cheked voice, I would never forget his face who dragged and took away my brother". The P.W.I Nasir Ahmed and P.W. 2 Jakaria Habib says that they could recognise the accused by face. All these P.Ws are highly educated person and coming from very respectable family. There is no suggestion even that they or any other P.W. had ever any enmity or grudge against this accused. So it is difficult to believe that he has been falsely entangle in this case by the P.Ws. The P.Ws. 1 & 2 also proved that many intellectuals like Dr. Fazle Rabbi, Dr. Alim Chowdhury, PROF, Munir Chowdhury prof. Eazle Muhir and others were killed at that time by the miscreants. They also say that they found the dead body of Dr. Fazle Rabbi Dr. Alim Chowdhury in a trench of a brick field at Raye Bazar in the morning of 17.12.71. It is argued by the learned counsel for the defence that these P.Ws 1, 2, 7,8 and 9 are close relations and it is pointed out that the P.W. 1 is the sister's husband of the victim, P.W. 2 is his full brother, P.W. 7 is the wife of victime, P.W. 8 is the wife of his brother P.W. 2 and P.W. 9 are the sister of the victim. But before discarding their statement only because they are relations we must consider circumstances prevailing in the locality at that time. Admittedly there was curfew in the locality at the time of occurence. So we cannot expect that the neighbours came to P.O. at the time of occurrence. Under that cricumstances these P.W.s are most competent persons to be present and see the occurence. Their statements cannot be discarded only

www.pathagar.com

because they are relations when they stood lengthy corss-examination and there is no material contradiction or inconsistency in there statements except some minor discrepancies which are very natural. P.Ws. 1 and 2 say that they could recognise the accused by face. Admittedly the accused was residing at 47, Agamoshi lane in the same Mohalla. The P.W.4 Hafiz Md. Asrafuddin says that the accused used to say his prayer in their Mohalla mosque. So it is quite natural that the P.Ws. I & 2 might have seen the accused in the locality although they have not talk with him. It is argued by the learned counsel for the defence that the fact of recognising the accused by face was not stated in the F.I.R. and it was also not disclose to other outsiders. It is true that the fact of recognition by face was not staed in the F.I.R. in so many wards but these P.Ws. stated in their depositions that they told it just after the occurrence to their family members and it was fully corroborated by the P.Ws. 7, 8 and 9. I have already stated the circumstances which caused delay in lodging the F.I.R. so under that cricumstances this omission of stating the recognition by face in the F.I.R. can not be taken as a meterial discrepancy and according to the law there is no necessity of discribing every particulars of an occurence in the F.I.R. In my openion this omission itself does not falsefy the statemeat of the P.Ws. as to the recognition of the accused by face. A T.I. parade was held in the Criminal Court hajot by a 1st class Magistrate Mr. Salim ullah. He has examined as P.W. 10. He proved that the T.I. parade was held according to the law and the accused was clearly identified by the identifying witnesses. There is nothing to show that there was any irregularity or fault in holding or conducting the T.I. parade. It was, however suggested to the identifying witnesses that the accused was taken to their house after arrest on 22.12.71 and they had the chance to see the accused there. The witnesses flatly denied that and say that the accused was not taken to their house after arrest. The

www.pathagar.com

defence did not adduce any evidence to prove that the accused was taken to there house after arrest. So this suggestion has no leg to stand. It was further suggested that the photos of the accused was published in the news papers on 23.12.71 after his arrest and in support of that a copy of the "purbodesh" dated 23.12.71 has been submitted by the defence Ext. B. It was further suggested that the P.Ws. saw the photos of the acused in the paper and by that they identified the acused in the T.I. parade. The identifying witnesses P.Ws. 7, 8 and 9 frankly admit that they usually read papers but they say that at that time they were very much perturbed and wrried for the loss of Mr. Shahidullah Kaiser their nearest relation and they were not in a mode to see any paper for some time after the occurrence and they did not see the photo of the accused in any paper. In view of prevailing circumstances I find no reason to disbelieve them. It is pointed out to me by the learned counsel for the defence that the identifying witnesses differed in giving the dress of the accused at the time of T. I. Parade. I think that it is not very much tell upon the merit of the case when the identification of the accused has been proved in the T. I. parade. Besides, these direct evidences we have also got convincing circumantial evidences which also go far to prove the prosecution case. The P. W. 4 Hafiz Md. Asrafuddin, Imam of the Kayettully mosque says on oath that in the evening on 14. 12. 71 after 'Ashar' prayer the accused Abdul Khaleque enquired from him if Sahidullah Kaiser victim was residing at his house then on the very day Shahidullah Kaiser was kidnapped in the evening at about 6-30 P. M. There is no suggestion that the accused had any reason of enquring about the victim and I have no reason to disbelieve the P. W. 4 when there is no suggestion even that they had any enmity or grudge. against the acused. The P. W. 3 a pretty old man of about 70 says on oath that the accused Abdul Khaleque was residing at his house No. 47, Agamoshi lane for some

www.pathagar.com

time. He further says that he had a revolver and he used to walk freely in the outside even at the curfew time. He further says the previous night of the surreneder the aceused came to his house at about 9-30 P. M though there was curfew and asked him to open he door but as he delayed in opehing the door as there was curfew, the accused pointed a pistol at his belly after entering into the house. I have notning to disbelieve his statement, but the question is how the accused to travel freely during the curfew hours unless had some collaboration with the Pak Army when they were in Control of the country. This clearly proves that the accused is a collaborator. Further we find that a revolver licence was issued to him by the Army on 13. 7. 71 under No. IK/3650. The licence Register has been submitted before the court which clearly proved that the petition dated 2/7/71 filed by the petitioner for the revolver has also been submitted in the Court (Ext. 4) in original where in it has been stated by the accused himself that he is a pro-Pakistani. The arms licence Register Ext. 20 of the Dhaka Collectorate also shows the accused purchased a nonprohibited bore revolver No. 5o81, Pak. made on 29. 10. 71. These facts also prove that the accused was a collaborator with the Pak. Army.

In view of the facts, circumstances and evidence discussed above I have good reasons to believe that Mr. Shahidullah Kaiser was kidnapped by accused Abdull Khaleque and other miscreats in order that he may be murdered or may so disposed of as to be put in danger of being murdered and I find that thesee two points have (1 & 2) been proved to the hilt beyond any reasonable doubt. I therefore, find that he accused is guilty U/S 364 B. P. C. read with Clause B of article II and Schedule Part II of Bangladesh Collaborators Specioal Tribunal order No. 8 of 1972.

www.pathagar.com

Poirt No. 3.

There is no evidence that the accused did any act which is mentioned in Clause B of Article 2 of the President's order No. 8 of 1972 but not cover by any item under any of the parts of the Schedul to the said order i. e. in other words prosecution failed to prove the accusation under clause D of Article II read with Part IV (b) of the said order. I therefore find him not guilty under Clause D of Article II read with part IV (b) of the Bangladesh Collaborators Special Tribunal ordbr No. 1972. Hence.

Ordered

That the accused be found gulty U/S 364 B. P. C. read with Clause B of Article II and schedule Part II of Bangladesh Collaborators special Tribunal order No. 8 of 1972 and be convicted and sentenced to suffer rigorous imprisonment for 7 (seven) years and also to pay a fine of Taka 10.000 (Take ten thousand) and indefault to suffer R. I. for (one) year which would run consequetivly.

Dictated & coorrected by me.

Sd/-F. Rahman
Spl. Tribunal Judge.
17. 7. 72

Sd/F. Rahman,
17. 7. 72
Special Tribunal Judge.
Court No. V. Dhaka.

www.pathagar.com

হাকীমের রায়ের বাংলা বিবরণ

স্পেশাল ট্রাইবুনাল জাজের কোর্ট (৫ম কোর্ট) ঢাকা

উপস্থিত ঃ—জনাব এফ রহমান

রাষ্ট্র ... . বনাম ... ... এ, বি, এম, আব্দুল খালেক

১৯৭২ সনের বাংলাদেশ কলাবোরেটর স্পেশাল ট্রাইবুনাল আদেশ নং৮ অনুযায়ী বাংলাদেশ প্যানাল কোডের ৩৬৪ ধারার অধীন এ মোকদ্দমা উত্থাপিত হয়েছে।

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ এ যে, অভিযুক্ত এ, বি, এম, এ. খালেক ওরফে আব্দুল খালেক নটরিয়াস আলবদর বাহিনীর একজন মেম্বার ছিলেন। এছাড়াও তিনি অধুনালুপ্ত জামায়াতে ইসলামীর মেম্বর ও সেক্রেটরী ছিলেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশকে বেআইনীভাবে ও জোর করে দখলে রাখার জন্য তিনি পাক-সেনাকে সাহায্য সহযোগিতা যুগিয়েছেন। তাই তিনি উপরের বর্ণিত ধারা মতে একজন কলাবোরেটর।

অভিযোগ এই যে—১৪/১২/৭১ সন্ধ্যায় ৬-৩০ এ তার বাহিনীর অন্যান্য সদস্যদেরকে নিয়ে স্টেনগান, রিভালভার ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আ বদরের ইউনিফরমে দৈনিক সংবাদের সম্পাদক মিষ্টার শহিদুল্লাহ কায়সারের বাসায় দরজা ভেঙ্গে প্রবেশ করে।

অভিযোগ এই যে তাঁর স্ত্রী, ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী এবং বোনের বাধাকে উপেক্ষা করে তাদেরকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে শহিদুল্লাহ কায়সারকে তার বেড রুম থেকে ধরে জোর করে নিচের তলায় নামায় এবং হত্যার উদ্দেশ্যে নিয়ে যায়। এবং তাকে হত্যা করা হয় কিন্তু তার মরদেহ পাওয়া যায়নি।

অভিযোগ এই যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ১নং সাক্ষী নাসির আহমদ, ২নং সাক্ষী জাকারিয়া হাবিব চেহারায় চিনতে পেরেছে।

অভিযোগ এই যে যেহেতু ওই সময় কারফিউ বিরাজিত ছিল তাই সে রাতেই থানায় এজাহার দায়ের করতে পারা যায় নি। তবে ১নং

www.pathagar.com

সাক্ষী টেলিফোনে কোতয়ালী থানায় সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ বিভাগ সে সময় সঠিকভাবে কাজ করতে পারছিল না বলে থানা ত্বড়িৎ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আপারগতা প্রকাশ করেছে।

অভিযোগ এই যে সাক্ষীগণ সকলে খুবই দিশেহারা ও মর্মাহত ছিলেন। তাদের একথা বিশ্বাস করারও কারণ ছিল যে, ভিকটিমকে হত্যার উদ্দেশ্যে আলবদররা নিয়ে গেল। কারণ তারা শুনেছে যে সে সময় অনেক বুদ্ধিজীবিকে আলবদররা ধরে নিয়ে মেরে ফেলেছে। কাজেই তারা তার মৃতদেহ খুঁজার জন্য ব্যস্ত ছিল। তাদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও তারা তার মৃতদেহ পায়নি। কিন্তু তারা অন্যান্য বুদ্ধিজীবিদের মৃতদেহ বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পেয়েছে।

অভিযোগ এই যে এ কারণেই থানায় এজহার দায়ের করতে বিলম্ব হয়েছে এবং ভিকটিমের বোনের স্বামী ১নং সাক্ষী নাসীর আহমদ অবশ্য ২৫/১২/৭১ তারিখে থানায় এজহার দিয়েছে। এখান থেকেই মামলা শুরু।

পুলিশ তদন্তের পর অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ১৯৭২ সনের বাংলাদেশ কলাবোরেটর স্পেশাল ট্রাইবুনাল আদেশ নং ৮ অনুযাই বাংলাদেশ প্যানাল কোডের ৩৬৪ ধারার অধীন এ মকদ্দমা দায়ের হয়েছে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এ অভিযোগ আমা-কর্তৃক পড়ে শুনানো হয়েছে এবং সে নিজকে নির্দোষ দাবী করেছে।

বিবাদীপক্ষ সাক্ষীদের জেরা থেকে যা প্রমাণ করতে চেয়েছেন তা হলো যে অভিযুক্ত আবদুল খালেক জামাতে ইসলামীর একজন বেতন ভূক্ত কর্মচারী। তিনি কোন কলাবোরেটর নন। তিনি আলবদর বাহিনীর কোন সদস্য ছিলেন না। তিনি শহিদুল্লাহ কায়সারের বাড়ীতে ১৪/১২/৭১ তারিখে বা কোন সময়ে আসেন নাই। এবং তিনি শহিদুল্লাহ কায়সারকে ১৪/১২/৭১ সন্ধ্যায় অপহরণ করেননি। অথবা অন্য কোন সময়ে তাকে মারার বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসেননি।

বিবাদীপক্ষ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে অভিযুক্তকে মিথ্যামিথ্যি ভাবে এ মামলার সাথে জড়িত করা হয়েছে এ ধারনায় যে, জামাতে ইসলামীর কোন কোন লোক পাক সেনাদের সহযোগীতা করে থাকতে পারে।

www.pathagar.com

বিবাদীপক্ষ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে গ্রেফতারের পর অভিযুক্তকে ভিকটিম শহিদুল্লাহ কায়সার ও সকল সাক্ষ দের বাড়ীতে নেয়া হয়েছে। তাই তারা তাকে চোখে দেখার সুযোগ পেয়েছে গ্রেফতারের পরে। তার ফটো পত্রিকায় ছাপান হয়েছে তাই সাক্ষীগণ সকলে পত্র-পত্রিকায় তার ছবি দেখেছেন। এ কারণেই সাক্ষীগণ তাকে টি আই প্যারেডে সনাক্ত করতে পেরেছেন।

এ পয়েন্টগুলো থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে :—

(১) অভিযুক্ত যে এ. বি. এম. আবদুল খালেক প্রকৃতই আইনে বর্ণিত ধারা ১৯৭২ সনের বাংলাদেশ কলাবোরেটর স্পেশাল ট্রাইবুনালের ৮ নং আদেশ অনুযায়ী কলাবোরেটর কিনা।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি ভিকটিম শহিদুল্লাহ কায়সারকে মারার জন্য অথবা মেরে ফেলবে একথা জেনে শুনে নিয়ে গেছে কিনা। যদি তাই হয় তাহলে তিনি বর্ণিত আইনের পার্ট ১ ও অ্যার্টিকেল ২ এর অধীন বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৬৪ ধারা অনুযায়ী অপরাধ করেছেন।

(৩) উল্লেখিত আদেশের ২নং অ্যার্টিকেলের 'বি' ক্লজ সিডিউলের 1, 11, 111, ও IV এ অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন কাজ করেছেন কিনা। যদি করে থাকে তাহলে তি ন বর্ণিত আদেশের ২ নং অ্যার্টিকেল 'ডি' অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।

ফাইণ্ডিংস (Findings)

পয়েন্টস ১-২

আলোচনার সুবিধার জন্য এ দুটি পয়েন্টসকে একসাথে আনা হলো। বাদীপক্ষ ১৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য পেশ করেছেন। আমাদেরকে তাদের কেস প্রমাণ করে দেখতে হবে। এটা স্বীকৃত সত্য যে এবং সাক্ষীদের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে ভিকটিম শহিদুল্লাহ কায়সার ঢাকার দৈনিক সংবাদের সম্পাদক ছিলেন। এবং তিনি একজন পরিচিত শিক্ষাবিদ ও বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। ১নং সাক্ষী নাসির আহমদ, ২নং সাক্ষী জাকারিয়া হাবিব, ৭নং সাক্ষী সাইফুন্নাহার, ৮নং সাক্ষী নীলা জাকারিয়া, এবং ৯নং সাক্ষী শাহানা বেগম ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বলেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি আরো ৪/৫ জন ইউনিফরমড ও স্টেনগান, রিভলবারে

www.pathagar.com

সজ্জিত বদরবাহিনী নিয়ে ১৪/১২/৭১ সন্ধ্যা ৬-৩০ এ দরজা ভেঙ্গে তাদের বাড়ীতে প্রবেশ করে। তারা আরো বলে যে ভীত বিহ্বল হয়ে ব্রেক আউট হওয়া সত্বেও তারা বাড়ীর সবগুলো লাইট জেবলে দেয়। এরপর তারা আরো যোগ করে বলে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি (কাঠগড়ায় সনাক্ত করা হয়) আরো দুজন সহ তাদের বাড়ীতে প্রবেশ করে। প্রথম এ অভিযুক্ত ব্যক্তি জাকারিয়া হাবিবকে (২নং সাক্ষী) গ্রাউন্ড ফ্লোরেই ধরে ফেলে। তারপর তাকে নিয়ে দোতালায় উঠে এবং শহিদুল্লাহ কায়সারের বেডরুমে যায়। এখানে এ অভিযুক্ত ব্যক্তিটি তার কাছে শহিদুল্লাহ কায়সারের পরিচিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। জাকারিয়াকে ছেড়ে দিয়ে তাকে ধরে ফেলে। অতঃপর জাকারিয়াকে সহ শহিদুল্লাহ কায়সারকে নীচে টেনে নিয়ে জাকারিয়া কে ছেড়ে দেয় ও শহিদুল্লাহকে ধরে নিয়ে যায়। এ সাক্ষীগণ আরো বলেন যে তারা চীৎকার দেয় ও এদেরে বাধা দেয় যখন তারা তাকে টেনে হেচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কারণ সাক্ষীরা আগেই শুনেছিল যে স্বাধীনতা সংগ্রামের বহুসংখ্যক বুদ্ধিজীবি ও সমর্থকদেরকে এভাবে পাকবাহিনীর দালালরা ও আলবদররা ধরে নিয়ে মেরে ফেলছে। তাদের রাইফেলের হ্যান্ডলের আঘাতে ৯নং সাক্ষী শাহানা বেগম সিড়িতে পড়ে যায়। তিনি ব্যথিত সুরে বলেন, "যে আমার ভাইকে টেনে হেচড়ে ধরে নিয়ে গেছে তার চেহারা আমি ভুলবো না।" ১নং সাক্ষী নাসির আহমদ ২নং সাক্ষী জাকারিয়া হাবিব বলেন, তারা অভিযুক্তকে চেহারায় চিনত। এসব সাক্ষীরা সব উচ্চশিক্ষিত এবং সম্মানিত পরিবারের সদস্য। তাদের সাথে অভিযুক্তের কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা বা আক্রোশ আছে বলে ডিফেন্সের তরফ থেকে কোন সাজেশন পাওয়া যায়নি। অতএব সাক্ষীগণ অভিযুক্তকে মিথ্যামিথ্যি এ মামলার সাথে জড়িত করা হয়েছে বলেও বিশ্বাস করা কঠিন। ১নং, ২নং সাক্ষী প্রমাণ করেছে যে ডাক্তার ফজলে রাব্বি, ডাক্তার আলীম চৌধুরী, প্রফেসার মুনির চৌধুরী, প্রফেসার ফজলে মুহির এর মত আরো অনেক বুদ্ধিজীবিকে তখন হত্যা করা হয়েছে। তারা তাদের মরদেহ ও রায়ের বাজারের একটি ব্রিক ফিল্ডের ট্রেন্সে দেখতে পেয়েছে ৭/১২/৭১ এ। ডিফেন্সের পক্ষ থেকে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে সাক্ষীগণের ১নং, ২নং, ৭নং, ৮নং ও ৯নং সাক্ষী সরাসরি নিকটাত্মীয়। ১নং সাক্ষী ভিকটিমের বোনের স্বামী। ২নং সাক্ষী তার ভাই। ৭নং সাক্ষী স্ত্রী। ৮নং সাক্ষী ভাইয়ের স্ত্রী এবং ৯নং সাক্ষী সহোদর বোন। তাদের বর্ণনা খন্ডন করার আগে যেহেতু তারা পরস্পর আত্মীয়, আমাদেরকে বিরাজিত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য আরোপ করতে হবে। এটা স্বীকৃত সত্য যে এলাকায় কারফিউ ছিল। তাই এ সময়ে পাড়াপ্রতিবেশীরা দৌড়িয়ে ঘটনাস্থলে আসতে পারে এ কথা আশা

www.pathagar.com

করতে পারিনা। এ অবস্থায় সাক্ষীগণই ঘটনাস্থলে থাকা স্বাভাবিক। তারা পরস্পর আত্মীয়-স্বজন বলে তাদের জবান বন্দীকে ফেলে দেয়া যায় না। যেখানে তারা লম্বা জেরার সম্মুখীন হয়েছে এবং কিছু ছোট ছোট কথা ছাড়া তাদের জবানবন্দীতে উল্লেখযোগ্য কোন স্ববিরোধিতা পাওয়া যায়নি। ১নং ২নং সাক্ষী বলেছেন যে, তারা অভিযুক্তকে চেহারায় চিনতো। এটাও স্বীকৃত যে অভিযুক্ত ব্যক্তি ৪৭ নং আগামসি লেনে একই মহল্লায় থাকতো। ৪নং সাক্ষী হাফেজ আশ্রাবুদ্দীন বলেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি এই মসজিদে নামাজ পড়তো, তাই এটাও খুব স্বাভাবিক যে ১নং, ২নং সাক্ষী আসা যাকে দেখে থাকবে যদিও হয়ত কোন সময় তার সাথে কথাবার্তা বলেনি। বিজ্ঞ কাউন্সিল থেকে ডিফেন্সে বলা হয়েছে—"তাকে চেহারায় চিনে" একথা F. I. R এ উল্লেখ নেই। আর একথা বাইরেও কারো কাছে বলেনি। F.I.R এ উল্লেখ নেই সত্য। কিন্তু তারা তাদের জবানবন্দীতে বলেছে যে, ঘটনার পর তারা পরস্পর পরস্পরকে একথা বলেছে। এবং ৭, ৮ ও ৯নং সাক্ষীর সাথে একথা সামঞ্জস্যশীল। আমি আগেই বলেছি যে কোন পরিস্থিতিতে তারা যথা সময়ে এফ, আই, আর দায়ের করতে পারেনি। অতএব এ অবস্থায় একথা বাদ পড়ে যাওয়াটাও খুব বড় একটা দোষ নয়। F. I. R এ ঘটনার সব বর্ণনা আসাও আইনের দৃষ্টিতে অপরিহার্য নয় বলে আমার মত। অভিযুক্তকে চিনার ব্যাপারে টি, আই, প্যারেড হয়েছে—ক্রিমিনাল কোর্ট হাজতে একজন ১ম শ্রেণী ম্যাজিস্ট্রেট মিষ্টার সলিমউল্লাহ কর্তৃক। ১০নং সাক্ষী হিসাবে তার ও জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি প্রমাণ করেছেন যে আইনানুযায়ী প্যারেড করা হয়েছে। এবং সাক্ষীগণ তাকে পরিস্কার চিনতে পেরেছেন। টি, আই প্যারেডে কোন রকম অনিয়ম হয়েছে তাও দেখা যায় না। যদিও এ যুক্তি দেখানো হয়েছে যে অভিযুক্তকে ২২/১২/৭১ গ্রেফতার করে তাদের বাসায় আনা হয়েছে এবং তারা সকল সাক্ষী তাকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন কিন্তু সাক্ষীগণ তা সরাসরি অস্বীকার করেছেন। ডিফেন্স তা প্রমাণ করতে পারেনি। অতএব এ যুক্তিও টিকেনি। আরো যুক্তি দেখানো হয়েছে যে গ্রেফতারের পরেরদিন ২৩/১২/৭১ তারিখে সংবাদপত্রে অভিযুক্তের ফটো প্রকাশিত হয়েছে ওই তারিখের পূর্বদেশ (ফাইলে দাখিল করেছে) এ ফটো তারা দেখেছে ও টি, আই প্যারেডে সেনাক্ত করতে পেরেছে। এ সম্পর্ক ৭, ৮, ৯নং সাক্ষী সরলভাবে স্বীকার করেছে যে তারা সাধারণতঃ পত্র-পত্রিকা পড়েন কিন্তু ও সময়ে প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যাথায় খুব মর্মাহত ছিল বলে পত্র-পত্রিকা দেখার মুড তাদের ছিলনা। অতএব তারা কোন পত্র-পত্রিকায় তার ফটো দেখেনি। বিরাজিত অবস্থার

www.pathagar.com

প্রেক্ষিতে তাদেরে অবিশ্বাস করার কান কারণ আমি দেখিনা। লার্নেড কাউন্সিল মামলার ডিফেন্সে টি, আই প্যারেডের সময় অভিযুক্তের পোষাক সম্পর্কে বিভিন্ন সাক্ষীর বিভিন্ন বর্ণনার ব্যাপারেও পয়েন্ট আউট করেছেন। আমি মনে করি যখন অভিযুক্তের আইডেন্টিফিকেশন টি, আই প্যারডে প্রমাণিত হয়েছে তখন পরিহিত পোশাক সম্পর্কে পার্থক্যজনিত বর্ণনা তেমন একটা কিছু নয়। তাছাড়াও বাদীপক্ষের মামলা প্রমাণের জন্য আমরা ডাইরেক্ট এভিডেন্স তো পেয়েছি। ৪নং সাক্ষী কায়েতটুলী মসজিদের ইমাম হাফেজ মোহাম্মদ আশ্রাবুদ্দীন শপথ করে বলেছেন যে ১৪/১২/৭১ তাং বিকালে আসরের নামাজের পর অভিযুক্ত আবদুল খালেক শহিদুল্লাহ কায়সার তার বাড়ীতে থাকেন কিনা জিজ্ঞেস করেছেন। ঐ দিনই শহিদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণ করা হয় সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটের সময়। লার্নেড কাউন্সিল ডিফেন্সে ভিক্টিম সম্পর্কে অভিযুক্তের জিজ্ঞাসাবাদের কোন কারণ দর্শাইতে পারেননি। এবং ৪নং সাক্ষীকে আমি অবিশ্বাস করার কোন কারণ দেখতে পাইনা। কারণ অভিযুক্তের সাথে ৪নং সাক্ষীর কোন শত্রুতা বা আক্রোশের কথা বলা হয়নি। ৩নং সাক্ষী প্রায় ৭০ বছরের একজন বেশ বুড়ো লোক। শপথ করে তিনি বলেন যে অভিযুক্ত আবদুল খালেক ৪৭নং আগামসি লেনে তার বাড়ীতে বাস করতো। তিনি আরো বলেন তার একটি রিভালবারও ছিল। সে প্রায় স্বাধীনভাবে এমন কি কারফিউতেও হাটাচলা করতো। তিনি আরো বলেন সারেন্ডারের আগের রাত্রে কারফিউ থাকা সত্বেও অভিযুক্ত ব্যক্তি রাত ৯-৩০ মিনিটে তার বাসায় ফিরে। দরজা খুলতে দেরী হওয়াতে সে ভিতরে ঢুকে বুড়ার পেটে পিস্তল উচিয়ে ধরে। তার এ জবানবন্দী অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। এখন প্রশ্ন হলো যদি পাকসেনাদের সাথে তার কোন কলাবোরেশন না থাকবে তাহলে সে কিভাবে কারফিউর সময়ে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে। কারণ দেশের নিয়ন্ত্রণ তখন পাকসেনাদের হাতে। এটা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন কলাবোরেটর। আমরা আরো দেখতে পাই যে ১৩/৭/৭১ আর্মি ইস্যুকৃত তার একটি রিভালবার লাইসেন্স ছিল। লাইসেন্স রেজিষ্টার কোর্টে পেশ করা হয়েছিল। রিভালবারের জন্য ২/৭/৭১ এ যে দরখাস্ত করা হয়েছে তাতে অভিযুক্ত নিজেই স্বীকার করেছে যে সে প্রো-পাকিস্তানী। এবং সে রিভলবার ক্রয়ও করেছে। এ সব প্রমাণ করে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি পাকসেনার একজন কলাবোরেটার।

উপরের বর্ণিত ঘটনা, পরিস্থিতি ও প্রমানাদির দ্বারা আমার এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে এ অভিযুক্ত আবদুল খালেক ও অন্যান্য

www.pathagar.com

দুষ্কৃতিকারীরা মিষ্টার শহিদুল্লাহ কায়সারকে মেরে ফেলার জন্য অথবা মারার জন্য খুব বিপদজনক জায়গায় ডিজপোজ করেছে। এবং আমি মনে করি এ দুটো পয়েন্ট (১-২) সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হয়েছে। অতএব অভিযুক্তকে ১৯৭২ সনের বাংলাদেশ কলাবোরেটর স্পেশাল ট্রাইবুনাল আদেশ নং ৮ অনুযায়ী বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৩৬৪ ধারায় অনুযায়ী আমি দোষী মনে করি।

পয়েন্ট ৩ অভিযুক্ত ব্যক্তি ১৯৭২ সনের প্রেসিডেন্ট আদেশ নং ৮, আর্টিকেলে 11 তে উল্লেখিত কোন ধারায় আসামী এমন কোন কাজ করেছে বলে কোন প্রমাণ নেই অথবা অন্য কথায় বাদীগণ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোন ঘটনা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব আমি তাকে দোষী মনে করিনা। তাই

অর্ডার

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ১৯৭২ সনের বাংলাদেশ কলাবোরেটর স্পেশাল অর্ডার নং ৮ অনুযায়ী বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৩৬৪ ধারা অনুযায়ী অপরাধী সাব্যস্ত করে ০ (সাত) বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান ও দশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক বছর সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হলো। উভয় শাস্তি একত্রে চলবে।

আমি রায় দিয়েছি ও সংশোধন করেছি
স্বাক্ষর/ এফ, রহমান
স্পেশাল ট্রাইবুনাল জাজ
১৭/৭/৭১

স্বাক্ষর
এফ, রহমান
স্পেশাল ট্রাইবুনাল জাজ
১৭/৭/৭১

www.pathagar.com

কয়েদী জীবন

১৭ ই জুলাই ১৯৭২ ইং চাঞ্চল্য সৃষ্টি কারী রাজনৈতিক মামলার বহু জল্পনা কল্পনা অবসান ঘটলো। সাত বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও দশ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো এক বছর কারাদন্ডের রায় ঘোষনা হলো। নির্নিকার ভাবে বিচারকের রায় শুনার পর বড় ভাইকে বললাম আর টাকা পয়সার অপচয় কষ্ট ও হয়রানীর সম্মুখীন হবেন না। হাইকোর্টে আপীল করার আর কোন প্রয়োজন নেই। তিনি জবাব দিলেন, ওটা আমাদের বিবেচ্য ব্যাপার, তোমার নয়। তুমি তোমার ভাগ্য নিয়ে চলে যাও। আমরা দেখবো আর কি করা যায়। বিচার এখানেই শেষ নয়।" আমার ডাকসাইটে উকিল রায়ের সময় কোর্টে ছিলেন না। বারে বসে বসেই তিনি রায়ের খবর পেলেন এবং ত্বরা করে ভাইকে খবর পাঠালেন হাইকোর্টে আপিল দায়ের করার জন্য। তার বিশ্বাস, এই মামলার রায় এখানে এটাই হওয়া স্বাভাবিক। হাই কোর্ট অবশ্যই খালাস দেবে। বড় ভাই আমার বড় আবেগী ও জেদী মানুষ। আপীল করার ব্যাপারে আমার গররাজী ভাব দেখে সম্ভবতঃ একজন সাংবাদিক ভাইও আমি চিনিনা তার সাংবাদিকতার পরিচয় দিয়ে কোর্ট হাজতে গিয়ে আমাকে আপীল করতে নিষেধ না করার জন্য অনুরোধ করে আসলেন। তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

অবশেষে বহু আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে বিদায় দিয়ে কোর্ট হাজতে আসলাম বিকাল ৫টার দিকে। নিজের পুরানো কাপড় চোপড় যা কিছু ছিল (পরণের লুঙ্গি জামা বাদ দিয়ে) জেল থেকে কোর্টে আসতেই নিয়ে এসে-ছিলাম অন্যরা ভেবেছিল খালাস পাবে তাই কাপড় চোপড় নিয়ে যাচ্ছে। আমার কিন্তু এ চিন্তা ছিলনা। ভেবেছিলাম ট্রাইবুনাল জাজ নির্দোষ মনে করলেও আমাকে খালাস দিতে পারবেন না। কাজেই আগামী কাল থেকেই তো কয়েদীর পোশাকে পরতে হবে। এসব সিভিল কাপড় চোপড় সাথে রেখে আর লাভ কি। এ দিন কাউন্সিল মুসলিম লীগের আলহাজ্জ সিরাজুদ্দীন সাহেবকেও কলেবোরেটর এক্টে সম্ভবতঃ আড়াই বছরের শাস্তি দেয়া হয়েছিল অন্য কোর্টে। তিনি আর আমি কোর্ট হাজতে এসে একত্রিত হলাম। আমার ও তার আত্মীয় স্বজনরা উদ্বেগাকুল। তাঁর ছেলে সফিউদ্দিন ও এক.....শ্যালক আমাদেরকে আপ্যায়নে ব্যস্ত ছিল। তাদের আপ্যায়নে আন্তরিকতার ও শ্রদ্ধার যে ভাব মিশ্রিত ছিল তা আজও মনে জাগে। সিরাজ সাহেবের শান্ত সমাহিত

www.pathagar.com

চেহারা আগেও আমার কাছে ভাল লাগত। আজকের ট্রাইবুনাল কোর্টে শাস্তি নিয়ে আসার পরও তার স্বভাবজাত চেহারায় কোন পরিবর্তন আসেনি। তাঁকে সাথে পেয়ে যেন আমি একজন বড় ভাইকে সাথে পেলাম। সাহস আরো বেড়ে গেলো। সিভিল কাপড় চোপড় ফেরৎ দিয়ে কোর্ট হাজতে চলে আসার পর আত্মীয় স্বজনরা সজল চোখে এদিক ওদিক ঘুরছে। আমার সেদিকে তেমন খেয়াল নেই। আমি আমার নিজের বাড়ী কারাগারে পৌঁছার জন্য এখন ব্যস্ত। অনুমান সন্ধ্যা ৭টার দিকে সিরাজ ভাই সহ কোর্ট হাজত থেকে রওন হয়ে কারাগারের প্রথম গেট পার হলাম। তখনকার লোকজন ফেরৎ এসেছি দেখে বিস্ময় বিমূঢ়। ছোট ভাইরা দুঃখে ভারাক্রান্ত। এ রাতও কাটালাম ওল্ড টুয়েন্টির ২নং কক্ষে। ওখান থেকেই গিয়েছিলাম আজ সকালে কোর্টে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী মামলার রায় শুনতে। ত্রাস সৃষ্টিকারী আল-বদর কমান্ডার হিসাবে আমার উপর কড়া নজরের শেষ রজনী আজ।

১৯৭১ এর ১৮ই জুলাই ভোরে সেলবন্দী জীবন মুক্ত হয়ে কয়েদী জীবনে পদার্পনের নিষুক্তিপত্র লাভের জন্য নিয়ম মাফিক কেস টেবিলে (জেলের ভাষায় (কেষ্টো ফাইল) নেয়া হলো। জনাব কাজী আবদুল আউয়াল তখন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ডি, আই, জি। অমায়ীক ভদ্রলোক। গোটা ডিপার্টমেন্টে সততার সুনাম আছে তাঁর। তিনি এলেন কেস টেবিলে। আমাকে কয়েদীর ড্রেস পরিয়ে আনা হলো ওখানে। নাম এনলিষ্ট হলো কয়েদী খাতায়। তিনি আলতো করে মাথা উঠিয়ে একবার তাকালেন আমার দিকে। বললেন ও আপনার তো কাল সাজা হয়ে গেছে (খবরের কাগজে সম্ভবতঃ সংবাদ দেখেছেন তিনি)। স্মিত হাস্যে বললাম, জি, স্যার। জেলার সাহেব ফাঁসি দিতে চেয়েছিলেন। ৭ বছরের সশ্রম কারাদন্ডের বিনিময়ে ফাঁসি থেকে আল্লাহ রক্ষা করেছেন। জেলার নির্মল বাবু তখন ওখানেই। তাছাড়া রয়েছেন ৭/৮ জন ডিপুটি জেলার সহ সুবেদার জমাদার অনেকেই। নির্মল বাবু আমার দিকে একবার তাকালেন। তবে ডি. আই. জি সাহেবের উপস্থিতিতে তার করার কিছু ছিলনা। যদিও সে অবস্থার প্রেক্ষিতে ডি. আই. জি সাহেব কিছটা অসহায় ছিলেন। সাহেবরা সব কাজ সেরে চলে গেলেন। আমি নতুন বেশে অপেক্ষা করছি বিকালের। কারণ সাজা প্রাপ্ত কয়েদীদের সকালে ডি. আই. জি কর্তৃক কয়েদী খাতার নাম এ্যাণ্ট্রি করা হয় আর বিকাল বেলা সশ্রম কারাদন্ডের শ্রম হিসাবে জেলার কর্তৃক কাজ পাশ করা হয়। বিকালে যথরীতি জেলার সাহেব কেস টেবিলে এলেন। কাজ পাশের জন্য হিন্ট্রি টিকেট তার সামনে তুলে ধরলেন তৎকালীন সুবেদার ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার আবদুল কাদের। সাথে সাথে সুবেদার বললো "স্যার উনি শিক্ষিত লোক।

www.pathagar.com

ভাল একটা জায়গায় কাজ দিলে ভাল হয়।" মাথা উঠিয়ে একবার তাকালেন তিনি আমার দিকে। কারণ সকালে ডি. আই, জি সাহেবের পর ডাক্তারও এসে যথানিয়মে আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে হিষ্ট্রি টিকেটের নির্দিষ্ট কলামে 'H' অক্ষরটি লিখে গেছেন। অর্থ হলো স্বাস্থ্য ভাল 'Hard work দিতে হবে। সেই 'H' টি আমার শরীরের সাথে তিনি মিলিয়ে নিলেন। ঠিক এ সময়েই আমি সুযোগ বুঝে বললাম, "আমার মাষ্টার ডিগ্রি আছে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে। লাইব্রেরী সাইন্সেও Diploma করেছি। আমাকে ইচ্ছা করলে লাইব্রেরীতেও কাজ দিতে পারেন। আমার ও সুবেদারের যথা উপেক্ষা করে তিনি না সূচক মাথা হেলালেন। এবং সাথে সাথেই আমার হিষ্ট্রি টিকেটে কি জানি লিখে চলে গেলেন।

বর্তমানকার জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ভাই কামারুজ্জামান তখন আমাদের সাথেই ছিলেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। কয়েদীর অভাব ছিল বলে আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনার দিয়েই জেলের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কাজ পরিচালনা করা হতো। ভাই কামারুজ্জামান এ সময় ছিলেন কেস টেবিলের চীফ রাইটার। কেস টেবিল ছিল জেলখানার ভেতরের প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। এটাকে জেলখানার ভেতরের কোর্ট বা এজলাস বললেও বোধহয় অত্যুক্তি হবেনা। এতদিন সেলবন্দি ছিলাম বলে হিষ্ট্রি টিকেটে কাজ পাসের রহস্য তখনও আমি কিছু বুঝতাম না। জেলার চলে যাবার পর তাড়াতাড়ি ভাই কামারুজ্জামান আমার হিষ্ট্রি টিকেটটা হাতে নিয়ে দেখলেন। আমি লক্ষ্য করলাম তার মুখটা মলিন হয়ে গেলো। আস্তে আমাকে বললেন,—আপনার কাজ পাশ হয়েছে 'জেনারেল কিচেনে'। অর্থাৎ সাধারণ রন্ধনশালায়। আমার পরিচিত সকলেরই মুখ বিষাদভরা। কিন্তু হায়! পায় তো কিছু নাই। জেনারেল কিচেন হলো জেলখানার সবচেয়ে কষ্টকর জায়গা। সাধারণতঃ দাইমালী শ্রেণীর (২০ বছর সাজাপ্রাপ্ত খুনের আসামীকে দাইমালী বলে) আসামীকেই এখানে কাজ করতে দেয়া হয়। রাজনৈতিক শ্রেণীর কিছুসংখ্যক হাইয়ার ক্লাসিফিকেশন প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া (Division Prison) আর সব লোকের খাবার দাবার তৈরী হয় এখানে। এখান থেকে সারা জেলখানায় খাবার সরবরাহও করতে হয়। ইত্যকার সব ব্যাপার সহ খুবই ঝামেলার কাজ এটা। সব অসৎ লোকের আড্ডাখানা ওখানে।

পরেরদিন ভোরে জেনারেল কিচেনেই (জেলের ভাষায় চৌকা) আমাকে গনতি দিতে হল। গায়ে ডোরা ডোরা জামা পায়জামা, কোমরে ডোরা গামছা ও মাথায় টুপী পরে জেনারেল কিচেনের একজন বাবুর্চি হিসাবে

www.pathagar.com

ফাইলে (পাশাপাশি ৪ জন করে বসে গনতি দেয়াকে বলে ফাইল) বসে গনতি দিলাম। কিচেনের পুরানো ও ডানপিটা কয়েদীরা আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে—একজন ভাল 'বায়লটি' পাওয়া গেলো বলে কানাঘুষা করতে লাগলো। কিচেনের দুই আড়াই মনি ড্রামের মত ডেগের কড়ার ভিতর দিয়ে লম্বা লম্বা বরাক বাঁশ ঢুকিয়ে যারা ভাত ডালের ডেক উত্যপ্ত চুলা হতে কাঁধে করে উঠানামা করে তাদেরেই জেলের ভাষায় বলে বায়লটি। কথাটি আমি শুনেছি—ময়মনসিংহের মাজু নামের এক দায়মালি কয়েদীর মুখে। কিন্তু এসব শব্দের তাৎপর্য তখনো বুঝে উঠতে পারিনি। সম্ভবতঃ আমার দু'এক দিন আগে ট্রাইবুনাল কোর্টে ৬ মাসের সাজাপ্রাপ্ত হয়েছিল কনভেনশন মুসলীম লীগের টাকা শহরের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব ফয়েজ বকস। তার কাজও পাশ হয়েছিল জেনারেল কিচেনে। তাকে আজ এখানে পেয়ে আমার একটা ভরসা হলো। ভাবলাম বয়স্ক ও মুরব্বি মানুষ। এখানে যখন আমার আগে এসেছেন নিশ্চয়ই তার সাহায্য পাবো। গনতির পর তিনি তৎকালীন বিহারী চৌকা রাইটার ইফতেখার আহমদের সাথে গোডাউনের দিকে যাচ্ছেন লক অপের সংখ্যানুযায়ী মানুষের রসদ হিসাব করে আনতে। আমিও ফয়েজ সাহেবের সাথে চললাম। চৌকার গেট পার হয়ে চারখাতার দক্ষিণের পথ ধরে পূর্ব দিকে যাচ্ছি—এ সময়ে চৌকার এক পুরানো কয়েদী আমাকে ও ফয়েজ সাহেবকে ধমক দিয়ে বললো—তোমরা কোথায় যাচ্ছ? থাকো এখানে। ফয়েজ ভাই একটু থেতো ধরনের লোক বলে তার কথায় কর্ণপাত না করে আমাকে টেনে নিয়ে চললেন গোডাউনের দিকে ইফতেখারের পেছনে পেছনে। আমি একা হলে হয়ত যেতাম না। ইফতেখারের কোন দিকে লক্ষ নেই। সে সোজা গিয়ে লকআপ সংখ্যাটা নিয়ে গোডাউনে গিয়ে ১টা গোল টুলে বসে রসদের হিসাব শুরু করে দিল। ফয়েজসাহেব এখানে এসে একটা চেয়ারে বসলেন, আমিও তার দেখাদেখি একটা চেয়ারে বসলাম। ইফতেখারের হিসাবের কাজ শেষ হলো। মালামাল বুঝে নিয়ে চললো আবার চৌকার দিকে। আমরাও তাকে অনুসরণ করলাম। চৌকায় ফিরে আসার পর ফয়েজসাহেব ও আমি চৌকার মেট চাঁদমিঞা (সিলেটের) ও মাজুর এক গর্জন শুনলাম। কারণ তাদের অনুমতি ছাড়া কেন গোডাউনে গেলাম। বোকার মত ফয়েজ ভাই কথা গুলো শুনে আমতা আমতা করছে। আমি তার পাশে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে।

খানিক পরেই আমাদের দু'জনের ডাক পড়লো কেসটেবিল থেকে। সুবেদার সাহেব (আবদুল কাদের) ডাকছেন। উভয়ে গেলাম ওখানে। আমাদের দিকে চোখ ছানাবড়া করে সুবেদার বললেন—"আপনারা বাইরে

www.pathagar.com

কে কি রাজা মহারাজা ছিলেন তা আমাদের জানার প্রয়োজন নেই। এখানে আপনারা আসামী। আমাদের আইনকানুন মেনে চলতে হবে। চেয়ারে বসতে না বললে এখানে চেয়ারে বসা যাবেনা। আমাদের এ দুজনের কারুরই ডিভিশন ছিলনা। গোডাউনে চেয়ারে বসেছিলাম বলে গোডাউন ক্লার্ক নোয়াব আলী (বর্তমানে বাংলার বানীতে চাকুরীরত) সুবেদারের কাছে নালিশ করেছেন। আমি আজ থেকেই সতর্ক হয়ে গেলাম। আর বুঝলাম ফয়েজসাহেব দ্বারা কোন সাহায্য হবে না। আমার পথ আমাকেই ঠিক করে নিতে হবে। আমার অবস্থা অনুযায়ী আমার চলাফিরার সীমা পরিসীমা চক আউট করে নিলাম। ফয়েজ সাহেব বেশী দিন এখান থাকতে পারেন নি। অন্য কোথাও তাকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। খুব হিসাব করে চলতে থাকলাম। কারণ ফয়েজ সাহেবের ছয় মাসের শাস্তি চার মাস খেটে চলে যাবেন। আমাকে কাটাতে হবে আটটি বছর। কাজেই কর্তৃপক্ষের আস্থা উৎপাদনের মাধ্যমেই আমার কারাজীবন অতিবাহিত করা হবে মঙ্গল। "ইফতেখারও একথাটা বললো আমাকে। ফয়েজ সাবের চিন্তা কি? ছয় মাসের মাত্র শাস্তি। আপনার সময় দীর্ঘ। কাজেই আপনাকে কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করে জেল খাটতে হবে। আমি তো আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনার। চলে যাবো। আপনি হিসাব নিকাশের কাজটা শিখুন। আমার পরে যেন এ কাজ আপনি চালাতে পারেন। মনসের থেকে শুরু করে হাজার হাজার লোকের ছটাক কাচ্চার এই ফ্রেকশনের হিসাব শিখতে গিয়ে হিমসিম খেতে শুরু করলাম।

এভাবে কাটলো আরো একদিন। পরের দিন সকালে চৌকায় গিয়ে দেখি পরিস্কার পরিচ্ছন্নের এক ভীষণ ধুম। ড্রেন থেকে শুরু করে সব কিছু মাজাঘসা চলছে। শুনলাম আজ চৌকায় ডি. আই. জি সাহেবের ফাইল। তখন কাজী আবদুল আউয়াল সাহেব ছিলেন ডি, আই, জি। তিনি আসবেন সরেজমীনে চৌকা পরিদর্শন করতে। যথা সময়ে এলেন তিনি। আমি কয়েদী ড্রেসের পুরা ইউনিফরমে সুসজ্জিত। কিন্তু এ ড্রেসে আজ ডি, আই, জি, সাহেবের সামনে যেতে কেন যেন আমার দ্বিধাবোধ হলো। তাই তার দৃষ্টির আড়ালে থেকে থেকে একটা দূরত্ব বজায় রেখে আমি চৌকা পরিদর্শনের সময়টা কাটালাম। তিনি বেরিয়ে অফিসের দিকে চলে গেলেন দেখে আমি কিছুটা সহজ হয়ে উঠলাম। কোমরে বাঁধা গামছা খুলে ফেললাম। এমন সময়ে শুনেছি সেই ডাক সেটে মেট মাজু আমাকে ডাকছে, "ও খালেক ভাই! ও খালেক ভাই! আপনাকে বড় সাহেব ডাকছেন।" আমি হতভম্ব হয়ে গেটের দিকে তাকাতেই দেখি ডি, আই, জি, সাহেব আবার

www.pathagar.com

চৌকার দিকে আসছেন। তার সাথে জেলার সহ সব ডিপুটি জেলার সার্জেন্ট-সুবেদার জমাদারও উপরের দিকে উঠছেন। অগত্যা এ অবস্থায়ই আমি তাঁর দিকে এগুলাম। তিনি আমাকে দেখেই বললেন, "ও আপনার কাজ পাশ এখানে হয়েছে? উত্তরে বললাম, জি, স্যার। এ সময়েই জেলার নির্মল বাবু পেছন থেকে ডি, আই, জি সাহেবের পাশাপাশি এসে আমাকে উদ্দেশ্যে করে বললেন, "আপনি রাইটারের সাথে গোডাউনে যাবেন। রসদের হিসাব নিকাশটা বুঝে নেবেন। কিচেনে আমার কাজ পাশ হওয়াটা ডি, আই, জি সাহেব বোধ হয় পসন্দ করেন নি একথা ভেবেই হয়ত জেলার নির্মল বাবু ঝট করে আমাকে ওই কথাটা বললেন। আমি তার প্রতি এমনিতেই বিক্ষুব্ধ তাই ডি, আই, জি,সাহেবের দিকে নজর রেখেই তার কথার উত্তরে বললাম—yes, I am trying my label best, তাঁরা চলে গেলেন। মেট মাজু চীৎকার দিয়ে মেট চাঁদ মিঞাকে বলতে লাগলো—বুঝলা চাঁদভাই। আজ থেকে খালেক ভাই চৌকার পরিচালক—বড় সাহেব এ কথা বলে গেলেন। জানিনা, আজও জানিনা বের হয়ে গিয়ে ডি, আই, জি সাহেব আবার কেন চৌকায় ফেরৎ এলেন। কেন এ কথা জিজ্ঞেস করলেন। আর মাজুও বা কি বুঝল। কিন্তু আল্লার গায়েবী কুদরতে এদিন থেকে সত্যি সত্যি আমি গোটা জেলখানার খাবার দাবারের দায়িত্বশীল বলে পরিগণিত হলাম। খাবার দাবারের কারণে এ জায়গা জেলখানার সকলেরই দৃষ্টির বস্তু ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান। '৭৬ এর ৩রা মে আমার রিলিজের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ জায়গার কাজেই কারাজীবন শেষ করলাম।

কিছু টুকিটাকি

কাজ তো পাশ হলো দিনে জেনারেল কিচনে। রাতে এসে থাকি ১/২ খাতার জেনারেল ওয়ার্ডে। এটাকে তখন আমদানী খাতা বলা হতো। এখানে আমরা সম-মনা ভাই অনেকেই রাত কাটাই। ভাই কামারুজ্জামান, ময়মনসিংহের ছোট ভাই মনির, চৌদ্দগ্রামের আবুল হাশেম, চাঁদপুরের রৌশন, আবদুল মতিন, আদমজীর আবদুর রহমান কটকী, সৈয়দ নুরুল হক সহ অনেকেই (অনেকের নামই আজ আর মনে নেই)। সে সময় সকলের মনে যে কি এক স্বর্গীয় জ্যোতি বিরাজ করতো। পরস্পরে কি যে আত্মীয়তা। বিভিন্ন জেলার লোক অথচ পরস্পরে কি আন্তরিকতা

www.pathagar.com

কি ভ্রাতৃত্ব কি বন্ধুত্ব। একজনের ব্যথায় একই দেহের মত যেন সবাই একত্রে ব্যথিত হয়ে উঠতো। রাতে এশার নামাজ আদায় করে খাওয়া দাওয়ার কাজ শেষ। শুরু কোরান তেলাওয়াত জিকির আজকার। শেষ রাতে শুরু হতো তাহাজ্জুদের নামাজ। যদি নামাজের জন্য কেউ সজাগ না হতে তাহলে তার নিকটবর্তী ভাই তাকে সরাসরি ডাকাডাকি করে সজাগ না করে পাশে বসে তার হাত পা পিঠ বেশ মোলায়েমভাবে টিপে দিত। তাতেই সে সজাগ হয়ে নামাজ পড়ার জন্য হন্তদন্ত হয়ে উঠে যেতো। অবশ্য আমার মত দু'একজন ছাড়া আর বাকীদের জন্য আল্লার ইবাদাত বন্দেগী করা ব্যতীত আর কোন কাজ ছিলনা ওখানে। সারা জেলখানা জুড়েই কল্যাবোরেটর এ্যাক্টে গ্রেফতারকৃত লোকজন। সেল এরিয়ার ওল্ড টুয়েন্টি নিউ টুয়েন্টি, ৭ সেল ৬ সেল সবটাতেই কল্যাবোরেটরস। আর এরা সকলেই কারাগারে আসার আগে অন্ততঃ নাস্তিক ছিলেন না। এঘোর বিপদে পড়ে আজ সকলেই যেন একাত্মতায় লীন হয়ে গেছেন। কম বেশ সকলেই একই কারণে জেলে এসেছেন। তৎকালে জেলের বিরাজিত মনোভাব থেকে অন্ততঃ আমার মনে হতো রাজনীতির ক্ষেত্রে বোধ হয় এদের আর কেউ মুক্তি পাবার পর আল্লার এ জমীনে আল্লার দ্বীন প্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কোন সূত্রে একত্রিত হবেন না। তবে মুসলীম লীগের নেতা এ, এন, এম ইউসুফ সাহেবের মত দু'একজন এ দেশে সমাজতন্ত্র ছাড়া ইসলামের নামে কাজ করা আর সম্ভব হবে না বলে ধারণা করতেন। আলাপ আলোচনায় তাদের এ মনোভাব ব্যক্ত হতো। অবশ্য ইবাদত বন্দেগীর বেলায় তাদের কোন কসুর ছিলনা। ১/২ খাতার সবচেয়ে পূর্বের রুমটি ছিল সিকিউরিটি ওয়ার্ড। কলাবোরেটার এ্যাক্টে আটকবন্দীদের যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা হিসাবে পরিচিত এবং তারা তখনো জেলখানার ডিভিশন পান নি তাদেরকে বিভিন্ন সেল হ'তে এ সিকিউরিটি ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। যেমন মুসলিম লীগের জনাব এ, এন, এম ইউসুফ, সুলতান মাহমুদ, জমীর আলী প্রমুখ। জামায়াতে ইসলামীর এডভোকেট আনোয়ার হোসেন, মরহুম ফজলুর রহমান, মাওলানা ফয়জুল্লাহ সহ অনেকে। প্রসিদ্ধ ওয়াজে ও মোফাসসেরে কোরান বিখ্যাত আলেমেদ্বীন মাওলানা মাছুম সাহেবও ছিলেন ওখানে। তার ইমামতিতে নামাজ হতো। সুরালা কণ্ঠে আযান দিতেন জনাব জমির আলী। তাদের ২৪ ঘন্টারই রুটিন ছিল। ফজরের নামাজের এর পর নাস্তা। নাস্তার পর শুরু হতো খতমে খাজাগান, খতমে ইউনুছ শরীফ ইত্যাদি। এর পর বিরতি গোসল, দুপুরের খাওয়া দাওয়া, জোহরের নামাজ। আসর পর্যন্ত বিশ্রাম। আবার দোয়া ও আলাপ আলোচনা। মাগরেবের নামাজের আগেই প্রায় সবখানে লক আপ হয়ে যেতো। আবার আলাপ আলোচনা, ঈশার নামাজ

www.pathagar.com

ইত্যাদি। শেষ রাতে আবার শুরু হতো তাহাজ্জুদের জন্য পেষাব-পায়খানা ও অজুর মিছিল। সে কি দৃশ্য, সে কি পবিত্র মনোভাব। জনাব জমীর আলী মাঝে মাঝে গান, গজল পরিবেশন করে সিকিউরিটিকে সজীব করে রাখতেন। জনাব জমীরআলী সহ অনেকেরই তৎকালীন মনোভাব ও কার্যক্রমের দ্বারা ভবিষ্যতে আল্লার দ্বীনের খেদমত হবে বলে আমরা আশা করেছিলাম। কিন্তু .....। এসব ওয়ার্ড ছাড়াও জেল এ্যারিয়ার দশ সেল সমগ্র সেল এরিয়া, বিশেষ করে ৩ খাতা, ৪ খাতা ও ৫ খাতার সাধারণ লোকেরা বাস করতো তাদের সংখ্যা ছিল বিপুল। তারাও বেশ ইবাদত বন্দেগীতে সময় কাটাতো বিশেষ করে লক আপ হবার পর রাতে তাদের জিজির আজকার ও ইবাদত বন্দেগী, আল্লার দরবারে হাত উঠায়ে কাঁদার দৃশ্য নজীর বিহীন। তৎকালীন আটক বাদীদের রাতের এ আহাজারী দেখে অনেক সিপাহী জমাদারকে মন্তব্য করতে শুনা যেতো; "এদের সাথে খারাপ ব্যবহার করিস না। বলা যায়না কি হয়। দেখসনা তারা কিভাবে কাঁদছে। খোদাকে ডাকছে। জেলখানায় কোনদিনে তো এত ইবাদত বন্দেগী হতে দেখিনি।" বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও তৎকালীন মন্ত্রীগণ জেলখানায় আসার সাথে সাথেই যেহেতু High classification পেয়ে গিয়েছিলেন তাই তাদেরকে সেল এ্যারিয়ায় রাখা হয়েছিল। আমাদের নেতা জনাব আব্বাস আলী খান ও জনাব মাওলানা এ, কে, এম ইউসুফ সে সময় থাকতেন সেল এ্যারিয়ার নতুন বিশ নম্বর সেলে ডিভিশন সহকারে। তাদের প্রতি কড়া নজর ছিল বলে প্রথমদিকে তারা আমাদের সাথে বেশী যোগাযোগ রাখতে পারেননি। তবে খোজ খবর পেতেন আমরা খোঁজ খবর পেতাম। আমি শুনেছি তাদেরকে জেলখানায় আনা হয়েছিল ক্যান্টনমেন্ট থেকে। এবং সে সময় জেলার নির্মলেন্দু রায় তাদের সাথেও করেছিলেন ঐদ্ধত্বপূর্ণ আচরণ। প্রশাসনিক নিয়ম কানুনের ব্যাপারে কড়া কড়িকে খারাপ মনে করা যায় না। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতারকৃত নেতৃবৃন্দের সাথে রাজনৈতিক সুলভ আচারণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাদের অপরাধের (যদি কিছু হয়) বিচার তো জেলখানার আওতাভুক্ত নয়। এখানেই শুধু আপত্তি। শুনেছে জনাব অব্বাস আলী খান নাকি একবার খাবার দাবারের ন্যায্য হিসসা পাচ্ছেন না বলে জেলার নির্মল বাবুর কাছে অভিযোগ করেছেন। তখন ডিভিসন প্রাপ্ত লোকজনের খাবার হিসাব করে নেয়ার দায়ীত্বে নিয়োজিত ছিলেন বিশিষ্ট দলের জনৈক নেতা। তিনি সকলের প্রাপ্য ঠিকমত পৌছাচ্ছেন না বলে ছিল অভিযোগ। রায় বাবু এর কোন প্রতিকার না করে জনাব খান সাহেবকে অন্য সেলে ট্রান্সফার করে দিয়েছেন। অথচ এর কিছু দিন পরেই উক্ত নেতা জেলখানার ডিভিশন

www.pathagar.com

প্রিজনারদেরকে তাদের হিসসা কম দিয়ে দিয়ে জমা করা চা চিনি, মাখন ও দুধ গেট দিয়ে স্ত্রী কন্যার নিকট পাচার করার সময় জেলের C. I. D. জমাদার এর নিকট হাতে নাতে ধরা পড়েন। ডি, আই, জি কাজী আবদুল আউয়াল সাহেবের ভদ্রতা ও উদারতার জন্য তিনি সেবার রক্ষা পেয়ে যান।

এ ভাবে অনেক ছোট বড় ঘটনার ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে চলছে দিন। এর মধ্যে একদিন সিকিউরিটি ওয়ার্ডে সি, আই, ডি যথারীতি তল্লাশ চালায়ে মাওলানা মাসুম সাহেবের কোন বইতে একটি টাকা পেলেন। এ অপরাধে জেলার নির্মল বাবু মাওলানা মাসুমকে এখান থেকে সেল এ্যারিয়ায় ট্রান্সফার করার অর্ডার দিলেন। সব রাজনৈতিক নেতারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। তিনি একজন প্রখ্যাত আলেম ছাড়াও সে সময় সিকিউরিটি ওয়ার্ডের একটি বড় জামায়াতের ইমাম। জেলার রায় বাবু সব প্রতিবাদ উপেক্ষা করেই তার হুকুম বহাল করলেন। অবশ্য ডি, আই, জি সাহেবের হস্তক্ষেপে একদিন পর মাওলানা মাসুমকে আবার সিকিউরিটি ওয়ার্ডে ফেরৎ আনতে বাধ্য হন রায় বাবু। ঠিক এ দিনই জেলার নির্মল বাবুর বদলীর অর্ডার এসে পৌঁছে।

ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে সরকারের আপীল

৭২ এর ১৭ই জুলাই ট্রাইবুনালে ৭ বছর সশ্রম কারাদন্ড ও দশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক বছরের সশ্রম দন্ড নিয়ে আসার সময় বড় ভাইকে বলে এসেছিলাম হাইকোর্টে আপীল করে অথবা টাকা পয়সা খরচ না করার জন্য। 'এটা এখন আমাদের ব্যাপার' বলে তিনি আমার মতামতকে এড়িয়ে গেলেন। সে সময় একজন অচেনা সাংবাদিকও বোধ হয় আমার কথাটি শুনেছিলেন। তিনি কোর্ট হাজতের পথে আমাকে খুব সংক্ষেপে হাই কোর্টে আপীল করতে বারণ না করার জন্য বলে গেলেন। আমি কারাগারে চলে এলাম। আপীল করা হলো কি হলোনা এসব ব্যাপারে আমার মাথা ব্যাথা নেই। এক ধ্যানে চলছে দিনগুলো। কারাদন্ডের অংশ হিসাবে যে শ্রম আল্লাহ বরাদ্ধ করেছেন তা সুচারুরূপে পালন করে চলার মধ্যেই আমি মসগুল। শুনেছি এর পরও বড় ভাই ট্রাইবুনাল কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করেছেন। আরো শুনেছে যে পত্র পত্রিকায় আমার শাস্তি কম হয়ে গেছে বলে বেশ প্রচারণা চলছে। এমন কি জাতীয় সংসদেও বিতর্ক উঠেছে।

www.pathagar.com

প্রকাশ থাকে যে এ সময়ে কলাবোরেটর এ্যাবেট অনেকেরই শাস্তি দুই মাস আড়াই মাস করে হতে শুরু করেছে। অতঃপর সংসদে বিল পাশ হলো কলাবোরেটর এ্যাকেটে দোষী প্রণামিত হলেই সর্বনিম্ন শাস্তি আড়াই বছর হতে হবে। আর ৩৬৪ ধারায় দোষী প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ শাস্তি ফাসি বা জরিমানা সহ যাবৎজীবন কারাদন্ড পর্যন্তও হতে পারবে। আগে এর শাস্তি সর্বচ্চ ছিল ১০ বছর আর বিল পাশ হবার পুর্বে যাদের শাস্তি ঘোষনা হয়ে গেছে. সরকার ইচ্ছা করলে তাদের বিরুদ্ধে রিট্রোস ফেকটিভ এ্যাফেক্ট দিয়ে শাস্তি বাড়াবার জন্য হাইকোর্টে আপীল করতে পারবে। বলাবাহুল্য আমার শাস্তি হয়েছিল ৩৬৪ ধারায় অপহরণ মামলা।

জেলের বাইরের জগতের প্রতি ততো বেশী খেয়াল ছিল না। জেল ভুবনে আছি এক ঘোর নিশায় লিপ্ত। এমন সময় একদিন ২৯/১১/৭২ জেল অফিস থেকে 'অফিস কক্ষ' নামে একখানা স্লিপ পেলাম। গেলাম জেল অফিসে। ডিপুটি জেলার জনাব আবদুল গফুর বেশ বেদনা ভারাক্রান্ত মনে ডিপুটি জেলার আবদুর রউফের দস্তখতে ভেতরে নেবার জন্য পাশ করা হাইকোর্টের একখানা নোটিশ আমার হাতে তুলে দিলেন। তিনি বেরিয়ে গেলেন। আমি নোটিশটির উপর চোখ বুলিয়ে চলছি। ক্ষনিকের মধ্যেই গফুর সাহেব ফিরে এলেন। পিছে পিছে এলেন নির্মল বাবুর পরবর্তী জেলার সামসুর রহমান সাহেব। গফুর সাহেবকে তিনি বলে গেলেন দেখ, তাকে কোন সাহায্য করতে পার কিনা। তখনো আমি কিছু বুঝে উঠতে পারিনি, আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন সে সময়ে জেলে ডিউটিরত এস, বি অফিসার মোজাম্মেল সাহেব। গফুর সাহেব হাইকোর্টের নোটিশটি আমার বড় ভাইয়ের নিকট পৌছাবার জন্য লোক তালাশ করছেন। এ অবস্থা দেখে মোজাম্মেল সাহেব নিজে মোহাম্মদপুর টাউনহলের কাছে আমার ভাইয়ের নিকট হাইকোর্টের এ নোটিশটি পৌছিয়ে দিয়ে আসতে প্রস্তাব দিলেন। আমি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলাম। পরমাত্মীয়ের মত তিনি একাজটি করে ফিরে এসে আমাকে খবর জানালেন। এ নোটিশটির সারমর্মই হলো—সরকার ১৭/৭/৭২ তারিখে ট্রাইবুনাল কোর্টের দেয়া রায়ে সন্তুষ্ট নয়। অসন্তুষ্টির নানা কারণ বর্ণনা করে সরকার ১৯৭২ এর বাংলাদেশ কলাবোরেটরস (স্পেশাল ট্রাইবুনাল) অর্ডার এর তৃতীয় এমেন্ডমেন্ট অনুযায়ী দন্ডপ্রাপ্ত আসামী এ, বি, এম, এ খালেক ওরফে আবদুল খালেকের ট্রাইবুনাল কোর্টের লঘু শাস্তিকে বাড়িয়ে সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসি অথবা জরিমানা সহ যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া হোক।

রেকর্ড সংরক্ষণ ও ঐৎসুক্য পাঠকদের সঠিক অবগতির জন্য হাইকোর্টের নোটিশ সহ ক্রিমিনাল রিভিশন নং ২২০, ১৯৭২, শাস্তি বাড়াবার এ আপীলটি এখানে হুবহু উদ্ধৃত করা হল।

www.pathagar.com

Duplicate for service

NO. CR.

HIGH COURT OF BANGLADESH
(CRIMINAL REVISIONAL JURISDICTION)
Dated Dacca, the 1972.

Criminal Revision No. 220 of 1972

The Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs, Govt. of Bangladesh, Dhaka Petitioner

-Versue-

A.B.M. Abdul Khalque Oppsite party.

To

A.B.M. Abdul Khaleque Opposit party

Notice is hereby given to you that an application suported by an affidavit (Copy where of with the Conrt's order there on is enclosed) presented to this Court on behalf of above named petitioner, will be heard and disposed of by the Court on the 14-12-1972, or as soon thereafter as the business of the Court will permit, and you are hereby informed that you may appear by an Advocate of this Court on the above mentioned date and show cause why it should not be granted.

By order of the High Court.
Sd/-Illegible·
Second Assistant Registrar.

IN TAE HIGH COURT OF BANGLADESH
CRIMINAL REVISIONAL JURISDICTION

The 15th November, 1972

Present :

Mr. Justice Ahsanuddin Choudhury.

and

Mr. Justice B.B. Chowdhury.

www.pathagar.com

Criminal Revision No. 220 of 1972.

The Superintendent and Remembrance of legal Affairs, Govt. of Bangladesh, Dhaka ... ... Petitioner.

-Versus-

A.B.M. Abdul Khaleque ..... Accd. Opposite party.

Mr. A-T.M· Masud, Deputy Attorney Genenral—for petitioner.

ORDER

Let the records be sent for and a rule issue calling upon the Deputy Commissioner, Dhaka and the accused opposite party to show cause why the sentence passed by Mr. F. Rahman, Special Tribunal Judge, Special Tribunal No. 5, Dhaka in Special Tribunal case No. 8 of 1972 should not be enhanced or such other or further order or orders passed as to this Court may think fit and proper.

True copy Ahsanuddin Choudhury,
Superintendent. B.H. Choudhury.

District—Dhaka

IN THE HIGH COURT OF BANGLADESH
(CRIMINAL REVISIONAL JURISDICTION)
Criminal Revision No. 220 of 1972.

In the matter of an application for enhancement of sentence under section 435 and 439 of the Code of Criminal Procedure read with Article 16 colause (5) of Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) (Third Amendments) order 1972.

And in the matter of the Superintendent and Remembrance Legal Affairs, Government of Bangladesh Dhaka.....Petitioner.

-Versus-

A.B.M. Abdul Khaleque son of Mvi Abdul Majid Majumder of village Dhadda, P.S. Hajigaj, District Comilla and of 47, Agamasi Lane, P.S. Kotwali, Dhaxa. ACCD. Opposite party (in Jail)

www.pathagar.com

And in the matter of an order dated 17-7-72 passed by Mr. F. Rahman, special Tribunal Judge, Special Tribunal No. 5, Dhaka sentencing the accused opposite party to seven years rigorous imprisonment and a fine of Taka 10,000/00 and in default to suffer R.I. for 1 year for charges under Section 364 B.P.C. read with clause (6) of Article 11 and Schedule Part 11 of the Bangladesh Collaborators (Special Tribunal) order 1972 in Special Tribunal Case No. 8 of 1972.

To

Mr. Justice Abu Sadat Mohammad Sayem, the Chief Justice and his companion of the said Hon'ble Court.

The humble petition of the petitioner' sabove-named.

Most Respectfully Seweth : -

1. That the accused opposite party was a member of the notorious Al-Badar Bahini and a member and Secretary of defunct Jamat-e-Islami party. He directly and indirecty aided and supported the Pak. Army in keeping Bangladesh under their illegal occupation by force and as such he is a collaborator under the Presidents order No. 8 of 1972.

2. That on 14-12-71 he along with other members of his party being armed with sten-gun-Revolver etc. entered into the house of Mr. Shahidullah Kaiser, editor of the daily "The Sangbad" by breaking upon the door in the evening at about 6-30 P.M. They dragged down Mr. Shahidullah kaiser from his bed-room in the first floor and took him away with intent to kill him and he was subsequently killed. The accused Khaleque was recognise by the inmates of the house.

3. That the police after investigation submitted charge sheet against the accused under section 364 B.P.C. read with Article 11 clause (B) Schedule Part 11 of the Collaborators order 1972 in the Court of the Special Tribunal.

www.pathagar.com

4. That the accusation was read over and explained to the acused who pleaded not guilty.

5. That the defence as could be ascertained from the cross-examination was that the accused was a paid Secretary of defunct Jamat-e- Islami Party but he was not a member of Badar-Bahini. He never came to the house of Sahidullah Kaiser on 14-12-71 or at any time for killing him. He has been falsely entangled in this case on guess, as some members of Jamat-e-Islami Party collaborated with the Pak. Army. After his arrest he was brought to the house of Mr. Shahidullah Kaiser and the P. Ws got the chance to see him and his photos were published in the daily news papers and this enabled the P.Ws. to identify him in the T.I. parade. The accused was innocent.

6. That the prosecution examined as many as 13 witneses to prove the case and the defence examined none.

7. That on the facts and circumstances of the case and the evidence on record the Special Tribunal was pleased to find the sccsaed guilty under section 364 B.P.C. read with clause B of Article 11 and Schedule part 11 of the Bangladesh Collaborators (Special Tribunal) order 1972 and convicted and sentenced him by it's order dated 17-7-72 to suffer rigorous imprisonment for seven years and also to pay a fine of Taka 10,000/00 and in default to suffer R.I. for one year which would run consecutively. The Tribunal was, however, pleased to find him not guilty under clause (d) of Article 11 read with part IV (B) of the said order.

8. That section 364 B.P.C. was originally in part 11 of the Schedule of the Banglades Collaborators order 1972 and the maximum punishment provided by Article 11 clause (D) of the said order was for a term not exceeding ten years with fine.

www.pathagar.com

9. That on 29-8-72 the Bangladesh collaborators (Special Tribnal) Order 1972 was amended and the offence under section 364 of B.P.C. was brought under Part 1 (a) of the Schedule to the said order which provided for punishment of death or transportation for life with fine.

10. That the amendement also provides that the Government may apply to the High Court for revision of sentence of any person convicted before commencement of this amendement in the said order.

11. That it is respectfully submitted that the conviction and sentence passed by the learned Special Tribunal No. 5, Dhaka, in Special Tribunal No. 8 of 1972 by its order dated 17-7-72 is not in accordance with the provisions of the 3rd amendment of the Bangladesh collaborators (Special Tribunal) Order 1972.

12. That being dissatisfied with the above order passed by the learned Special Tribunal the petitioner above named begs move your Lordships on the following amongst other :—

GROUNDS

1. For that having found the accused opposite party was a collaborator of Pakistan Army, the learned Tribunal earred in law in not finding him guilty under clause (d) of Article 11 read with part IV (b) of the Bangladesh collaborators (Special Tribunal) Order 1972 and this has resulted in miscarrige of justice.

11. For that having found that the accused was armed with revolver when he entared into the house of Mr, Shahidullah Kaiser along with 4/5 others in Al-Badar uniform and having found that he was a collaborator of Pak Army, the learned Tribunal earred in law in finding that there is no evidence that the accused did any act which is mentioned in clause (b) of Article 2 of the President's order No. 8 of 1972.

www.pathagar.com

111. For that in view of the third amendment in the Bangladesh Collaborators (Special Tribunal) Ordar 1972, it is necessary to revise the conviction and sentence passed against the accused and also to pass a legal sentence of enhancement on him as per provisions of the 3rd Amendment in the said order.

1V. For that at any rate, the sentence is too lenient.

Therefore the petitioner humbly prays that your Lordships would graciously be pleased to call for the records of the case and issue a rule upon the (accused opposite party to show cause why his sentence passed in special Tribunal case No. 8 of 1972 by Mr. F. Raman, Special Tribunal Judge, Tribunal No. 5 Dhaka dated 17-7-72 be not enhanced) in accordace with the provisions of law and on perusal of records and after hearing the parties advocates make the rule absolute and or pass such other or further order or orders as to your lordships may seem fit and proper.

And for this act of kindess your petitioner, as in duty bound shall ever pray.

I Certify that the facts stated in the petition are all matters of record, Hence no affidavit is necessary,

A. Hasjb,
Advocate.

www.pathagar.com

এক দিনের ঘটনা

জেলখানার গোডাউনের সাথে জেনারেল কিচনের সম্পর্ক অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। জেনারেল কিচনে আমার অবস্থার পরিবর্তন ঘটলেও গোডাউন নয়াব আলীর নিকট কোন পরিবর্তন ঘটেনি। পরিস্কার মুখ, কালো ফ্রেমের প্রাচীন-চশমা চোখে। মাথায় সাদা চুলের মঝে দু'একটা কালো চুল ও কদাচিত দেখা যায়। মুখে হাসি নেই। পাঞ্জাবী পায়জামা থাকতো সব সময় পরণে। কিন্তু এর পরও নিচের দিকে নজর না গেলে কেন জানি তাকে আমার ধুতি পরা বলে মনে হতো। শেখ মনি গং যখন জেলে ছিলেন শুনেছি, তখন তাদের অনেক সেবা যত্ন করেছেন তিনি। এ জন্যই বোধ হয় চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের পর বাংলার বাণীতেই তার চাকুরী হয়েছে। সাত সকালে গোডাউনে এসে গোটা জেলখানার যাবতীয় রসদ সরবরাহ করা তার কাজ। এসেই একখানা টেবিলের পূর্ব পাশে পশ্চিম মুখী হয়ে বসে গম্ভীরভাবে হিসাবের কাজ করে যান তিনি। ওই দিনের লক আফের সংখ্যা অনুযায়ী নির্দিষ্ট রেটে হিসাবের কাজ করতে হয়। গোডাউন ও কিচেন উভয়ের পক্ষ থেকেই রসদের হিসাব শুরু হয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। হিসাবটি ছিল খুবই সুক্ষ। আমাকে প্রথম প্রথম ধরতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। এরপর অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।

এ সময়ের একদিনের একটি ঘটনা। আজও মনে হলে দুঃখে ভরে উঠে মন। তখনো কষ্টের সীমা পরিসীমা পার হয়ে যায়নি। যে হারে সরকার এখানে মালপত্র সরবরাহ করার নিয়ম বানিয়েছেন অবিকল এই হারে ও এ কোয়ালিটি সম্পন্ন মাল সরবরাহ হলে মোটামোটি চলে যায়। কিন্তু এ হারে ও এ বর্ণিত মানে মালপত্র গোডাউন থেকে আনা যায় না (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা একটা নতুন অধ্যায়ে বলার আশা করি) সেদিন বিকালে জেনারেল কিচেনের অবশিষ্ট জ্বালানী কাঠ আমার জন্য (যা সকালে একসাথে সব নিয়ে আসা হয়নি) কিছু লোক সাথে করে গোডাউনে গেলাম। আমার হাতে উর্দু একখানা বই। কাজের তদারকীর ফাঁকে ফাঁকে পড়ি। রসদ গুদামে গিয়ে পশ্চিম ভিটির একটা পূর্বমুখী গোডাউনের দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি বইখানা পড়ছি। জেনারেল কিচেনের জ্বালানী কাঠ আনার জন্য আমার সাথে যাওয়া লোকগুলো গোডাউনের লোকজন থেকে কাঠ মেপে বুঝে নিচ্ছে। কেউ মাপা খড়ি মাথায় করে

www.pathagar.com

কিচেনের দিকে রওনা দিয়েছে। আমি কিন্তু বই পড়ায় বিভোর—এমন সময় হঠাৎ কেরানী সাহেবের গর্জনের শব্দ কানে ভেসে এলো। প্রথমতঃ আমি বুঝতেই পারছিলাম না কাকে লক্ষ্য করে গর্জন করতে করতে তিনি তার এজলাস থেকে এভাবে তেড়ে আসছেন। বই পড়ার তন্ময়তা ভাঙ্গার সাথে সাথে বুঝতে পারলামনা আমিই তার গর্জনের টার্গেট। অকথ্য গালি ঝরছে তার মুখ থেকে—"হারামজাদা শালা, বদমাইশ, তুই বাইরে কি করছিস আমি জানিনা? তুই ছিলি আলবদর কমান্ডার। হাজার হাজার লোককে খুন করে জেলে আইছত। তোরে চেলি (কাঠ) দিয়ে পিটিয়ে এখনই আমি খুন করে ফেলবো। তোরা তোদের খড়ির সাথে গোডাউনের খড়িও কেন নিয়ে যাস। ব্যাপারটি তখনো আমি বুঝে উঠতে পারিনি। কেরানীর লাল লাল চোখ, বিকট মূর্তির মুখ নিঃসৃত বাক্যগুলো কোন ভদ্রলোকের মুখ থেকে কি করে আর একজন ভদ্রলোকের উদ্দেশ্যে বেরুতে পারে—তাই আমার সজাগ সচেতন মন তখনো ভেবে চলছে। আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি থামুশ হয়ে অপলক নেত্রে। জেলখানার প্রশাসন ব্যবস্থার অবস্থা অনুযায়ী চুপ করে থাকা ও নীরবে সহ্য করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিলনা। কিন্তু আমার দু'চোখের দুকুল বয়ে বাঁধভাঙ্গা স্রোত বয়ে চলতে শুরু করলো এতক্ষণে। মিনতি জানালাম আল্লার দরবারে? 'হে রাব্বুল আলামীন! কি জন্য আমাকে এত অশ্রাব্য গালাগাল দেয়া হলো তা এখনো আমি জানিনা। এখানে এ ধরনের গালাগাল যারা খায় আমি তো তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। যদিও ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ হয়ে আমি রাজনৈতিক অপরাধের শিকার হয়েছি ও সশ্রম কারাদন্ডে ভুগছি কিন্তু রাজনৈতিক অপরাধের স্বীকৃতি পাইনি; কোনষ্টেটাস পাইনি। সাধারণ কয়েদীদের সাথে মিশে একজন সাধারণ কয়েদী হিসাবে বসবাস করছি কিন্তু তুমি তো আমার সব অবস্থা জানো—তুমিই এর বিচার করো। বিচারের মালিক তুমি।' আমার সাথেআসা কিচেনের লোকজনও হতবাক। আমাকে তারা অনুরোধ করে তাদের সাথে নিয়ে গেল। পথে ওদেরে জিজ্ঞেস করলাম কি ব্যাপার। কেরানী সাহেব এত অশ্রাব্য গালাগাল করলো কেন? উত্তরে তারা বললো—খুব সম্ভব কেরানী সাহেব মনে করেছেন আমরা তার গোডাউনের ষ্টকের জ্বালানি কাঠ নিয়ে যাচ্ছি। আমরা যে সকালে রেখে যাওয়া আমাদের অবশিষ্ট জ্বালানি কাঠ নিচ্ছি তা তিনি বুঝে উঠতে পারেননি। আমার মনো কষ্ট দূর করার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে এ ধরনের নানা ব্যাখ্যা প্রদান করলো। তারা আমাকে সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে থাকলেও সাধারণ কয়েদী বলে মনে করতোনা। এসব অন্যায়ের প্রতিবাদ করা সে সময় সমীচীন মনে করেনি। এমন কি একথা অন্তরঙ্গ

www.pathagar.com

ভাইদের কারো কাছেও প্রকাশক করিনি। ওখানে অবশ্য চোরের আড্ডাই বেশী। গোডাউনে গেলে সুযোগ পেলেই ওসব চোরেরা চিনি, চা, তেল, মরিচ, পেয়াজ, গুড় ইত্যাদি চুরি করে। কোন লোককেই বিশ্বাস করতে পারা যেতোনা। তাই কাজের ফাঁকে ফাঁকে চোখ উঠিয়ে চশমার উপরের পাশ দিয়ে চারিদিকে দৃষ্টি রাখতেন কেরানী সাহেব।

ঘটনার পরের দিন থেকে ভোরে চৌকার কাজের লোকজন নিয়ে আমি গোডউানে যাই। নীরব নিশ্চুপ ভাবে লকআপ ফিগার নিয়ে হিসাবপত্র শেষ করি। কথাবার্তা অবশ্য আগেও কমই বলতাম। কেরানী সাহেবের সাথে আমার হিসাব মিলিয়ে চৌকার মালপত্র নিয়ে চলে আসি। তার সাথে একটু টু শব্দও করিনা। দুচার দিন পর কেরানী সাবের মধ্যে সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। তিনি যেতে যেতেহ দুএকটা কথা বলতে শুরু করলেন। আমি সামান্য কথায় এর উত্তর দিয়ে ক্ষান্ত হতাম।

গোডাউন ক্লার্ককে, ভোরের রাউন্ড শেষে অফিসে বসে জেলার সাহেব মাঝে মাঝে ডাকতেন। আগে এ ধরনের খবর আসলে তিনি গোডাউন থেকে সকলকে বের করে দিয়ে তালা মেরে অফিসে চলে যেতেন। তার আবার ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা বেকার বাইরে অপেক্ষা করতাম। আজকাল কেন জানিনা কেরানী সাহেব এ অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটতে শুরু করলো। এখন থেকে জেলার সাহেব থেকে কোন ডাক আসলে তিনি সকলকে বের করে দিয়ে আমাকে ভিতরে রেখে বাহির থেকে তালা লাগিয়ে দিতেন। যাবার সময় বলে যেতেন আপনি হিসাবটা শেষ করে ফেলুন। চৌকার মালামাল নিতে যেন দেরী না হয়। আমি বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আল্লাহকে স্মরণ করে মনে মনে বলতাম, এমন কি ঘটে গেলো হে আল্লাহ! যে কেরানী সাহেব কিছুদিন আগে এমন অকথ্য গালিগালাজ করলেন আমাকে চুরি করেছি ধারণা করে। আজ কি কারণে আমিই তার কাছে একমাত্র বিশ্বস্ত ব্যক্তি হলাম! শুকুর তোমার দরবারে সব পাওনার জন্য।

১৯৭৩'এর এপ্রিলের শেষের দিকে ৫ খাতায় একদিন আমি ফজরের জামায়াতের নামাজ থেকে পড়ে যাই। কিছুক্ষণের মধ্যে একবার পায়খানাও হলো। দু'একঘন্টা পর জেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। ওখানে রাতে অনেকবার পায়খানা হলো। রক্ত আমাশয় রূপান্তরীত হলো রোগ। এক চামার ডাক্তার (কেপ্টেইন নামে পরিচিত) আমাশয় ওয়ার্ডের দায়িত্বে ছিলেন। ঘন ঘন পায়খানায় কারণে খুবই দুর্বল হয়ে গেছি তারপরও আমাকে সুচিকিৎসার জন্য তার সুমতি হয়নি। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কতবার

www.pathagar.com

পায়খানা হয়েছে। উত্তরে আমি বললাম অসংখ্যবার। বিদ্রূপ করে তিনি বললেন পাঁচশ'বার? হাজারবার? ২ হাজার বার? আমি তার বিদ্রূপের কারণ বুঝে কোন কথা বললাম না। তার চিকিৎসাও গ্রহণ করলাম না। এ ওয়ার্ডের দায়িত্বে ছিল পাবনার ছোট ভাই বেলাল হোসেন। আগেও অনেক ছোট ভাই চাইতো আমি মাঝে মাঝে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে একটু বিশ্রাম গ্রহণ করি। প্রয়োজন হয়নি বলে আসিনি। তাছাড়া কাজে ডুবে থাকতেই মন চাইতো। আজ অসুখের কারণে হাসপাতালে আসাতে তারা খুশী ও সেবা-শুশ্রূষার প্রতি খুবই যত্নশীল। ডাক্তারের ওই ব্যবহারে তারা অসন্তুষ্ট। কাজেই বিকালে তারা কৌশলে কম্পাউন্ডারকে হাসপাতালে ডেকে এনে সুচিকিৎসার জন্য আমাকে কলেরা হাসপাতাল মহাখালীতে পাঠাবার ব্যবস্থা করলো। কম্পাউন্ডার সাহেব ছিলেন খুব ডাকসাইটে। নামে যা-ই হোক কাজে কোন অবস্থাতেই তার ক্ষমতা ডাক্তারদের চেয়ে কম ছিলনা। পরের দিন ভোরে একজন পরিচিত সিপাহী মিনিউট অনুযায়ী মহাখালী কলেরা হাসপাতালে নিয়ে গেলো আমাকে। জেল-খানার ডোরাকাটা আসামী বলে অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাকে দেখে ডাক্তার হাসপাতালে ভর্তি করে নিলেন। সিপাহীটির ভদ্রতা বিশ্বস্ততা আজো আমার মনে জাগে। প্রতিটি নামাজের সময় অনেক বছর পর কয়েদী হয়েও নামাযে একা একা গিয়ে জামায়াতে নামায পড়ে আসি। মাঝে মাঝে মসজিদে নামাজের পর শুয়ে গড়াগড়ি করি। আবার হাসপা-তালে ফিরে আসি সিপাহীটির কাছে। যেন আমি একজন প্রভুভক্ত শিকারী কয়েদী। এ অবস্থায় রাতে ঘটলো এক বিপত্তি—এ সিপাহীটিকে রিলিজ দেবার জন্য যখন রাতের প্রহরী সিপাহী জেলখানা থেকে আসলো। তার কাছে আমি অপরিচিত। আগের সিপাহীটি আমাকে এভাবে শৃংখলমুক্ত রাখাতে সে আশ্চার্য হলো। অবশ্য সে বলে গেলো আমার নিকট তিনি বিশ্বাস্য ব্যক্তি—খুব ভাল মানুষ। এখন তোমার ইচ্ছা। তখন আমি ডোরাকাটা পোষাকের উপর হাসপাতালের পোষাকে আচ্ছাদিত। এ সিপাহীটি আমাকে হ্যান্ডকাপ না পরায়ে স্বস্তি পাচ্ছে না। আমি তাকে বললাম, আমি কোন অবস্থাতেই পালাবো না। তবে আপনি হ্যান্ডকাপ লাগালেও আমার কোন আপত্তি থাকবে না। আমার কথা শুনে যেন দ্বিধাগ্রস্থতা কাটলোনা। আর নিঃসংকোচে সিপাহীটি আমার বাম হাতের কব্জিতে হ্যান্ডকাপ পরায়ে একটু লম্বা করে খাটের পায়ার সাথে বেঁধে রাখলেন। রাত এভাবেই কাটলো শান্তভাবে। এতে আমার মনে কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। এ সবই আল্লার জন্য—এ ভাবই আমার মনে জাগতো। পরের দিন সকাল ৭টার দিকে আবার কালকের সেই প্রথম সিপাহীটিই ডিউটিতে এলো। রাতের

www.pathagar.com

প্রহারায় নিয়োজিত সিপাইটির কাছ থেকে আমাকে বুঝে নিয়ে তার সামনেই আমাকে হ্যাণ্ডকাপ মুক্ত করে দিল। আমি স্বাভাবিক ভাবেই এটাকে গ্রহণ করলাম। মানসিকভাবে খুশী হলেও তা প্রকাশ করলাম না। আমার পাশে তখন কবি শুকান্তের একটি কবিতার বই। রাতের ডিউটিরত ও দিনে ডিউটিতে আগত ডাক্তাররা আমার সিটের পাশে একত্রিত হলেন। আমার গায়ে ডোরাকাটা পোষাকের জন্য তাদের ঔৎসুক্যের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো আমার উপর। জেল হতে প্রেরিত মিনিউটের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে আমাকে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। আমি অকপটে আমার প্রত্যেকটি ইতিহাস তাদেরে বলে শুনালাম। একজন ডাক্তার কবি শুকান্তের বইটির দিকে তাকিয়ে বললেন আপনারা আবার এসব বই ওপড়েন? দেখতেই তো পাচ্ছেন। আমাদের কাছে মার্ক্সের কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টো থেকে শুরু দাস ক্যাপিটাল-সহ কমিউনিজমের উপর লিখা সব বইই আছে। আগত ডাক্তারসহ আমার ঔষধ পত্র সম্পর্কে কিছু কথা বলে তারা চলে গেলেন। এদের কথোককথনের সময় পাশেই দাঁড়ানো ছিল কর্তব্যরত একটি বাগাড়ম্বর মহিলা নার্স। তারা চলে যাবার পর এ নার্সটি ঔষধ দিতে এসে আমাকে নতুন করে কিছু কথা জিজ্ঞেস করেন। তখন বাজারে চালের দাম আগুন। যারা দেশের মানুষ আটা নির্ভর। আমার ইতিহাস ও শাস্তির কথা শুনে মহিলা নার্সটি সিপাহীটির সামনে বলে উঠলেন, "আপনি এখনো শুয়ে আছেন কেন? জানালা তো একেবারে খোলাই আছে। লাফ দিয়ে পড়ে—চলে যান। অনাহুত এত কষ্ট করবেন। মাসীমার বদৌলতে দেশ স্বাধীন করে আজ খেতে পাইনা। দু'এক পা চালের ব্যবস্থা হলে বাচ্চাদেরে ভাত পাকিয়ে খাইয়ে দেই। নিজেরা খাই রুটি। আর যে দিন চালের ব্যবস্থা হয় না সে দিন বাচ্চাদের করুন অবস্থা দেখলে বুক ফেটে কান্না আসে। আমি হেসে বললাম এতে আমার কোন মন্তব্য নেই। জেলে কোন রকমে আমাদের কেটে যায়। বাচ্চাদের কান্না-কাটা দেখার সুযোগ আমাদের হয়না বলে এ দুঃখ অনুভব করিনা। তবে আমরা কোন আইন অমান্য করি না। এ মিয়াসাব (জেলে সিপাহীকে মিয়াসাব বলে) যদি আমাকে নিয়ে যাবার সময় কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয় আর আমি বেঁচে যাই তাহলে আমি পালাবার সুযোগ না নিয়ে জেল গেটে ফিরে গিয়ে আমার পরিচয় দিয়ে সিপাহীর দুর্ঘটনার খবর দেবো ও নিজে আমার নিবাসস্থল কারাগারে ঢুকবো। আমার কথা শুনে মনে হলো নার্সটি আশ্চর্য হয়েছে।

দ্বিতীয় দিন থেকেই পরের সিফ্টের সিপাহীটি আর হ্যাণ্ডকাপ পরায়নি এরা দু'জন্যেই আমাকে পালাক্রমে পাহারা দিত। এভাবে দীর্ঘ চারদিন

www.pathagar.com

যাবৎ কয়েদী আসামী হয়েও যে মুক্ত মানুষের মত মসজিদে যেতাম, নামাজ পড়তাম মাঝে মাঝে আসে পাশে একটু বেড়িয়ে আবার সিপাহীর কাছে নিয়ে আসতাম। এ সময় এ হাসপাতালে কোন কোন সময় আমার মনে জাগতো যদি আমার আপন জনদের কেউ এখানে দেখতে আসতো তবে কতইনা স্বধীনভাবে মনের পঞ্চ দুয়ার খুলে পুঞ্জিভূত ব্যদনা রাশি খুলে বলতে পারতাম। জেল গেটে তো এত সুযোগ নেই। জেল গেট থেকে আসতে ছোট ভাইরা বলে দিয়েছিল—আপনি যান আমরা বাইরে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। খবর তারা পাঠাইয়েছিল কিনা পরে গিয়ে তাদেরে একথা আর জিজ্ঞেস করিনি। কিন্তু মহাখালীর হাসপাতালে সে সময় কোন আপনজনকে দেখার খুশী মনে লয়ে কারাগারে ফিরে আসতে পারিনি। এজন্য কোন দিন কারো উপর আমার কোন অভিমান জাগেনি।

চার দিন পর মহাখালী কলেরা হাসপাতাল থেকে জেল হাসপাতালে ফিরে আসি। পরের দিন দুপুরের দিকে গোডাউনের কেরানী নওয়াব আলীকে হাসপাতালের আমাশায় ওয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে কাউকে খুঁজতে দেখি। আমি ওয়ার্ডের এক কোনে একটু অন্ধকার থেকে তাকে লক্ষ্য করছি। আমার ধারণা ছিল বাহির থেকে নতুন আসা তার কোন নিজস্ব লোককে খুঁজছেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই কেরানী সাহেব ঘুরে ঘুরে আমার সিটে এসে বসলেন। আমি কিছুটা বিস্মিত। আমি কিছু বলার আগেই আমাকে বলতে শুরু করলেন,—"আমি পরে শুনেছি, আপনি অসুস্থ হয়ে মহাখালী হাসপাতালে চলে গেছেন। সময় সুযোগ করে উঠতে পারিনি। নতুবা ওখানে গিয়ে আপনাকে একবার দেখে আসতাম। আজ আবার শুনলাম আপনি মহাখালী থেকে ফিরে এসেছেন। তাই দেখতে এলাম বলুনতো তো আপনি এখন কেমন? পথ্য কি? কি খেতে মন চায়? যা দরকার আমার কাছে বলুন। আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো। বিনীতভাবে বললাম আমি আমার তো কিছুর প্রয়োজন নেই। যা দরকার তা হাসপাতাল থেকেই পাই। আপনি আমাকে দেখতে এসেছেন এতেই আমি খুশী। কেরানী সাহেব ধারণা করেছেন আমি গোডাউনের সেই অপ্রীকর ঘটনা ভুলতে পারিনি। তাই আবারো আগের কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন।

এই সময় মূলতঃ আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭০ এর নির্বাচনী প্রচার প্রপাগান্ডায় ওয়াদাকৃতে ২০·০০ টাকা মণ দরের চাল খাওয়ানো দূরের কথা ২০·০০ টাকা সের দরেও চাল সরবরাহ করতে পারছিলনা। জেলখানায়

www.pathagar.com

তো চাল সরবরাহ বন্ধই করে দিয়েছিল। মেডিকেল গ্রাউন্ড না থাকলে প্রত্যেককে ৩ বেলাই আটা খেতে হতো। আর আমি নিজেও ৩ বেলা আটা খাবার শিকারে পরিণত হয়েই রক্ত আমাশয়ে আক্রান্ত হয়ে কলেরা হাসপাতালে যাই। কলেরা হাসপাতালে এক সুহৃদেরেয় পরামর্শে হাসপাতালের ডাক্তার থেকে মেডিকেল গ্রাউন্ডে খাবারের জন্য চালের ব্যবস্থাপত্র নিয়ে এসেছিলাম কিছুদিনের জন্য। কেরানী সাহেবের পীড়াপীড়ি দেখে তাকে এ কথাটাই বললাম। শুনে তিনি খুশী হয়ে বললেন—"ঠিক আছে যে করেই হোক জেলখানার ডাক্তার দিয়ে আপনার হিস্ট্রি টিকেটে বাইরের ডাক্তারের অর্ডারটি লিখিয়ে নেবেন। আমি গোডাউন থেকে চাল দেবার ব্যবস্থা করবো। আমি বললাম, ৫/৬ হাজার লোকের জন্য তৈরী হয় রুটি। এতবড় একটা রন্ধনশালায় আমি একজন লোকের জন্য ১০/১২ ছটাক চাল নিয়ে কি করবো? কোথায় রাঁধবো? কিভাবে খাবো?" উত্তরে তিনি বললেন, সব ব্যবস্থা করে দেবো আমিই। এবার তাঁর অনুকম্পা প্রত্যাখ্যান করতে পারা গেলোনা। হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ হয়ে যখন বেরুলাম, জেলার শামসুর রহমান সাহেব আমার 'কাম পাশ' করলেন আবারও জেনারেল কিচেনেই।

সাধারণ রন্ধনশালার রাইটার হিসাবে কয়েকদিন পরে এক সোনালী সকালে গোডাউনে গেলাম মালপত্র হিসাব করে আনতে। আমাকে দেখে কেরানী সাহেব খুব খুশী হলেন। এবার বসার বিশেষ ব্যবস্থা করে দিলেন। হাসপাতালে কোন কোন রোগীর জন্য ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ভাত রান্না করা হয়। হাসপাতালের রন্ধনশালা আলাদা। সেখাথকার দায়িত্বে নিয়োজিত মেটকে (কনভিকট ওভারশিয়ার) ডেকে কেরানী সাব আমার দু'বেলা খাবারের জন্য ১০ ছটাক চাল দিয়ে বলে দিলেন, "রোগীদের রান্না করে এ ১০ ছটাক চালের ভাত খালেক সাহেবকে ২ বেলা পাঠিয়ে দিও। কোন অসুবিধার সৃষ্টি হলে সাথে সাথে আমাকে এসে জানাবে। মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে মেটটি চলে গেলো। '৭৩ এর মে থেকে ১৯৭৬ সনের মে'র ৩ তারিখ অর্থাৎ আমার মুক্তি পর্যন্ত এ ১০ ছটাক চাল আমি পৃথকভাবে পেতাম। তবে শেষের দিকে যারা খাওয়া দাওয়ায় কষ্ট পেতো তারা এর থেকে কায়দা পেতো। আমার রিলিজের পর এ চালের ফায়দা ট্রেন্সফার করে আসি ছোট ভাই ৪০ বছরের সাজা প্রাপ্ত খন্দকার আমিনুল হকের কাছে। সব ক্ষেত্রেই শুরুর সব কষ্ট পরিশেষে আল্লাহ এভাবে সহজ ও তাঁর খাস রহমত দ্বারা পরিবেষ্টিত করে দেন। আল্লার শুকুর আদায় করার ভাষা আমার কাছে নেই।

www.pathagar.com

জেলখানার প্রশাসন

প্রশাসনিক আইন শৃংখলার সুষ্টুতা রক্ষা ও অপরাধীদের শাস্তি বিধান কার্যকর করার জন্য কারাগারের সৃষ্টি অতি প্রচীন কালীন ব্যবস্থা। নবী রাসুলদের ইতিহাস বিশেষ করে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের জীবন ইতিহাসে কারাগারের পরিচয় আমরা পাই। আরব দেশে খেলাফত আমলে ও কারাগার ব্যবস্থার আভাষ মিলে। ইমাম আবু হানীফাসহ বেশ কিছু মনিষী কারা নির্যাতন ভোগ করেছেন। পাক-ভারত বাংলা দেশীয় উপমহাদেশে কারাগারের প্রথম রূপ কবে থেকে কেমন করে শুরু হয়, সে ইতিহাসও আমার জানা নেই। তবে কারাগারের বর্তমান প্রাচীন সিস্টেম, খাওয়া দাওয়ার একটা নির্দিষ্ট হার, চলা ফিরার নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি, ওখানে কোনআইন শৃংখলা অমান্য করলে এর প্রতি বিধান—কি শাস্তি—এসব কিছুর বোধ হয় উদ্ভাবক ও আইন রচয়িতা হলো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগণ। আর এ বিধানটাকে বৃটিশ আমল থেকে চলে আসা "জেল কোড" বলে ডাকা হয়।

এখানে যে সব সময়ই দুষ্ট ও দোষী অপরাধী মানুষই আসে এমনও নয়। ভাগ্যর ফেরে মানুষের চক্রান্তে ও ষড়যন্ত্রের ফলে সব সময়ই কিছু কিছু ভালও সৎ এবং নির্দোষ নিরপরাধ মানুষও কারার এ লৌহ যবিনকা অন্ত পুরীর মধ্যে বাস করেন। এমন কি কোন কোন সময় নির্দোষ নিরপরাধী ব্যক্তির ফাঁসি পর্যন্তও হয়ে যায়। এ কথা অস্বীকার করার যো নেই যে দোষ অপরাধীই এখানে বেশী। আবার এ অপরাধও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। রাজনৈতিক কারণে আটক এমন কি শাস্তি প্রাপ্ত অনেক লোকও রাজরোষের শিকার হয়ে এখানে আসেন। সংশোধন ও সততা, চরিত্রবান বানাবার কোন ব্যবস্থা জেলখানায় না থাকার কারণ সহ আরো কিছু কারণের জন্য এখানে আছে চরিত্রও হারিয়ে ফেলে মানুষ। ফলে এখানে আরো নানা অনাচারের সৃষ্টি হয়।

জেল কোড্ অনুযায়ী জেলখানায় টাকা পয়সা (কারিন্সি) অচল ও বেআইনী। এখানে প্রয়োনীয় সব জিনিষ—খাওয়া-দাওয়া, ঔষধ-পত্র, কাপড়-চোপড় (শাস্তি প্রাপ্তদের) সবই নির্দিষ্ট হারে পাওয়া যায়। তবে জেল অফিসে আটক ও শাস্তি প্রাপ্ত আসামীদের পি, সিতে, ('প্রাইভেট ক্যাশ') বাহির থেকে পাঠানো টাকা জমা হতে পারে। অতিরিক্ত কিছু প্রয়োজন হলে সে টাকায় সে দায়িত্বে নিয়োজিত সিপাহী দ্বারা বাজার থেকে তা কিনে আনতে

www.pathagar.com

পারে। এখানে অনুমুদিত চিঠি ছাড়া কোন চিঠি বাহিরে যেতেও পারবে না। আবার ভিতরে আসতেও পারবেনা কিন্তু কার্যত এ নিয়মের কোনটাই ওখানে পালিত হয় না। কোন টাকা ওখানে কারো কাছে পাওয়া গেলে জেল স্মাগলিং বলে এর শাস্তি আছে। কিন্তু জেলে হেন কোন কাজ নেই যা টাকার বিনিময়ে করা যায় না। সিপাহী, জমাদার,সুবেদার, সার্জেন্ট, ডিপুটি জেলার, জেলার এমনকি ডি আই, জি, এবং আই, জি, ও এখানকার অনেক দুর্নীতির সাথে জড়িত। জেলখানার বহু খাবার জিনিষ এদের বাসায় বাসায়ও চলে যায়। অবশ্য দু এক জন ব্যতিক্রমও আছে। ঘুষ দিয়ে এখানে এমন কোন কাজ নেই যা করা যায় না। এমন কোন চিঠি নাই যা এখান থেকে বাইরে পাঠানো যায় না—রাষ্ট্রদ্রোহীতা মূলক চিঠিও। আবার একই প্রকৃতির চিঠি বাইর থেকেও ভেতরে আনা যায়। বেশী গুরুত্বপূর্ণ চিঠি হলে তা জেল অফিসার দিয়েই আনা নেয়া করা যায়। আমরা কিংবদন্তীর মত শুনেছি এখানকার একজন ডাকসাইটে কমপাউন্ডার স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে জেলখানা হতে প্রায়ত নেতা শেখ মুজিবের চিঠি পত্র বাইরে ও বাইর হতে ভেতরে আদান প্রদান করতেন। এমন কি এও শুনেছি যে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবারে নিহত ও খন্দকার মোস্তাকের ক্ষমতায় আরোহন এবং খালেদ মোশারফের কূর আগেও পরে একজন জেলারের মাধ্যমেই কারাগারে নিহত চার নেতা তাজুদ্দীন আহমদ, মনসুর আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও কামারুজ্জমান নিহত হবার আগে বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। উৎকোচ দিয়ে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এখানে মানুষকে বিপদে ফেলার একটা চমৎকার ঘটনা বর্ণনা করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। সাজা প্রাপ্ত হয়ে আমি সেলের কঠিন নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে কারাগারের প্রসস্ত এলাকার মুক্ত বাতাস সেবন করার সাধ পেয়েছি কয়েক মাস হলো। জেনারেল কিচেনের দায়িত্ব প্রাপ্ত হবার কারণে কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী অবাধ ঘুরা ফিরা করার সুযোগ আমার ছিল। আর আমিই ছিলাম তখন জেলে আমাদের লোকদের মধ্যে বয়সে বড়। এ কারণেই ছোট ভাইদের (ছাত্র-অছাত্র) সকলে আমাকে মুরুব্বি হিসাবে মানতো। তাদের সে সময়কার মমত্ব বোধ শ্রদ্ধা ভুলার নয়। কাজে কাজেই ছোট খাট কোন ঘটনা ঘটলে আমাকেই এর ফয়সালা করে দিতে হতো। এমনি একটি অভিযোগ বলার জন্য নোয়াখালীর বয় কনিষ্ঠ ছোট ভাই শাহজাহান জেল হাস পাতালের চৌহদ্দি হতে বেরিয়ে ১/২ খাতার (কেস টেবিলের) কাছে আমার নিকট এলো। ও স্বভাব গতভাবেই একটু বেপরোয়া ও স্পষ্টবাদী। কোন কোন সময় তার বয়সের তুলনায় কথার ওজন হয়ে যেতো বেশী। হাসপাতালেও আবার অন্যরা এদেরে হিংসা করতো। বিপদে ফেলার সুযোগ খুঁজতো। এ দিন সে বেআইনীভাবে অনেক গেট

www.pathagar.com

ডিঙ্গিয়ে ১/২ খাতায় চলে আসার অপরাধ এবং মেডিকেল থেকে ঔষধ চুরি করে নিয়ে এসেছে—অভিযোগে তৎকালীন সি, আই, ডি জমাদার ইনসার্জ নান্নু ও জনৈক সিলেটি ম্যাট ওয়ার্ড হতে বের করে নিয়ে কেস টেবিলের নিকট তার শরীর তল্লাশী করছে। লুঙ্গি খুলে ঝাড়া দেবার সাথে সাথে ফুর ফুর করে কিছু টেবলেট পড়া শুরু করলো। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হতবাক হয়ে ঘটনাটি দেখছি। কোন টেবলেট সে সাথে করে আনেনি অথচ লুঙ্গি খোলার সাথে সাথে ঝর ঝর টেবলেট পড়ছে দেখে শাহাজাহান বিস্ময় বিস্তরিত চোখে চীৎকার দিয়ে বলতে লাগলো—"তোমরা কোরান ধরে বল, কোরান হাতে নিয়ে বল, আমি টেবলেট এনেছি। ঘুষ খেয়ে আমাকে মিথ্যা কেসে ফাঁসাবার ষড়যন্ত্র করছ। আল্লাহ সাক্ষী আমি কোন টেবলেট হাসপাতাল থেকে আনিনি। এ ম্যাট টাকা খেয়ে হাতে করে টেবলেট এনে আমাকে হাসপাতলে থেকে সরাবার ষড়যন্ত্র করছে। এক নিশ্বাসে, কথাগুলো বলে চললো শাহাজাহান। সি, আই, ডি, জমাদার নান্নু শাহাজাহানের এ বেপরোয়া কথাগুলো শুনে এক পাশে সরে দাঁড়ালো। তার সাথে সে সময় আমার সম্পর্ক মোটামোটি ভাল। আমি তার কাছে ব্যাপারটা কি জানতে চাইলে সে মুচকি হেসে এক দিকে চলো গেলো। আমার আর বুঝতে বাকী রইলো না ঘটনা। শাহাজাহানের বেপরোয়া কথাগুলোর জন্য সে জঘন্য ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বাঁচলো বটে। আর নান্নুও ছিল অপেক্ষাকৃত ভদ্র। নতুবা এ ধরনের ষড়যন্ত্রমুলক ঘটনায় ওখানে টাকার ঘুষের ছড়াছড়ি বেশ আছে।

যদি কারাগারের এ পরিবেশে শিক্ষার মাধ্যমে চর্চার মাধ্যমে, মানুষের মধ্যে নৈতিকতা বোধ জাগ্রত করার ব্যবস্থা থাকতো তাহলে দোষী অপরাধীর চরিত্রের বেশ সংশোধন ঘটতো। অপরাধী দোষী ব্যক্তি নয় বরং কারাগার থেকে একজন ভাল মানুষ হয়ে বের হতে পারতো। কিন্তু প্রশাসনিক অনিচ্ছা, অব্যবস্থা, দুর্বলতা ও ম্যাল প্রেকটিসের জন্য দোষী অপরাধী ব্যক্তি দোষ ও অপরাধের ক্ষেত্রে আরো অনেক শক্তিশালী অপরাধ প্রবণতার প্রশিক্ষণ নিয়ে জেল থেকে বের হয়। এতে অপরাধীর সংখ্যা যেমন বাড়ে তেমনি অপরাধের নৃশংসতা ও হিংস্রতা বেড়ে যায়। অপরাধের শাস্তি বিধান ও ত্রুটিপূর্ণ। এমন শাস্তি বিধানের কি স্বার্থকতা, যদি শাস্তি বিধানের পরও সে একই অপরাধ একই ব্যক্তি বার বার সংঘটিত করে চলে।

জেলখানার গাইড্‌লাইন 'জেলকোড' ইংরেজ আমলের। এর পরও জেল-কোডের নির্দেশনা অনুযায়ী যদি প্রত্যেকে প্রত্যেকের অধিকার নিয়ে কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে চলতে পারতো, কারাগারের অধিবাসীদের থাকা

www.pathagar.com

খাওয়ায় তেমন কোন অসুবিধা হতোনা। কিন্তু বাস্তব অবস্থা সেখানে অন্য রকম। প্রভাব খাটিয়ে, পুলিশকে হাত করে, ম্যাটদেরকে টাকা দিয়ে, জেলখানায় এক রকম প্রচলিত বিড়ি 'সিগারেট' (কারিন্স) উপঢোকন দিয়ে কিছু লোককে ঠকিয়ে না খাইয়ে রেখে কিছু লোক আবার পরম সুখে বাস করে।

সাধারণ রন্ধনশালা ও মাল গুদাম কারাগারের দুই প্রধান গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। এ দুটুর উৎসমুখ দিয়ে ইনমেটস রিপ্রেজেণ্টেটিভ ও জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবহমান কাল থেকে হাজার হাজার লোকের খাদ্য সরবরাহ হয়ে থাকে। এ দু জায়গায় যে কত রকমের করাপশন আছে অভিজ্ঞতা সিঞ্চিত ব্যক্তিরা ছাড়া তার হিসাব দেয়া দুস্কর। এ প্রসঙ্গে আমি সাধারণ কয়েদী হাজতী লোকদের জেলকোড অনুযায়ী মাথা পিছু দৈনিক খাবারের রেটটা উল্লেখ করলাম।

খাবারের রেট (তৃতীয় শ্রেণী)

		হাজতী	কয়েদী
১।	চাল বা আটা (বেঙ্গল ডায়েট) ৩ বেলা	১০ ছটাক	১২ ছটাক
২।	ডাল	২ $\frac{১}{২}$,,	২ $\frac{১}{২}$,,
৩।	তরকারী (শবজী)	৪ $\frac{১}{২}$,, (এলাউন্সসহ)	৪ $\frac{১}{২}$,, (এলাউন্সসহ)
৪।	মাছ/গোশ্ত	$\frac{১}{২}+\frac{১}{৪}=\frac{৩}{৪}$ বর্তমানে ১ $\frac{১}{২}$	$\frac{৩}{৪}$
৫।	জ্বালানী কাঠ	১০ ,,	১০ ,,
৬।	তেল	$\frac{৫}{১৬}$,,	$\frac{৫}{১৬}$,,
৭।	লবণ	$\frac{১}{২}$,,	$\frac{১}{২}$,,
৮।	মরিচ	$\frac{১}{৩২}$,,	$\frac{১}{৩২}$,,
৯।	হলুদ	$\frac{১}{৬৪}$,,	$\frac{১}{৬৪}$,,
১০।	ধনিয়া	$\frac{১}{১২৮}$,,	$\frac{১}{১২৮}$,,
১১।	পেয়াজ	$\frac{৯}{১২৮}$,,	$\frac{১}{১২৮}$,,
১২।	তেতুল	$\frac{১}{৮}$,,	$\frac{১}{৮}$,,
১৩।	চিনি/গুড়	$\frac{১}{১২}$,,	$\frac{১}{১২}$,,

তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী হাজতীদের এ হলো খাবারের রেট। ২য় ও ১ম শ্রেণীর কয়েদী হাজতীদের রেট অবশ্য আলাদা। যেহেতু তাদের সংখ্যা খুব কম, কাজেই সে ব্যাপারে আমি কিছু আলোচনা করলাম না।

www.pathagar.com

তবে সে সব বিভাগও দুর্নীতিমুক্ত নয়। উপরে বর্ণিত হার অনুসারে জেনারেল কিচেনের হিসাবপত্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে মালগুদাম থেকে মালপত্র হিসাব করে আনতে হয়। জেল কর্তৃপক্ষের রেজিস্টার এ হিসাবে কাচ্চা কাচ্চা পরিমাণও ভুল হয় না। কিন্তু উল্লেখিত রেটে যে পরিমাণ মাল হিসাবে এলো, গোডাউন থেকে তা বুঝে নেয়াই হলো কঠিন ব্যাপার। কারণ যে মাল কনট্রাকটারদের মাধ্যমে যে পরিমাণে বাহির থেকে আমদানী হয়, তাই দৈনিক ষ্টক রেজিস্টারে যোগ হয়। যে মাল দৈনিক সাধারণ রন্ধনশালা সহ সকল রন্ধনশালায় যায় তা-ই দৈনিক ষ্টক রেজিস্টার হতে বাদ যায়। হিসাবের ব্যতিক্রম করার কোন উপায় নেই। কিন্তু চোরাগুপ্তা পথে দৈনিকই যে মাল জেলের সেপাহীদের বড় বড় দুই পকেট পুরে ব্যাগ পুরে বাইরে যায়; যায় জমাদার সুবেদার, কেরানীকুলসহ, ডিপুটি জেলার, জেলার এমনকি সুপারিণ্টেনডেন্ট, ডি, আই, জি ও আই জির বাসায় সে গুলুর হিসাব লিখার তো কোন ষ্টক রেজিস্টার নেই। সেগুলো আসবে কোত্থেকে? এ কারণেই সাধারণ কয়েদী হাজতীদের কিসমত মেরে শত শত লোককে অর্দ্ধাহারে অনাহারে রেখে, মাপে কম দিয়ে সেগুলো পাঠানো হয়বড় সাহেবদের বাসায় বাসায়। এর মধ্যে দু'একজন যে ব্যতিক্রম নেই—তা নয়। আর এসব করতে জেনারেল কিচেনের হিসাব রক্ষক রাইটারকে দেড় টাকা দামের এক প্যাকেট 'ষ্টার' বা 'রমনা' সিগারেট দেয়াই যথেষ্ট। নীতিবান সৎ লোকের ওখানে বড্ড অভাব। আর সাধারণতঃ দাগী আসামীরাই নিয়োজিত থাকতো এসব দায়িত্বে।

জেলখানায় সাধারণভাবে একটু পরিচিত হয়ে উঠার পর একবার একটা ঘটনা ঘটলো। ১৯৭৩ এর প্রথম দিকে সম্ভবতঃ গোডাউনে গিয়ে শুনি ষ্টকে ডাল নেই। জানিয়ে দেয়া হলো আজ জেনারেল কিচেনে ডাল যাবেনা। এত লোকের খাবার ডাল ছাড়া কিভাবে চলবে? ১২/১৩ মণ ডাল লাগতো তখন দৈনিক। কেরানী সাহেবকে চাপ দিলে তিনি বললেন, যতদিন ডাল সাপ্লাই না হবে ততদিন ডালের পরিবর্তে বেশী করে তরকারী দিয়ে দেবো। এ দিয়েই কোন রকমে চালিয়ে দিতে হবে। চললোও বেশ কয়দিন এভাবে।

আমি একজন ভদ্রলোকের মত হিসাব রাখছি দৈনিক কতমণ ডাল জেনারেল কিচেনে কম যাচ্ছে আর এর পরিবর্তে কতমণ তরকারী বেশী আসছে। যখন ডাল সাপ্লাই শুরু হলো ও অতিরিক্ত তরকারী সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলো, আমি একটা হিসাব দাঁড় করালাম। এতদিন পর্যন্ত না নেয়া ডালের মোট পরিমাণের কনট্রাক্ট রেট হিসাবে মোট মূল্য কত। বেশী দেয়া তরকারীর মূল্যটাও বের করে ডালের মূল্য থেকে বাদ দিয়ে ডালের অবশিষ্ট মূল্যের বিনিময় চেয়ে বসলাম। স্বভাবে একটু ভীরু লোক কেরানী সাহেব।

www.pathagar.com

তিনি চোখ না উঠিয়েই উত্তর দিলেন, যা দিয়েছি তাতেই হবে। ওইসব হিসাব নিকাশ এখন কোথায় পাওয়া যাবে? "আমার কাছে হিসাব আছে"—সুন্দর করে বলে দিলাম আমি। চোখ ছানা বড়া করে এবার তিনি আমার দিকে তাকালেন। বললেন, "হিসাব রেখেছেন?" "দেখি!" দেখালাম হিসাবটি তাকে। আর কোন কথা বললেন না কেরানী সাহেব। একদিন অপেক্ষা করে সুবেদার আবদুল কাদেরের মাধ্যমে জেলার সামসুর রহমান সাহেবকে ব্যাপারটি জানালাম। তাৎক্ষণিকভাবে শামসুর রহমান আমাকে ডাকলেন। আমি তাকে ব্যাপারটি খুলে বললাম। তিনি জানালেন ডি, আই, জি, জনাব কাজী আবদুল আউয়ালকে তিনিও আমাকে ডেকে খবরটি জানলেন। সাথে সাথেই ডি, আই, জি সাহেব কেরানী সাহেবকে ডেকে এনে হুকুম দিয়ে দিলেন—জেল ইনমেটদের ডালের পাওনার মূল্য সমান তাদের অভিরুচি অনুযায়ী একটা কিছু খাবার দিয়ে দিন।" কিন্তু এ হুকুম পালনের আগেই তিনি অবসর গ্রহণ করলেন চাকুরী হতে। আমি পরবর্তী কেরানী জনাব আবদুল মজিদ সাহেবকে আগে থেকেই ব্যাপারটি অবগত করিয়ে রাখলাম। তিনি ছিলেন একজন অতি ভদ্র ও চরিত্রবান ব্যক্তি। ডি, আই, জি কাজী আবদুল আউয়াল সাহেবের সততা ও ভদ্রতা উদারতার ইতিহাস তার কাছেই শুনেছি বেশী। মজিদ সাহেবের বাড়ী ছিল গজারিয়া এলাকায়। ডি, আই, জি সাহেবের অনুমতিক্রমে তিনি আমাকে এব্যাপারসহ সকল ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন অপরিসীম। অফিসে তাঁর আলাপ চারিতায় বোধহয় আমার অনেক প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে গেছে।

এরপর থেকে জেলখানায় ইনমেটদের পাওনা থেকেই তাদের অতিরিক্ত খাবার ব্যবস্থা হলো। ফলে মরণ চাঁদের মিষ্টি, দধি, কয়দিন পর পর মাথাপিছু একটা করে ডিম, পায়াস, গুলগুলা ইত্যাদি তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী আসামীরা পেতে শুরু করলো। এসবই ছিল ওখানে সাধারণ কয়েদীদের জন্য অভাবি।

জেল কোড অনুযায়ী জেলখানায় খাদ্য সরবরাহ তালিকায় ৮ জনে ১ ছটাক করে তেতুল ও ১২ জনে এক ছটাক করে চিনি বা গুড় পেতো। তেতুল গুলিয়ে এতে চিনি বা গুড় মিশিয়ে দেয়া হতো। কিন্তু চিনি বা গুড় মিশ্রিত তেতুল কেউ খেতোনা। দিনের শেষে ড্রাম ভর্তি তেতুল ড্রেনে ফেলে দেয়া হতো। তেতুলের জন্য তেমন মায়া না হলেও চিনির জন্য আমার বড্ড মায়া লাগতো। এ বাহুল্য খরচটা কেন ঘাড়ে নিল জেলকোড্ তা নিয়ে আমি ভাবতাম। তথানুসন্ধানে জানলাম খরচটা বাহুল্য নয়। এত লোক এক সাথে একটা বদ্ধ জায়গায় থাকলে ভিটামিন সি'র অভাব পড়ে। ফলে স্কাবিজের (খুজলী-পাঁচড়া মহামারী দেখা দেয়।

www.pathagar.com

এত লোককে এত ভিটামিন 'সি' ঔষধ সাপ্লাই করা মুশকিল। তাই সহজ লভ্য ও কম মূল্যের তেতুল সাপ্লাই করে বৃটিশরা এ ভিটামিন 'সি'র অভাব পূরণ করতে। তেতুলে চিনি মিশিয়ে টকের মাত্রা কমিয়ে নেয়া হতো। কিন্তু জেলকোডের এ উদ্দেশ্যের উল্টা ব্যাখ্যা প্রচারিত ছিল জেলখানায়। গুজব ছিল, ইংরেজরা তেতুল খাওয়ায়ে ভারতবাসীদেরকে পুরুষত্বহীন করার জন্য এ ব্যবস্থা করেছিল। এ ভয়ে কেউ তেতুলের কাছ দিয়েও ঘেষতোনা। ফলে এ অপচয় ঘটতো। আর এ ব্যবস্থা অনুযায়ী তেতুল স্পর্শ না করার ফলে 'ভিটামিন' সির অভাব পূরণ হতোনা। আর বিকল্প ব্যবস্থাও সম্ভব ছিলনা বলে কারাগারে "স্কার্বিজ ওয়ার্ড" নামে একটা বড় ওয়ার্ডের সৃষ্টি হলো। সে সময় তিন নম্বর খাতার পশ্চিম দিকের দুইটা বেশ লম্বা রুম জুড়ে ছিল এ ওয়ার্ড। খুঁজলী পাঁচড়ায় আক্রান্ত হলেই এখানে নিয়ে আসা হতো। আর এখানে আসলেই দেখা যেতো সকলেই শরীর চুলকাচ্ছে। চুলকানী আর চুলকানী অবিরাম গতিতে। চুলকাতে চুলকাতে কেউর পরনের কাপড় ছিঁড়ে হাটু পর্যন্ত এসে পৌছতো। কেউর তারও উপরে। কিন্তু চুলকানীর জ্বালায় তাদের কাছে কোন লোকজন এসে দাঁড়ালেও সেদিকে কারো লক্ষ্য থাকতোনা। তাদের কাজেই তারা ব্যস্ত। কোন কথাবার্তা নেই মুখে। এ ওয়ার্ডের অনেকেই আধা পাগল, পুরা পাগল হয়ে যেতো। চাঁদপুরের রৌশন কামালের চাচা, হান্নান এ ওয়ার্ডে থেকেই পাগল হয়ে বেরিয়েছে। আজও সে পাগল—বদ্ধ পাগল।

তেতুল ও চিনি এভাবে অপচয় হচ্ছে দেখে আমি কেরানী আবদুল মজিদ সাহেবের সাথে পরামর্শ করে তেতুল চিনির সমপরিমাণ মূল্যের অতিরিক্ত খাবার যোগাতে শুরু করলাম। এসব ব্যাপারে মজিদ সাহেবের সহযোগিতা আমি ভুলতে পারবোনা। এ সময় বেশী লাভের উদ্দেশ্যে কোন কোন কনট্রাক্টর সরবরাহের নিমিত্ত তাদের জন্য বরাদ্ধ মাল জেলখানায় সাপ্লাই দিতে চাইত। যেমন চিনি দিয়ে পায়াশ করা হতো। কারণ সে সময় চিনির চেয়ে গুড়ের কনট্রাক্ট রেট ছিল বেশী। আর বাজারে গুড়ের দাম ছিল খুবই কম। কাজেই গুড়ের কনট্রাক্টর গুড় সাপ্লাই করার জন্য তদবির চালাতে লাগলো। এক পর্যায়ে সে কেরানী মজিদ সাহেবকে ধরলেন। তিনি জানালেন জেল ইনমেটদের ইনসার্জ গুড় সাপ্লাই না নিলে জেল-কতৃপক্ষের তা দিবার উপায় নেই। আর এখন যিনি জেনারেল কিচেনের ইনচার্জ তাকে তো কিনবার উপায় নেই। এখানে কেরানী সাহেব আমাকে প্রভাবিত করতে পারলে নিজেও উপকৃত হতে পারতেন। কিন্তু এ অশুভ প্রভাব বিস্তারের চেষ্ঠা তিনি করলেন না।

www.pathagar.com

সাধারণ ক্ষমা প্রসঙ্গে

দিনে থাকি কাজ কাম নিয়ে ব্যস্ত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে পরিচিত ভাইদের সাথে দেখা সাক্ষাত আলাপ আলোচনার প্রশান্তিতে ভরে থাকে মন। রাতে লক আপের পর বিভিন্ন প্রোগ্রামে মগ্ন থাকি। কারাগারে আছি বলে মনে কোন দুঃখ এবং বাইরের জগত সম্পর্কে তেমন কোন উৎসাহ নেই। তখন ১৯৭৩ সন বয়ে শেষ হয়ে আসছে। রাজনীতি সজাগ সিপাহী জমাদার সুবেদারদের সাথে তখন আলাপ জমতো অন্তরঙ্গভাবে রাজনীতি ও রাজনৈতিক ধারা সম্সর্কে। সুবেদার আবদুল ওয়াহেদ মৃধা জমাদার ইনচার্জ ইসহাক সহ অনেকেই তখন শেখ মুজীবেরর "সাধারণ ক্ষমার" কথা বলতেন তারা নীতিগতভাবেই শেখ মুজবিবের ভক্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর উদারতার দৃষ্টান্ত ও দিয়ে কলারোটের এ্যাক্টে আটক ও সাজাপ্রাপ্ত লোকদের ছেড়ে দেবার কথা তারা আন্দাজ অনুমান করে বলতেন।

সম্ভবতঃ ১৯৭৩ সনের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে সকালে জমাদার ইনসার্জ ইসহাক ডিউটিতে এসে খুবই উদ্দীপনা সহকারে সকালের খবরে প্রচারিত শেখ মুজিবের 'সাধারণ ক্ষমা, প্রদর্শনের ঘোষণার কথা শুনালেন। জেলখানায় তখন আন্ডার ট্রয়াল প্রিজনার সহ সাজাপ্রাপ্তদের অধিকাংশই ছিলেন কলাবোরেটর এ্যাক্টে অভিযুক্ত লোক। মুহূর্তের মধ্যে গোটা কারাগারে ছড়িয়ে পড়লো খবর। মৃদু গুঞ্জরণ শুরু হয়েছে। চারিদিকে। জেল গেটে (অফিস) গিয়ে ঘটনার সত্যতা যাচাই করেও তা-ই শুনা গেলো। সকাল ১০ টার দিকে সংবাদ পত্রের মাধ্যমেও খবরের সত্যতা সম্পর্কে নিসন্দেহ হওয়া গেল। এদিকে আটক বন্দীদের আত্মীয় স্বজনের ভীড়ও জমতে লাগালো জেল গেটের ভিতরেও বাইরে। তারাও স্ব স্ব লোকদের নিকট সাধারণ ক্ষমার শুভ সংবাদ পাঠাতে থাকলো বিরামহীনভাবে। ক্ষমার মধ্যে যে সব 'ধারা' সংযোগ হয়নি সেগুলো ব্যতিক্রম হিসাবে পত্রিকায় উল্লেখ করে দিল। ম্যান্টাল এরিয়ার দশ সেলে তখন থাকতেন গভর্ণর মালেক মন্ত্রি সভার প্রায় সব কয়জন মন্ত্রী। জনাব আব্বাস আলী খান ছাড়া জনাব মাওলানা এ, কে, এম ইউসুফ, জনাব এ, এস, এম সোলয়েমান ও জনাব এডভোকেট মুজিবুর রহমানসহ সকলেই থাকতেন হাইয়ার ক্লাশিফিকেশন নিয়ে এ সেলে। তাদের সাথে দেখা করলাম। হর্ষোৎফুল্য চেহারা সকলেরই। সকলের মুখে একই কথা একই আলোচনা।

www.pathagar.com

খবরের কাগজে প্রকাশিত ক্ষমাকৃত ধারার মধ্যে ৩৬৪ ধারাও সন্নিবেশিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে আমার শাস্তি হয়েছিল এ ধারায়ই। কিন্তু আমার মনে কেন জানি একটা সন্দেহই সংশয়ের ভাব জাগ্রত হয়। আমার শাস্তি বাড়িয়ে ফাঁসি অথবা যাবজীবনের বিল জাতীয় সংসদে পাশ করে হাইকোর্টে রিভিশন কেস দায়ের করা হয়েছে। এমন জঘন্য কেসের ধারা সাধারণ ক্ষমার আওতায় অন্ততঃ আমার কারণে পড়তে পারে না বলে আমার মনে সন্দেহ আস্তে আস্তে ঘনীভূত হতে লাগলো। কারণ আমার মত একজন নগণ্য নির্দোষি লোককে ফাঁসাবার জন্য কত ছল চাতুরী, বাহানা সহ জাতীয় সংসদে আলোচনা এমন কি বিলও পাশ হলো। আমি আমার মনের এ গোপন সন্দেহটা শ্রদ্ধেয় এডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেবের কাছে প্রকাশ করলাম। তিনি একজন আইনজ্ঞ। তাছাড়াও আত্মীয় সূত্রে 'নানা সম্পর্ক'। নানা-নাতি হিসাবে কিনা অন্য কারণে জানিনা তিনি একটু আদরও করতেন আমাকে। আমার কথা শুনে তিনি তেড়ে উঠলেন। বললেন, "মাওলানা! এত সন্দেহ প্রবণ হওয়া ঠিক নয়। ধারা উল্লেখ করে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা হয়ে গেছে। পত্র-পত্রিকা সহ সব প্রচার মাধ্যমে সারা বিশ্বে খবর ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় আর সন্দেহ প্রকাশের কি কারণ থাকতে পারে?" ধমক খেয়ে আমি থামুশ হয়ে গেলাম। এ কথার বিপক্ষে দাঁড় করাবার মত কোন যুক্তি আমার কাছে নেই। কিন্তু এরপরও সন্দেহ রয়েই গেল আমার মনে। এ অব্যক্ত সন্দেহ মনে নিয়ে একজন জেলখানা রাইটারের প্রতীক—জেনারেল কিচেনের হিসাবের খাতাটা বোগলদাবা করে, মেণ্টাল এ্যিরিয়ার দশ সেলের এডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেবের রুম থেকে বেরিয়ে এলাম। আসতে জনাব মাওলানা এ, কে, এম, ইউসুফের সাথেও ওই দশ সেলের অন্য রুমে দেখা করে আসলাম। কিন্তু তাঁর নিকট মনের গোপন সন্দেহের কথা প্রকাশ করতে সাহস পেলাম না।

ডিসেম্বরের প্রথম থেকেই সাধারণ ক্ষামার ঘোষণা অনুযায়ী কিছু কিছু লোককে মুক্তি দেয়া শুরু হলো। দেখতে দেখতে বেশ কিছু লোক বেরিয়ে গেলেন। এমন কি আমার শাস্তি প্রাপ্ত ৩৬৪ ধারারও কিছু লোক মুক্তি পেয়ে জেল থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমার নিজস্ব লোকদের পাঠানো কিছু সংবাদও এমন পাওয়া গেলো বুঝা গোলো, আমরা 'সাধারণ ক্ষমার' আওতাভুক্ত হয়ে মুক্তি পাচ্ছি। তখন মনে উত্থিত সন্দেহের নিরসন ঘটে। এবার কারার অক্টোপাশ থেকে মুক্ত হতে যাচ্ছি; মনে এমন ভাবের উদয় হলো।

ডিসেম্বরের ১৬ তারিখে বিজয় দিবসের আগে আগে ক্ষমা প্রাপ্তদের ছেড়ে দেয়া হবে। দলমত নির্বিশেষে সব লোকই যেন এ বারকার বিজয়

www.pathagar.com

উল্লাসে যোগ দিতে পারে—এমন ধরনের ছিল প্রচারণা। বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দসহ মালেক কেবিটেনের প্রায় সকল মন্ত্রীই মুক্তি পেয়ে গেছেন। এ সময় যে সব ধারার অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শনের আওতাভুক্ত করা হয়নি, একই সাথে তাদেরও মুক্তির দাবী জানিয়ে সরকারে নিকট একটি স্মারক লিপি পেশ করার জন্য নেতৃবৃন্দের নিকট অনুরোধ জানাই। কলাবোরেট এ্যাক্টে বিচারাধীন বন্দী ও সাজা প্রাপ্তদের সকলকে একত্রে ক্ষমা না করলে ও মুক্তি না দিলে দল নেতারা কারাগার থেকে বের হবেন না 'সাধারণ ক্ষমা' গ্রহণ করবেন না এ ছিল অনুরোধের সারমর্ম। ধারনা ছিল এমন দাবী যদি নেতৃবৃন্দ বুকের পাটা শক্ত করে পেশ করতে পারেন, তাহলে সরকার হয়ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুখ রক্ষা করার জন্য তা মেনে নিতেও পারেন। কিন্তু এ পরামর্শের প্রতি কেউ লক্ষ্য আরোপ করার সুযোগ পাননি। বরং ডি, সির অফিসে নিজ নিজ লোকদেরকে দিয়ে তদবির করিয়ে বন্ড সই করে কার আগে কে বের হবেন সে গোপন প্রতিযোগিতাই চললো শান্তভাবে। জনৈক নেতাতো আমাদের প্রস্তাবের পাল্টা যুক্তি প্রদর্শন করে বললেন, "আমরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়েই বরং বাকীদের মুক্তির ব্যাপারে তদবির চালাতে পারবো।" মুক্তির পর তাদের কাউকে এ তদবীর করতে এমনকি কোন খোঁজ খবর নিতেও দেখা যায়নি।

১৬ ই ডিসেম্বরের আগ পর্যন্ত নেতৃবৃন্দের আর কেউ জেলখানায় অবশিষ্ট রইলেন না। রয়েছেন তারা যারা নেতাদের হুকুম পালন করে কাজ করে, রাজনৈতিক মর্যাদা হারিয়ে মানবতার জীবন যাপন করছেন জেল খানায় বিভিন্ন জঘন্য ও মিথ্যা ধারায় সাজাপ্রাপ্ত হয়ে। এদেরে ক্ষমার আওতায় ফেলা হয়নি। আর এমন কিছু লোকও রয়ে গেলেন যারা পূর্ব ঘোষনা অনুযায়ী ক্ষমার আওতায় পড়েছেন কিন্তু তারা মুক্তির আদেশ পাননি। কোর্ট থেকে আদেশ আসবে এ আশায় তারা সকলেই জেলগেটের দিক তাকিয়ে ছিল। বিকালের পর শুনা গেল, কে, কে, এখনো রিলিজ পাননি তা সরে জমীনে তদারক করার জন্য কোর্ট থেকে লোক আসবেন। এবার সে আশায় প্রহর গনা হচ্ছে। এলেনও কোর্ট থেকে কয়েকজন ম্যাজিষ্ট্রেট সহ তৎকালীন সেপসাল পি পি জনাব খন্দকার মাহবুব হোসেন ট্রাইবুনাল কোর্টে আমার বিপক্ষ দলীয় উকিল (পি পি)। তারা সর্ব শেষ বারের মত ক্ষমাপ্রাপ্ত আরো কিছু লোক রিলিজ দিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যার দিকে তারা যখন চলে যাচ্ছিলেন একজন ম্যাজিষ্ট্রেটসহ পি, পি সাহেবকে আমার পরিচয় দিয়ে ৩৬৪ ধারার অভিযুক্ত ও অপরাধীদের 'ললাট লিখন' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। কারণ এ ধারার তখনো অনেক

www.pathagar.com

লোক জেলে রয়ে গেছে। অথচ এ ধারটিও ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অত্যন্ত ধরা গলায় বললেন, "এ ধারার ব্যাপারে" সরকার stay order (আদেশ রহিত) করে দিয়েছেন। পি, পি সাহেব মৃদু হেসে বললেন, এসব রাজনৈতিক ব্যাপার। তবে আগ-পর আপনারা একদিন সকলেই বেরিয়ে যাবেন। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, এ ধারার অভিযুক্ত ও শাজাপ্রাপ্ত বেশ কিছু লোক তো এ কয়দিনে বেরিয়ে গেছেন। জবাব দিলেন, যারা বের হতে পারেননি stay order (আদেশ রহিত) এর প্রেক্ষিতে আবার বিবেচনা করার আগে আর কেউ বেরুতে পারবেন না।"

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ভাগ্যের কথা ভাবলাম। খুবই মনোপীড়া অনুভব করলাম। এ রাতটি আমার বিনিদ্র কাটলো। বলতে গেলে জেল জীবনে এ রাতটির মত কঠিন রাত আমার আর কোনদিন কাটেনি। ক্ষমা ঘোষণার পর থেকে উত্থিত আমার মনের সন্দেহেরই বাস্তবায়ন ঘটলো। তখন জনাব এডভোকেট মুজিবুর রহমান—আমার নানা সাহেব জেলে ছিলেন না। তাই তার কাছে মনের কোন ক্ষোভও প্রকাশ করতে পারিনি। আসলে তাড়াতাড়ি জেল থেকে বেরুতে পারবোনা—এ ধারণা পোষণ করেই শান্ত সমাহিতভাবে এক ধারায় এখানকার দিনগুলু অতিবাহিত করে চলছিলাম। এ ধারার ছেদ ঘটালো 'ক্ষমা ঘোষণায়'। সন্দেহ ছিল ৩৬৪ ধারা বোধহয় আমার জন্যই রহিত হয়ে যাবে। তাতেও মুরব্বিরা রাগ করলেন সন্দেহ প্রবনতা দেখে। এখন আমার সন্দেহই ঠিক হলো। অভিমান হলো আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের উপর। তারা যদি রিলিজের জন্য তদবির করতেন তাহলে তো হুকুম রহিত হবার (stay order) আগেই বেরুতে পারতাম। কিন্তু পরে তাদের তরফ থেকে ব্যাখ্যা এলো—আগ থেকেই এ মামলাটির প্রতি সরকারের কুপ দৃষ্টি অনুভব করেই আমরা রিলিজ তাড়াতাড়ি করার তদবিরে হাত দেইনি। পাছে আবার কোন কিছু উঠে যায়। মানুষ ভাবে এক আল্লাহ করেন আর এক। সেদিন রিলিজ হয়নি হয়েছি আরো আড়াই বছর পর হাই কোর্টের আদেশে বেকসুর খালাস পেয়ে।

পঞ্চায়েত প্রথায় নির্বাচন

জেলার শামসুর রহমান সাহেব খুব ধার্মিক লোক ছিলেন না। কিছু কিছু দোষের কথাও তার শুনা যেতো। জেলে আমার প্রথম এ্যারেষ্টের সময় তার কিছু ভ্রুকুটি পূর্ণ কথাও শুনেছি। আর তখন এটা স্বাভাবিকও ছিল।

www.pathagar.com

তখন তিনি ডিপুটি জেলার। ১৯৭২ এর সম্ভাবতঃ অগাষ্টের দিকে পদোন্নতি পেয়ে এখানেই তিনি জেলার হলেন। তার মধ্যে মানবতা ও উদারতা ছিল। সততা ভঙ্গের কোন কথা আমি কখনো শুনিনি। কয়েদী জীবনের প্রথম থেকে তার সহযোগিতা পাওয়া গেছে। ডিসেম্বরের প্রথম ভাগে তৎকালীন কুমিল্লার আমীর (বর্তমানে গাজীপুর) শেখ নুরুদ্দীনকে লিখা আমার একটা লম্বা চিঠির রাফ কপি সাপ্তাহিক-চেকিং এর দিন সি, আই ডি, মনিরের হাতে ধরা পড়লো। ১/২ খাতার (ওয়ার্ড) দোতালায় ৩নং রুম চেক করতে গিয়ে নোয়াখালীর আবুল হোসেন মাহমুদের একটি বইয়ের ভিতর থেকে তারা তা উদ্ধার করে। ফেয়ার কপি পোষ্ট করার জন্য তাড়াহুড়া করে চলে যাই। রাফ কফিটা নষ্ট করে ফেলার জন্য ছোট ভাই আবুল হোসেনের হাতে দিয়ে যাই। চিঠিটি নাকি নষ্ট করতে তার মন তাকে দেয়নি। তাই—এ বিপাক। দীর্ঘ এ চিঠিটি ছিল কোরান হাদিসের অনেক উদ্ধৃতি সম্বলিত। এর ফেয়ার কপি বহু আগে চলে গিয়ে থাকলেও রাফ কফিটি নিয়ে জেলখানায় সৃষ্টি হলো বড় চাঞ্চল্যের। উদ্ধৃতি গুলো জেল কর্তৃপক্ষের মনকে সন্দীগ্ধ করে তুললো বেশী। কিন্তু চিঠির মালীকানা কেউ স্বীকার করলো না। বইয়ের মালীকানা কেউ স্বীকার করেনি বলে নির্দিষ্ট করে কাউকে চিঠির জন্য অভিযুক্ত করতে পারা গেলোনা। মর্ম উদ্ধারের জন্য বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো। সন্দেহ করে করে প্রতিদিন বিকালে জেল খানায় বিভিন্ন বিভাগ থেকে লোক ডেকে এনে কেস টেবিলে জিজ্ঞাসাবাদ করে। যাদেরে আনা হয় তারা সবই আমাদের লোক। মূল ব্যাপারটি জানা থাকলেও তারা যে তা লিখেননি এ কথা তো সত্য। এদের মধ্যে আবুল হোসেন, কাপাসিয়াপ প্রফেসার কামরুজ্জামান (তখন ছাত্র) সহ অনেককে জড়িত করা হয়। প্রত্যেক দিন বিকালে কেস টেবিলে তাদের এ হয়রানি দেখে কাউকে কিছু না বলে আমি সুবেদার আব্দুল কাদেরকে ব্যাপারটি খুলে বললাম। এমন একটি রহস্যজনক চিঠির সূত্র উদ্ধাবন হওয়াতে সুবেদার আব্দুল কাদের আনন্দে জেলারকে জানাবার জন্য অফিসে চলে গেলেন। সাথে সাথে ডাক পড়লো আমার। গেলাম শামসুর রহমান সাহেবের অফিসে। আমি স্বীকার করলাম—চিঠির কথা যে সব অংশ তারা পড়তে ও বুঝতে পারেনি আমাকে দিয়ে পড়িয়ে বুঝে নিলেন। ২/৩ জন ডিপুটি জেলার তখন এখানে উপস্থিত। জেলার সাহেব আমাকে নিয়ে ডি, আই, জি, আউয়াল সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করলেন। "জানালেন স্যার খালেক সাব স্বীকার করেছেন এ চিঠিটি তার।" তিনি মুচকী হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কি দরকার এসব চিঠি লিখার। শিক্ষা মূলক যে সব কাজ করছেন তা তো ভালো। বাইরে লিখে এসব জানিয়ে লাভ কি?" হেসে হেসে আমি বললাম. "তাতেও আছে একটা তৃপ্তি। আমার হিষ্ট্রি টিকেটটা হাতে নিয়ে ডি,আই, জি,

www.pathagar.com

সাহেব লিখছেন আর আমাকে বলছেন,—"যান ৭দিন সেলে থেকে লেখাপড়া করে আসুন। আপনারা তো পড়ুয়া লোক। সেলের বাইরে লেখাপড়ার সুযোগ কম।" মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। আমাকে সাথে করে বেরিয়ে আসতে আসতে জেলার সাহেব বললেন—সুন্দর ভাবে কাজ কর্ম করে স্মুথলি জেল খেটে যান। আমার সাহায্য পাবেন। অভ্যন্তরীন অপরাধের প্রথম শাস্তি ৭দিন ২৭ সেলের এক প্রকোষ্টে কাটিয়ে আসলাম। এখানেই নতুন ভর্তি সিপাহী টাঙ্গাইলের আব্বাসের সাথে সন্ধ্যায় লকআপের পর প্রথম পরিচয় হয়। প্রথম পরিচয়েই সহযোগিতার আভাষ পাই। যতদিন জেলে ছিলাম তার সহযোগিতা ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

১৯৭৫ সনে সেপ্টেম্বরের দিকে শেখ মুজিবের এক দলীয় শাসন প্রর্বতন ও তা পাকাপোক্ত করার জন্য ৬১ জন গভর্ণর যখন নিযুক্তির ব্যবস্থা করছিলেন তখনকার দিনের কথা। জেলার শামসুর রহমান সাহেব সুপারিন্টেনডেন্ট হয়ে সিলেট বদলী হয়েগেলেন। এখানে এলেন জেলার আমিনুর রহমান সাহেব। তিনি খুবই ধার্মিক। জমাদার ইনসার্জ ইসহাক মিঞা আমাকে ঠাট্টা করে বলতেন—এবার জামায়াতে ইসলামীর জেলার এসেছেন। এখনো পরিচয় হয়নি। কিন্তু খুশী হলাম। পাঁচ বেলা জামায়াতে চক মসজিদে নামাজ আদায় করেন। এমন কি চক মসজিদে জামায়াতে ফজরের নামজ আদায় করে টুপি মাথায় সকালের রাউন্ডে জেলে ঢুকতেন। বন্দীদেরকে নামাজ পড়ার জন্য তাগীদ করতেন। কায়মনো বাক্যে নামাজ পড়লে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে আশ্বাস দিতেন। বড় চুলওয়ালা গোপওয়ালা লোক দেখলে নাপিত ডেকে কেস টেবিলে চুল কেটে দিতেন। সকালে চুলের ঢিপি বনে যেতো কেস টেবিলে। একদিন বিকালে রসদ গুদামে তার সাথে প্রথম দেখা। জেলখানার সিষ্টাচার অনুযায়ী কোন অফিসারকে দেখলে ও 'এটেনশন' শব্দ শুনলে সলককে বসে যেতে হয়। জেলার সাহেবকে নিয়ে ঢুকার সময় মুধার এটেনশন শব্দ শুনে একটা টেবিলে বসা হতে নেমে দাঁড়িয়ে রইলাম। মুধার নিকট আমার পরিচয় নিলেন তিনি। শুনলাম, মুধা চলছেন, "উনি জেনারেল কিচেনের রাইটার; ভাল মানুষ।" জেলার সাহেব বললেন, "ভাল মানুষের দরকার নেই। চৌকা হতে সরিয়ে দিন।" মুধা আবারও বললেন, "স্যার ডি, আই, জি সাহেব ওনাকে চৌকায় রেখেছেন। চৌকা খুব সুন্দর চলে।" এসব কথা বলতে বলতে তারা ফিমেল ওয়ার্ডে ঢুকলেন। আমরা কাজ সেরে ফিমেল ওয়ার্ডের পাশ দিয়ে যাবার সময় আরার তাদের সাথে আমার মুখোমুখি দেখা। সে সময় আমার মাথার চুল দাঁড়ি বেশ বড় বড় ছিল। আমাকে

www.pathagar.com

দেখেই তিনি বলে উঠলেন,—"আমার মাথায় চুল এত বড় কেন? জবাবে বললাম, "সার এগুলো হাইজাকার লাইক চুল নয়। বাবরী চুল।" আর কিছু বললেন না তিনি।

পরের দিন গুদামে যাবার পর কথাচ্ছলে মজিদ সাহেব বললেন,—কি খালেক সাহেব আমাদের জেলার সাহেব আপনার উপর খ্যাপা কেন?" কথাগুলো বলে তিনি মুচকি মুচকি হাসছেন। সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে বললাম, আমি তো কিছু জানি না। গতকাল বিকালেই তো মাত্র তার সাথে দেখা। কালকের কথাগুলো তাকে শুনালাম।"

এর দুই তিন দিন পরে চৌকার নির্দ্ধারিত কাজ সেরে কেস টেবিলের পাশ দিয়ে যাচ্ছি ২৬ সেলের দিকে—আমার নিবাসস্থল। মরহুম মশিয়ুর রহমান (যাদু মিঞা), জনাব আলি আহাদ, মাওলানা আবদুল মতিন, মেজর জয়নুল আবেদীন, জাতীয় শ্রমিক লীগ ও লাল বাহিনী প্রধান আবদুল মন্নান, রহুল আমীন ভুঞা, ডক্টর আখলাকুর রহমান, জাসদের নগর সভাপতি মেসবাহ উদ্দিন, খায়রুল কবির, সেভেন মার্ডার কেসের ইমতেজ কোরাইশী রঞ্জু, নোয়াখালী জিলায় আওয়ামী লীগ নেতা নুরুল হক সি, এস, পি, এইচ, টি, ইমাম সি, এস, পি, আসাদুজ্জামান, নুরুদ্দীন প্রমুখদের সাথে তখন থাকতাম এ সেলে।

আমার ডিভিশন না থাকলেও এ সব নেতারা ডি, আই, জি সাহেবকে বলে আমাকে আন অফিসিয়াল ষ্টেটাস দিয়ে ২৬ সেলে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এ সময়ে আমাকে বেশী কাজ করতে হতো না। লেখা পড়াসহ রাজনৈতিক দাওয়াত হতো বেশী। লেখা পড়ার উদ্দেশ্যে সম্ভবতঃ ১১টার দিকে যাচ্ছি ওদিকে, এমন সময় কেস টেবিল থেকে ডাক দিলেন সুবেদার সাহেব। গেলাম তার কাছে। বললেন, "ডি, আই, জি, সাহেব সহ অফিসাররা ভেতরে আসছেন। আজ পঞ্চায়েতী নির্বাচন হবে।" পঞ্চায়েত প্রথা জানতাম না। তিনি বুঝালেন, "স্বাধীনতার সময় কারাগার থেকে সব লোকজন চলে যাবার পর এ প্রথার অবলুপ্তি ঘটে। আর এখন পর্যন্ত তা চালু হয়নি। আজ ডি, আই, জি সাহেব পঞ্চায়েত প্রথাচালুর জন্য নির্বাচন ঘোষণা করেছেন।" কয়েদীরাই শুধু ভোটার। তাদের ভোটে যিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন সাধারণ রন্ধনশালাসহ ইনমেটদের তরফ থেকে সব কিছুর দেখা শুনার দায়ীত্ব তারই থাকবে।

২৬ সেলে চলে গেলাম। গোটা জেলখানায় যাই যাই রব। অল্প সময়ের মধ্যে সব কাজ বন্ধ করে কনভিকটেড আসামীরা কেস টেবিলের সামনে ১/২ খাতার প্রসস্ত বারান্দায় এসে জড়ো হলো। ডি, আই, জি, কাজী আবদুল

www.pathagar.com

আউয়াল সাহেব ডি, এস, জেলার, ডিপুটী জেলারের দলবল সহ কেস টেবিলে এসে পেঁছলেন। আমিও কেস টেবিলের পশ্চিমে পেছনের দিকে এসে দাঁড়ালাম। শুধু ডি, আই, জি, সাহেব বসা। যেহেতু চেয়ার একখানা। ৪ জনের সারি ধরে বসা কয়েদীরা সামনে। ডি, আই, জি, সাহেব বক্তৃতা করছেন। পঞ্চায়েত সিষ্টেম কি—কি এর দায়িত্ব কি এর উপকারিতা কিভাবে এ দায়িত্ব চালাতে হবে। কোন ধরনের লোককে নির্বাচিত করতে হবে—এর উপর এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করলেন। তাঁর বক্তৃতার একটি অংশ আজও আমার মনে আছে। কোন ধরনের লোককে নির্বাচিত করতে হবে এ প্রসঙ্গে তিনি বললেন,—"আপনাদের মূল সমস্যা খাদ্যের সমস্যা। এ প্রথায় যে ব্যক্তি পঞ্চায়েত কমিটির চেয়ারম্যাম নির্বাচিত হবেন তাকে এ সমস্যার উপরই গুরুত্ব দিতে হবে বেশী। আপনারা ভোট দেবেন একজন সৎ মানুষকে। যিনি শিক্ষিত হবেন। হিসাবপত্র বুঝবেন। রাজনৈতিক দিক দিয়ে সজাগ সচেতন হবেন—কিন্তু জেলখানায় রাজনীতি করবেন না।" তাঁর বক্তৃতা শেষে জেলার আমিনুর রহমান সাহেব আরো উচ্চস্বরে বড় সাহেবের বক্তৃতার ব্যাখ্যা করে পঞ্চায়েত প্রথা বুঝিয়ে দিলেন। এর পর ডি, আই, জি, সাহেব বললেন "আজ শুধু চেয়ারম্যান নির্বাচন হবে। কমিটি হবে পরে। কাজেই কোন প্যানেল পেশ না করে আপনারা প্রস্তাব সমর্থনের মাধ্যমে সংক্ষেপে কাজ সেরে নিতে পারেন। আপনারা আমার বর্ণনা অনুযায়ী আপনাদের মধ্য হইতে চেয়ারম্যানের জন্য একজন সৎ ও যোগ্য লোকের নাম প্রস্তাব করতে পারেন।"

এ কথা শুনে শেরপুরের কনভিকটেড আসামী নায়েব সাহেব (মরহুম আবুল মনসুর সাবের আত্মীয়) আস্তে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি পঞ্চায়েত কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে জনাব মাওলানা আবদুল খালেকের নাম প্রস্তাব করছি।" ডি, আই, জি, সাহেব তখন আর কোন পাল্টা প্রস্তাব আছে কি না জানতে চাইলেন। কোন প্রস্তাব এলো না। ক্ষণিক চুপ থাকার পর তিনি আবার উল্টাভাবে জিজ্ঞেস করলেন "এ প্রস্তাবিত নামের বিপক্ষে কারো কোন মতামত আছে কি না।" তাতেও কেউ কোন কথা বললো না। এবার তিনি চেয়ারে একবার নেড়েচেড়ে বসে বললেন—"যদি আপনাদের আর কোন প্রস্তাব না থাকে তাহলে প্রস্তাবিত ব্যক্তির পক্ষে আপনারা হাত উঠিয়ে আপনাদের সমর্থন ব্যক্ত করুন।"

উপস্থিত কনভিকটেড ভোটাররা সকলে দুই হাত উঁচু করে তাদের সমর্থন ব্যক্ত করলেন। এবার ডি. আই, জি, সাহেব ঘোষণা দিলেন, তাহলে আপনাদের প্রস্তাব ও সমর্থনের প্রেক্ষিতে 'জেল কোড' অনুযায়ী পঞ্চায়েত

www.pathagar.com

কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন মাওলানা আবদুল খালেক। আজ থেকে তিনি আপনাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি। তাকে সকল প্রকার সহযোগিতা করা আপনাদের কর্তব্য। নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আপনাদের সুযোগ সুবিধা ও অধিকার আদায়ের দায়িত্ব তার। যদি এ দায়িত্ব পালনে তার কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে তাহলে আমাকে জানাবেন। আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো।" আজ এখানেই আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হলো।

অনুষ্ঠান শেষ হবার ঘোষণার সাথে সাথে হেট্রিক প্রাপ্ত খোলোয়াড়ের মত আমাকে কাঁধে করে কয়েকজন কয়েদী ১/২ খাতা হতে জেনারেল কিচেন পর্যন্ত ঘুরায়ে আনলেন। আমি লজ্জায় মাথা নত। আল্লার হাজার শুকর আদায় করলাম। যাবার সময় জেলার সাহেব ডি, আই, জি সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বললেন, স্যার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিয়োগ করলেন ৬১ জন গভর্ণর। আর আমরা নিয়োগ করলাম ১ জন গভর্ণর। এর পর থেকে জেলার আমিনুর রহমান সাহেবের সহযোগিতায় আর কোন অভাব ঘটেনি। বরং পাওনার চেয়েও তিনি বেশী সহযোগিতা করেছেন আমাকে। শ্রদ্ধা করতেন ভালবাসতেন যথেষ্ট।

অবলুপ্ত এ পঞ্চায়েত প্রথা আবার কেন চালু করতে গেলেন ডি, আই, জি, সাহেব তার প্রকৃত কারণ জানি না। নির্বাচিত প্রতিনিধি হবার আগেও তো এ কাজই আমি করেছি। একথা প্রসঙ্গে কেরানী আবদুল মজিদ সাহেব একদিন বলেছেন, "এতদিন যা করেছেন আন-অথারাইজড করেছেন। যে কোন সময়ই এ কাজ থেকে আপনাকে সরায়ে দেবার সুযোগ ছিল। নির্বাচনের পর অথারাইজড হয়ে গেলেন। নির্বাচন ছাড়া আপনাকে আর কেউ সরাতে সুযোগ পাবে না। সাজা প্রাপ্ত হয়ে ১৯৭২ এর জুলাই মাসে জেনারেল কিচেনে কাজ পাশ হবার পরও এভাবে একদিন আল্লার অপার করুণায় ডি, আই, জি, সাহেবের অপ্রত্যাশিত ও অভাবিত হস্তক্ষেপের কারণে জেলের সবচেয়ে কষ্টদায়ক জেনারেল কিচেনকে আল্লাহ আমার জন্য গুলজার বানিয়ে দিয়েছিলেন।

১৯৭৫ সনের আগষ্টের পট পরিবর্তনের পর খন্দকার মোশতাক আহমদ এলেন ক্ষমতায়। আওয়ামী লীগের চার নেতাসহ অনেকেই নিক্ষিপ্ত হলেন জেলে। আবার খালেদ মোশাররফ করলেন অভ্যুত্থান। আওয়ামী চার নেতা নিহত হলেন জেলে। সিপাহী জনতার সম্মিলিত বিপ্লবের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান এলেন ক্ষমতায়। এ ডামাডোলের মধ্যে কোন রোষের শিকারে পরিণত হলেন জেলার আমিনুর রহমান সাহেব। ১৯৭৬ সনের

www.pathagar.com

প্রথম দিকে কোন এক সন্ধ্যায় তাৎক্ষণিক ভাবে চার্জ বুঝিয়ে দিতে হলো অন্যের কাছে তাকে।

তিনি বদলী হলেন দূর দূরান্তরে দিনাজপুরে। পরের দিন ভোরে লক আপ খোলার আগেই একজন সিপাহী জেলার সাহেবের বল বলে আমাকে নিয়ে গেলেন অফিসে। দেখি আমিনুর রহমান সাহেব লুঙ্গী পরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখেই কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে উঠলেন, আমাকে ষ্টেন্ডবাই বদলী করে দেয়া হয়েছে। কাল রাতেই চার্জ বুঝে নেয়া হয়েছে। দোয়া করবেন যেন পরিবার পরিজন নিয়ে আল্লাহ মান ইজ্জত সহকারে আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন। তাঁর জন্য আমারও দুঃখ হলো। দোয়ার আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিয়ে তার থেকে বিদায় হলাম। তাঁর সাথে আর দেখা হয়নি।

ধর্মের প্রতি অনুরাগ স্বভাবজাত

এ দেশের মাটি বিশ্বের যে কোন দেশ হতেই ধর্ম-উর্বর। কাজ করুক আর না করুক তারা বিশ্বাসী। ধর্মের বিরুদ্ধে কোন অসমানজনক কথা কোন মুসলমানই সহ্য করতে পারেনা। যদিও ধর্ম নিরপেক্ষতা সহ চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির দাবীতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি ও আন্দোলনও চলেনি তবু বাংলাদেশ অস্তিত্বে আসার পর ধর্মদ্রোহীরা পরিবেশ পরিস্থিতিগত কারনে আশকারা পেয়ে যায় বেশী। যারা সোচ্চার হতো, প্রতিবাদ করতো তারা পলাতক। আর যারা সমাজ দেহের মাজেই আছেন অথচ ধর্মদ্রোহীতাকে ঘৃণা করেন তারা ধর্ম দ্রোহীদের আস্ফালনের সামনে লাচার। সহায় সম্বলহীন। এ সুযোগে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বিশেষ করে ১৯৭৩—৭৪ এর দিকে আত্মপ্রকাশ ঘটলে কিছু ধর্মদ্রোহী বেঈমানের। যারা আল্লাহ ও রাসুলের বিরুদ্ধে অপমানজনক মিথ্যা লেখালেখি শুরু করে দিল। ধৈর্যের ও সীমা আছে। এদের আস্ফালন যখন ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলো তখন এ লাচারের দলেরাও সোচ্চার হয়ে উঠলো। কুখ্যাত প্রফেসার এনামুল হক, মুসলিম নামে কবি দাউদ হায়দার। আল্লাহ রাসুলের বিরুদ্ধে কলম ধরলো ও কবিতা লিখা শুরু করলো; তখন বাংলাদেশের আপামর মুসলিম জনসাধারন ও দামাল ছেলেরা এ অপমান সহ্য করতে পারেননি। রুদ্র রোষে তারা ফেটে পড়েছেন সর্বত্র। প্রতিবাদ করে নেমে পড়েছেন ঘর থেকে পথে হাটে মাঠে ময়দানে। আল্লাহ ও রাসুলের ব্যাপারে সব সংকির্ণতার উর্দ্বে উঠে দলমত নির্বিশেষে (সমাজতন্ত্রীরা ছাড়া) সব হয়েছে এক দেহে লীন।

www.pathagar.com

মুসলিম জনতার এ রুদ্র রোষে বাধ্য হয়ে তাদেরই লালনকারী সরকার শেখ মুজিব তাদের কারাগারের নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠাতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু সেখানেও তারা নিরাপদ আশ্রয় পায়নি। জেলে প্রবেশ করার সাথে সাথেই সাধারন কয়েদী হাজতীরা দাউদ হায়দার ও এনামুল হকের নামে ক্ষীপ্ত হয়ে উঠে। পত্র পত্রিকার মাধ্যমে আগেই ঘটনা জানা জানি হয়ে গিয়েছিল কারাগারে। কেস টেবিলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিক থেকে লোকজন এসে ঘিরে ফেললো তাদেরে। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন উক্তিতে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে হায়দার—এনাম। তোদের আজ নিস্তার নেই'' গর্জে উঠলো একজন। আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলা রাসুলকে 'তুখ্‌খোর বদমাশ' বলা (নাউজুবিল্লাহ) এখানে থাকতে এসেছিস ? আমাদের জীবন থাকতে তোদেরে বাঁচতে দেবোনা। প্রমাদ গনলো জেল কতৃপক্ষ। তাড়াতাড়ি দৌড়িয়ে আসলেন জেলার ডিপুটি জেলার। সরায়ে ফেললেন, লুকায়ে ফেললেন তাদেরে মানুষের চোখের অন্তরালে সেগ্রিগেসন সেলে। খাবারের সময় ছাড়া সাধারন মানুষ সেখানে যেতে পারেনা বাঁচলো তারা জনতার রোষের আঘাত থেকে। দু একজন ছাড়া এদের অনেকেই নামাজও পড়েনা রোজাও রাখেনা। অথচ ধর্মে বিরোধিতা সহ্য করতে পারেনা। তবে তারা এসব না করার জন্য নিজেদেরদে অপরাধী, গুনাহগার বলে স্বীকার করে।

এর পর কোন এক অন্ধকার রাতে লৌহ কারার প্রাচীর ডিঙ্গায়ে জনগনের অজ্ঞাতে অলক্ষ্যে তাদের লালন কারী সরকার তাদেরে পাচার করে প্রতি বেশী সতীর্থ ভুমিতে। খোদাদ্রোহী—প্রবন্ধ রচনা ও কবিতা লিখার স্বাধীনতার ছাড়পত্র নিয়ে তারা আজ মুক্ত বিহঙ্গ। 'রঙ্গিলা রাসুল' লেখকের পাওনা 'ভাগ্য' বরনের সুযোগ তারা পেলোনা।

এ প্রসঙ্গেই মনে পড়ে আর একটি ঘটনা। ১৯৭৪ এর নভেম্বরের প্রথম দিকে হবে সম্ভবত ঘটনাটি। এক দিন খুব ভোরে উঠে কেস টেবিলের পাশ দিয়ে জেনারেল কিচেনের দিক চলে যাচ্ছি। কেস টেবিলের দিকে উচ্চসস্বরের কথা শুনা যাচ্ছে। তখনও জেল নিরব। তাকালাম—দেখলাম একজন এক হারা গড়নের লম্বা মানুষ। মাথায় টুপী। গায়ে চাদর। চাদরের নীচে কল্লিদার জামা। তার পাশে কিছু বিছানা পত্র। লোকটিকে চেনা চেনা বলে মনে হলো। এগিয়ে গেলাম তার দিকে। তার এদিকে লক্ষ্য নেই। চেচাচ্ছেন কেবল। বলছেন, "নিয়ে আয় দেখিয়ে দেই আল্লাহ কাকে বলে। আমাকে একা পেয়ে ভেবেছে আমি ভয় পাবো। আমি ভয় পাবার পাত্র ? তোরা এক'শ আমি একজন। আমার সামনে আল্লার বিরুদ্ধে কথা বলবি ! কই তোদের দাউদ হায়দার এনামুল হক ? আল্লার বিরুদ্ধে কথা বলে তো

www.pathagar.com

একদিনও থাকতে পারলোনা বাইরে।" আমি ততক্ষনে চিনে ফেলেছি তাকে। অনেক দিন নয় শুধু, অনেক বছর পর দেখেছি তাই চিনতে বিলম্ব। অমনি আবার চীৎকার "আমি নোমানী! জাননা। আমি কাউকে ভয় করিনা।" আমার চিনার সত্যায়ন হয়ে গেলো। তাকে হতবাক করে দিয়েআমি বলে উঠলাম, "আরে নোমানী ভাই আপনি! আপনি এখানে! কি হয়েছে।" বেচারা চীৎকার বন্ধ করে নিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। জগন্নাথ কলেজের আমরা এক সেশনের ছাত্র। তার বোধ হয় আমার কথা মনে নেই। আমার পরিচয় পেয়ে তিনি বুঝতে পারলেন ও আমাকে একটা অবলম্বন পেলেন।

এবার আর সাহসিকতার সাথে জোরালো ভাষায় বলতে আরম্ভ করলেন। বেঈমান দাউদ হায়দার এনামুল হকরা আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছে। মুসলমানের দেশে তাদের এত স্পর্ধা। বাংলাদেশের মানুষ এ বেঈমানদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে রাস্তায় নেমে পড়েছে। প্রতিবাদ মিছিল করে বঙ্গভবন ঘেরাও করেছে। আমার মত হাজার হাজার যুবক রাস্তায় নেমে পড়েছে। আমিও মিছিলে অংশ গ্রহন করেছি। আল্লার আর রসুলের বিরুদ্ধে এ অপমান সহ্য করতে পারিনি। আর এ অপরাধে মুজিব সরকার আমাকে গ্রেফতার করেছে। কাল রাতে জেলে এসেছি। সিকিউরিটি ওয়ার্ডে কাল আমাকে থাকতে দেয়া হয়েছে। আমি রাতে নামাজ পড়ছি আর কমিউনিস্টের বাচ্চারা আমাকে টিটকারী দিচ্ছে। আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে—তোদের আল্লাহকে সিকিউরিটি ওয়ার্ডে বন্ধ করেছি। দেখি ছুটিয়ে নাও। যে লোকটি বলেছে সেও কমিউনিস্ট আন্দোলনের পরিচিত লোক। তাকে আমি চিনি। আমি অনেক্ষন চুপ করেই থাকলাম। কিন্তু টিটকারী চলতেই থাকলো। আমি আর বরদাস্ত করতে পারলামনা। হুংকার ছেড়ে বললাম—কে বলছিস এ উদ্ধত্য পুর্ন কথা? সাহস থাকে তো আমার সামনে এসে বল। আমার চীৎকারে জমাদার সিপাহীরা জড় হয়ে গেলো। বেঈমানের বাচ্চারা খামুশ হয়ে গেছে। ভোর হতে না হতে আমাকে লক আপ খুলে এখানে নিয়ে এসেছে।" সুবেদারকে জিজ্ঞেস করে জানলাম তাকে সেল এ্যারিয়ায় দেয়া হবে। পরে অবশ্য আমরা উঠয়ে মেন্টাল এ্যারিয়ার ১০ সেলে ছিলাম। দিন রাত কথা বার্তা আলাপ আলচনা করেছি। ইসলামী সাহিত্য পড়েছি। সে সময় তিনি সুফি বদের প্রতি ঝোকে পড়ছিলেন বেশী। নামাজ পড়তেন রীতিমত। তাহাজ্জুদ গোজার ছিলেন নিয়মিত। প্রথম জীবনে ছাত্র লীগের সাথে ছিলেন। ছাত্র লীগের নমিনিশনে জগন্নাথ কলেজের জি এস নির্বাচিত হয়েছিলেন। আমরা ছিলাম ছাত্র সংঘ গ্রুপ। স্ট্রাটিজিকেল কারণে আমরা সে সময় ছাত্র লীগের প্যানেলকে

www.pathagar.com

সমর্থন জানাতাম। পরে অবশ্য তিনি আদর্শগত মত পার্থক্যের কারনে এন, এস, এফ, এ যোগদান করে ছিলেন। এর পর বরাবর তার সম্পর্কছিল কনভেনসন মুসলীম লীগের সাথে।

মানুষ প্রকৃতি গত ভাবেই মুসলমান হয়ে জন্ম গ্রহণ করে। এরপর পরিবেশ পরিস্থিতি তাদেরে বিভিন্ন ধর্মে টেনে নিয়ে যায়। যারা মুসলমানের ঘরে লালিত পালিত তারা ধর্মীয় সব অনুশাসন মেনে না চললেও ধর্মকে অস্বীকার করেনা। আল্লাহকে বিশ্বাস করে। যদি বিশেষ কোন ইজমের তাত্বিক পুরুষ না হন। বিশেষ ইজমের ও বহুলোক এমন আছেন যারা অজ্ঞানতা প্রসূত বিশেষ ইজমের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর মার্কস দেয়া দর্শনে বিশ্বাসী। কিন্তু আল্লাতে অবিশ্বাসী নয়। মার্কসবাদীরা প্রকৃতই নাস্তিক। আল্লাহ রসুল, আসমানী কিতাব মালায়েকা (ফেরেশতা) পরকাল ও তকদিরে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু মানুষকে ধোকা দেয়ার জন্য কৌশল হিসাবে তারা নাস্তিকতার দিককে প্রকাশ না করে অর্থনৈতিক সমস্যাকে প্রকট করে তুলে ধরে সমাজতন্ত্রের দাওয়াত দেয়। পুঁজীপতিদের শোষন নির্যাতনের ফলে সমাজে যে দুরবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে মানুষ সমাজতন্ত্রের এ দিকের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে মার্ক্সের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর মজবুত ঈমান এনে আল্লাহর উপর ঈমান হারিয়ে ফেলে। কিন্তু যারা এমন চরম অবস্থায় গিয়ে পৌছেনি তারাও বিপদে আপদে নিপতিত হলে আল্লাহর নাম নিতে শুরু করে কায়মন বাক্যে। এমন দৃষ্টান্ত ও জগতে বহু আছে। যেমন জেলে নিহত আওয়ামী লীগের চার নেতা। জমাদার সিপাহীরা এসে আমাদের কাছে হাসতেন আর বলতেন তাজুদ্দীন সাহেব ছাড়া আর তিন নেতা যেভাবে নামাজ পড়েন আর আল্লায় নাম ডাকেন আপনারা তো পিছে পড়ে যাবেন। এক জামাদার বললেন 'নিউ জেলে' সেদিন আমার লক আপ করার দায়িত্ব ছিল। সব রুম লকআপ করে মনসুর আলী সাহেবের রুমের কাছে এসে দেখি রুম খালি। আমি ভীত হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম। দেখি তিনি একটু দুরে বসে কি জানি খুঁজছেন। তাঁকে তাড়া-তাড়ি আসার জন্য আমি ডাকছি। আসতে দেরী দেখে এগুলাম তার দিকে। দেখি তিনি পাথর কনা (কংকর) খুঁজছেন। আমি তাড়া করলে তিনি বললেন, জমাদার সাব আর তো কোন কাজ নেই রাতে বসে বসে তসবিহ পড়ি। কতবার তসবিহ পড়লাম গনা রাখতে কষ্ট হয় বলে পাথর নিয়ে যাচ্ছি। হিসাব রাখতে সুবিধা হয়। জামাদার সাব বললেন, "আমি তখন না বলে পারলাম না যে বুঝলেন তো তবে আরো আগে বুঝলে ভাল হতো। এ ভাগ্য বরণ করতে হতো না।" এরশাদ সরকারের মিনিষ্টার ও বর্তমানে জাতীয়

www.pathagar.com

সংসদের ডিপুটি স্পীকার কোরবান আলী সাহেব তো নামাজ পড়তে পড়তে দাঁড়ি কাটারও সময় পাননি। ইয়া বড় দাঁড়ি নিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে পরে সব সাফ করে দিয়েছেন। গাজী গোলাম মোস্তফা সহ অনেক নেতা উপ-নেতাই সেদিন আল্লাহকে ডেকে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তাই বলেছিলাম বাংলাদেশের মাটি ধর্মের জন্য; অধর্মের জন্য নয়। ধর্মের বীজ বপন এ দেশে যত সহজ অন্য মতবাদের বীজ তত সহজ নয়। বুদ্ধিজীবিদের মাথা ওয়াশ হলে এ দেশের সাধারণ মানুষকে ইসলামী আন্দোলনের জন্য আল্লার দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য মরণ পাগল করে তোলা দুরূহ কিছু নয়।

জেলে নিহত চার নেতা

আল্লাহর মহিমা বুঝা বড় দায়। ১৯৭৫ এর পট পরিবর্তনের পর যখন আওয়ামী লীগের ১ম, ২য় শ্রেণীর নেতারা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রবেশ করলেন তখন আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধান মন্ত্রী মনসুর আলীর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ করা মাত্র শেষ হয়েছে। কারাগারের দক্ষিণ দিক চকবাজার সংলগ্ন বাংলাদেশ আই, জি, অব প্রিজন্সের অফিসকে উত্তর পাশে স্থানান্তরিত করে জেলের সীমা বাড়িয়ে বিরোধী রাজনীতিকদের কারাগারে পুরার জন্য কারাগার সম্প্রসারণ করলেন; সে কারাগারে কোন বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকেই নিশি যাপন করতে হয়নি। কারা কর্তৃপক্ষ সম্প্রসারিত জেলের এ বিরাট অংশের নাম দিয়েছিলেন 'নিউ জেল।' যে দিন জেলে নিহত চার আওয়ামী নেতাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারা-গারে আনা হলো সে দিনটাও একটা স্মরণীয় দিন। জেল গেটে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর যথাসম্ভব তাড়াতাড়িই তাদেরে ভিতরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হলো। তখন দুপুর বারটার মত সময়। গোটা কারাগারের সব লোকজন বিভিন্ন খাতায় খাতায় (ওয়ার্ড) ও সেলে সেলে পুরে লক আপ করে দেয়া হলো। এমনকি জেনারেল কিচেনসহ মেডিকেল বিভাগের জরুরী কাজের লোক ভেতরে রেখে গেট বন্ধ করে দেয়া হলো। গোটা জেলের সব পথ ঘাট লোক শূন্য। জেল অফিস সংলগ্ন ওল্ডহাজতও সব ভিতরে পুরে লক আপ করে দেয়া হলো। বিভিন্ন দলের কিছু নেতাসহ সেভেন মার্ডার কেসের শফিউল আলম প্রধান ও তার সাথীদের অনেকেই তখন এখানে থাকতেন। দিন দুপুরে বিশেষ এই ব্যবস্থার কারণও জানাজানি হয়ে গেছে সকলের কাছে।

www.pathagar.com

বিশেষ প্রহরায় জেলারসহ কয়েকজন ডিপুটি জেলার, চার নেতা—সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজুদ্দীন আহমদ, মনসুর আলী ও কামারুজ্জামানকে নিয়ে জেলের প্রধান সড়ক দিয়ে সামনে পশ্চিম দিকে এগুচ্ছেন। আগে থেকেই সেল এ্যারিয়ার ৭নং সেলের লোকজন সরিয়ে খালি করে রাখা হয়েছিল। সে দিকেই তারা এগুচ্ছেন। দক্ষিণ দিকের ওল্ড হাজত পার হবার সময় এখান থেকেই শুরু হলো চীৎকার: দুর'হ দুর'হ শ্লোগান। আর সাথে সাথেই উত্তর দিকের ১/২ খাতার দক্ষিণের সবগুলো বড় বড় জানালায় দাঁড়ানো ঔৎসুক্য জনতাও শুরু করল একই চীৎকার ধ্বনী—দুরহ দুরহ। আর সংক্রামক রোগের মত গোটা জেলখানায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো একই শ্লোগান। দুর থেকে যারা দেখেনি, এ শ্লোগানের শব্দ শুনে তারাও দিতে থাকলো পাল্টা শ্লোগান। গগন বিদারী শব্দে তোলপাড় হয়ে উঠলে গোটা জেলখানা কিছু সময়ের জন্য। শুনতে পেলাম, জানিনা কতটুকু সত্য সৈয়দ নজরুল ইসলাম নাকি কানে একটু কম শুনতেন। এ বিকট শ্লোগানের মর্ম অভ্যর্থনা মনে করে তিনি দুদিকে হাত নেড়ে 'দুরহ' এর জবাব দিচ্ছিলেন। কিন্তু তাজুদ্দীন আহমদ তাড়াতাড়ি তাকে হাত নাড়তে বারণ করে দিয়ে বললেন—এ অভ্যর্থনা নয় নজরুল! জেলার ও ডিপুটি জেলারগণ চৌকান্না হয়ে চারদিকে তাকাচ্ছেন। চারদিকের ধ্বনী প্রতিধ্বনী হতে মনে হচ্ছিল যেন সব দিক থেকে গেট ভেঙ্গে লোকজন বেরিয়ে আসছে। কর্তৃপক্ষ তাড়াতাড়ী করে তাঁদের ৪ জনকে ৭ সেলে পুরে সম্ভবতঃ ডি, আই, জি কাজী আবদুল আউয়াল সাহেবকে বিষয়টি অবগত করালেন। এদিকে আবার দিন দুপুরে গোসল ও খাবার দাবারের সময় সমস্ত খাতাও সেল গুলো দীর্ঘক্ষণ ধরে বন্ধ করে রাখার জন্য মানুষ অতীষ্ট হয়েও চীৎকার ও হৈ হুল্লা শুরু করে দিয়েছে।

অবস্থা নাজুক পরিস্থিতির দিকে মোড় দিলে জনাব ডি, আই, জি সাহেব সব অফিসার সহ ভেতরে আসলেন। ৪ নেতার নিরাপত্তার জন্য তাদের রাখার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করতে লাগলেন। দেখা গেলো জেলখানার ঝাড়ুদফার ১৭/১৮ জন, তাদেরে আটকিয়ে রাখা জায়গা হতে লকআপ খুলে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। নিউ জেলের নির্মাণ কাজ মাত্র শেষ হয়েছিল। ৪ নেতাকে তাদের নিরাপত্তার জন্য ৭ সেল থেকে স্থানান্তরিত করে প্রটেকটেড এ্যারিয়ায় আনার জন্য এখন মরহুম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মনসুর আলী সাহেবের স্বপ্নের জেলখানাকে ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ৭ সেল থেকে সরিয়ে ৪ নেতাকে দিয়ে 'নিউ জেল' উদ্বোধন করা হলো। শুনেছি নিউ জেলে প্রবেশ করার সময় মরহুম

www.pathagar.com

তাজুদ্দীন সাহেব নাকি মরহুম মনসুর আলী সাহেবকে বলেছিলেন, "মনসুর আলী! তোদের গড়া জেল তোদেরে দিয়ে আজ উদ্বোধন করা হলো। একেই বলে নিয়তির নির্মম পরিহাস।" এ প্রসঙ্গে তিন বছর আগের একটি ভবিষ্যদ্বানীর কথা মনে পড়ে। ৭২ এর অর্থ মন্ত্রী মরহুম তাজুদ্দীন একবার জেলখানা পরিদর্শন করতে এলে মুসলিম লীগের সভাপতি মরহুম ফজলুল কাদের চৌধুরী ও মরহুমে আবদুস সবুর খান অত্যধিক গরমের কারণে জেলখানায় বিদ্যুৎ পাখা লাগাবার দাবী জানালেন। উত্তরে তাজুদ্দীন সাহেবকে আমতা আমতা করতে দেখে চৌধুরী সাহেব বলেছিলেন—"বিদ্যুৎ পাখায় আজ আমরা উকৃত হলেও একদিন তোমাদের কাজে লাগবে সেদিন হয়তো বেশী দূরে নয়।' কিন্তু দুর্ভাগ্য মরহুম ফজলুল কাদের চৌধুরী অস্বাভাবিকভাবে জেলখানার নির্মম প্রকোষ্ঠে মৃত্যু বরণ করেন। সচোখে তার ভবিষ্যদ্বানীর ফল দেখে না গেলেও তা ষোল আনাই সত্যে পরিণত হয়েছিল। আওয়ামী চার-প্রায়তঃ নেতার কথাগুলো যখন লেখার ধারায় এসেই পড়লো, তখন সে প্রসঙ্গে তাদের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনাও আমার জানা অংশ এখানে উল্লেখ করা সঠিক মনে করছি।

সেদিন ১৯৭৫ সনের ২রা নভেম্বর। তখনো জনাব কাজী আবদুল আউয়াল সাহেব ডি, আই, জি, এবং জনাব আমিনুর রহমান সাহেব জেলার। আর সেদিন, জেনারেলের কিচেনের বাঁচানো টাকা দিয়ে পরের দিন সকালের স্পেশাল নাস্তা (রুটির পরিবর্তে) পায়াসের ব্যবস্থা। কাজেই বার তের মন চিনি, পনর ষোলটা ডানুর (DANO) বড় বড় কৌটা নৈমিত্তিক খাবারের সাথে জেনারেল কিচেনে সরবরাহ করা হয়েছে। বিকেলে কিচেনে গিয়ে রাতের বাবুর্চি ও ইনচার্জ মেটকে পায়েস পাকাবার সব কথা বুঝিয়ে শুনিয়ে আমার নিশি যাপনের জায়গা ২৬ সেলে চলে আসি।

লক আপ হবার কিছু আগে জেলার সাহেব তাঁর সান্ধ্যকালীন রাউণ্ডে জেলের ভেতরে আসলেন। জেনারেল কিচেনে প্রবেশ করে আমার তালাশ করলেন। ওখানে আমাকে না পেয়ে সোজা ২৬ সেলে চলে আসেন। তখন ডিউটিরতঃ পুলিশ সেলের দরজাগুলো বন্ধ করে করে পুব দিকে আসছে। আমার সেলটি থেকে পুব দিকের সেলগুলি তখনো বন্ধ হয়নি। তখনো খোলা সেলগুলির বাসিন্দারা বারেন্দা দিয়ে দ্রুত পায়চারী করছেন। সারা-রাত তো সেলে বন্ধ রাখতে হবে। কাজেই যে যতটুকু বাইরে হাটা চলার সুযোগ পান তার সদ্ব্যবহার করে থাকেন।

আমার রুমের সামনে এসেই জেলার সাহেব বিস্মিত দৃষ্টিতে বললেন, মাওলানা সাব! আপনি এখানে লক আপ হচ্ছেন! কিচেনের পায়েস

www.pathagar.com

পাকের ব্যবস্থা কি? আমি বললাম সব ব্যবস্থা করে দিয়ে এসেছি। রাতের ইনচার্জ মেট সব বুঝে শুনে রেখেছে। কোন অসুবিধা হবে না। তিনি আমার কথা মানলেন না। বললেন, না না, আপনাকে জেনারেল কিচেনেই রাতে থাকতে হবে। আমার সিপাহীদের প্যান্টের যে বড় বড় পকেট, আপনি না থাকলে তাদের পকেটে করেই সব চিনি আর দুধ বাইরে চলে যাবে। কষ্ট হলেও আপনাকে রাতে কিচেনেই থাকতে হবে। পালতু দিয়ে আপনার বিছানা পত্র সব ওখানে নিয়ে যান ওখানেই বিশ্রাম নেবেন, ঘুমাবেন। আপনার উপস্থিতি থাকলেই চুরি হবে না। ২৬ সেলের আমার সাথীগণ—মশিহুর রহমান (যাদুমিয়া) ও আলি আহাদ ও মেজর জয়নুল আবদীন জেইলার সাহেবের কথা শুনে আমাকে অনুরোধের সুরে বললেন, যান, আপনি আজ রাতে কিচেনেই থাকেন জেলার সাহেবের এত বিশ্বাস। তাছাড়া আপনি তো সেবার মনোভাবের মানুষ। সেবাই করে যাচ্ছেন জেলে। কাজেই একটু কষ্ট করুনই। এতগুলো কথার অবশ্য প্রয়োজন ছিল না আমি জেলার সাহেবের কথায়ই যেতাম।

পালতুর মাথায় বিছানা পত্র দিয়ে জেলার সাহেবের সাথে সাথেই আমি কিচেনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। কিচেনের পশ্চিম পাশের একটি লম্বা টেবিলের উপর বিছানা পত্র বিছিয়ে দেয়া হলো। আমি কিচেনে ঢুকে মেট্ বাবুর্চির সাথে আলাপ করে চিনিতে পানি মিশিয়ে আর দুধ পানিতে গুলিয়ে ড্রাম ভর্তি করে রেখে দেই। শরবত খাওয়ার সুযোগ ছাড়া তেমন বড় ধরনের চুরির আর সম্ভাবনা রইলনা। অতঃপর আমি আমার বিছানা নিয়ে এশার নামাজ আদায় করে শুয়ে পড়ি। রাত অনুমান সাড়ে তিনটার সময় হঠাৎ বিকট পাগলা ঘন্টির আওয়াজ শুনতে পাই। নিস্তব্ধ ধরনী। পাগলা ঘন্টির বিকট আওয়াজে সমস্ত জেলখানার মানুষ সজাগ হয়ে গেছে। কিন্তু কারণ সকলের কাছে অবোধ্য। ডিউটিরত সিপাহীরা বাইরে বলাবলি করছে—আই, জি, নুরুজ্জামান সুচতুর লোক। জেল কোডের নিয়মানুযায়ী সিপাহীরা স্ব স্ব স্থানে আছে কিনা এত রাতে পাগলা ঘণ্টা বাজিয়ে সিপাহী জমাদার কে কোথায় আছে পরীক্ষা করে দেখছেন। একটু পরেই ভীষণ গোলাগুলির আওয়াজ এলো। উঁচু উঁচু দালান ও প্রাচীরের কারণে এমনভাবে গুলির ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে যে এ সব গুলির শব্দ কোন দিক থেকে আসছে তা বুঝাই যায় না। মনে হচ্ছিল যেন এ বুঝি গুলি গায়ে বিধলো এসে। চৌকার ভিতরে নজর করে দেখি সকলে মাটির সাথে মিশে শুয়ে পড়েছে। অগত্যা আমিও টেবিল থেকে ফ্লোরে নেমে শুয়ে পড়লাম।

www.pathagar.com

এটা ছিল সিপাহীদের ডিউটি বদলের সময়। ডিউটি রতদের রিলিজ দেবার জন্য বাইর থেকে যে সব সিপাহীরা আসছে তারা বাইরে যাবার সিপাহীদেরকে বলছে—"সাবধানে সারিবদ্ধ হয়ে যাও। আই, জি, ডি, আই, জি, সহ সব অফিসারাই গেটে আছেন। এভাবে অজানা আশংকায় রাত প্রায় শেষ হয়ে আসছে। অজু করে এসে কিছু ইবাদত বন্দেগী করে আল্লার নাম জপছি এমন সময় ফজরের আযান পড়লো। ফজরের নামাজ শেষে ওখানেই বসে আছি। এ সময়ে সুবেদার আবদুল ওয়াহেদ মৃধা একটি লুঙ্গীর উপর খাকি জামা পড়ে চৌকায় প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করছেন, "মাওলানা সাহেব কোথায় ?" শব্দটা আমার কানে যাবার সাথে সাথে আমি চৌকার গেটে এসে জিজ্ঞাসু নেত্রে দাঁড়ালাম। মৃধা শুধু বললেন ৪ আওয়ামী নেতা শেষ। আরো বিস্মিত নেত্রে তার দিকে তাকিয়ে আছি—তিনি বললেন সৈয়দ নজরুল, তাজুদ্দীন আহমদ মনসুর আলী ও কামারুজ্জামানকে রাতে হত্যা করা হয়েছে। কে বা কারা হত্যা করেছে তা স্পষ্ট করে তিনি বললেন না বটে, তবে কিছু আর্মি সে সময় ভিতরে এসেছে বলে জানালেন। আমাকে সুবেদার আরো বললেন আপনি আমার সাথেই চলুন। আপনাকে ২৬ সেলে পৌঁছিয়ে আসি। যেহেতু আপনিও রাজনীতির সাথে জড়িত কাজেই আপনার এখন কিচেনে থাকা ঠিক হবে না। পায়াস বিতরণের ব্যবস্থাটা কাটকে বুঝিয়ে দিন।

সুবেদার সাহেবের কথা মত আমি কিচেন থেকে বেরিয়ে আসি তখন সকাল হয়ে গেছে। কোথায়ও লকআপ খোলা হয়নি। ২৬ সেলে যাবার পথে সব জায়গায় মানুষদেরকে দরজা জানালায় ঘটনা জানার প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। সুবেদার সাহেব থেকে যা শুনলাম তাই জানিয়ে জানিয়ে আমি ২৬ সেলে গিয়ে পৌঁছলাম। ওখানেও লকআপ খোলা হয়নি। যেহেতু 'নিউ জেল' ২৬ সেলের মধ্যে শুধু একটি উঁচু প্রাচীরের ব্যবধান তাই গুলির শব্দ তাদের কাছে মনে হয়েছে যেন তাদের গায়ে এসে বিদ্ধ হচ্ছে। আমাকে দেখেই সবাই উৎকণ্ঠ র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আমি প্রতি রুমের সামনে গিয়ে গিয়ে সকলকে ৪ নেতার মৃত্যু সংবাদ জানালাম। তারা সকলেই বিশেষ করে লাল বাহিনী প্রধান আবদুল মান্নান ওজু করে নামাজের মসল্লায় আল্লার ধ্যানে মগ্ন। আমি আমার সেলে ঢুকলাম। আর বেরুতে পারলামনা। একাধারে তিন দিন গোটা জেলখানা লকআপ। শুধু জেনারেল কিচেনের বাবুর্চিদেরকে ভোরে লকআপ খুলে বের করে নিয়ে রাঁধার কাজ চালাচ্ছে। আর এ তৃতীয় শ্রেণীদের খাওয়া দাওয়া দিয়েই ১ম, ২য় শ্রেণী ও মেডিকেল পেসেন্টদের খাওয়া দাওয়া চালানো হয়েছে। সম্ভবতঃ ৬ই নভেম্বর ৪ নেতার

www.pathagar.com

লাশ জেল থেকে বের করে দেবার ৩ দিন পর জেলের সব জায়গায় লকআপ খুলে দেয়া হলো।

পরে জানলাম আই, জি, ও ডি, আই, জি, কে কে বা কারা ফোন করে জেল গেটে আসার জন্য হুকুম দিয়েছেন। তারা উভয়ে সাথে সাথে গেটে এসে দেখেন কয়জন আর্মি অফিসার ৪ নেতাকে একটি রুমে একত্র করার জন্য বলে দিয়ে তারা অফিসে অপেক্ষা করছেন। একটা বড় রুমের সকলকে সরিয়ে নিয়ে ৪ নেতাকে এ রুমে আনা হলো। জমাদারদের মুখে শুন কথা, তাজুদ্দীন সাহেবকে তার রুম থেকে বের করে আনার সময় প্রথমত তিনি ঘুম থেকে উঠে আস্তে ধীরে বাথ রুমে গিয়ে কসকো সাবান দিয়ে মুখ হাত ধুয়ে টার্কিস টাওয়াল দিয়ে হাত মুখ মুছে বাইরে এসেছেন। তাঁর খেয়াল ছিল তাদেরে খালেদ মোশাররফের মন্ত্রী সভায় মন্ত্রী করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জোহরা তাজুদ্দীনও নাকি ৪ নেতার মৃত্যু সংবাদ শুনে বলেছিলেন, হায় কি শুনেছিলাম। কি হয়ে গেল।

তাদেরে এক রুমে আনার পর আর্মি অফিসাররা আই, জি ও ডি, আই জিকে সাথে করে তাদের উদ্দেশ্যে নিউ জেলের দিকে চলছেন। পথে ডি, আই, জি আবদুল আউয়াল সাহেব তাদের মুটিভ বুঝে বলেছিলেন, আমার দীর্ঘ চাকুরীর জীবনে এ ধরনের কোন ঘটনা জেল খানায় ঘটেনি। এমন কিছু করার ইচ্ছা থাকলে জেলের বাইরে নিয়ে গেলেই ভাল হত। এ কথা শুনে একজন আর্মি অফিসার নাকি হোয়াট (what) বলে তাঁর বুকে রিভলবার তাক করে ধরে ছিলেন। আই জি, নুরুজ্জমান (আওয়ামী লীগের প্রয়তঃ এম, পি, নুরুল হকের ভাই) ছিলেন ধুরন্ধর প্রকৃতির। তিনি ছিলেন সে সময় খামুশ। খালেদ মোসাররফ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় চার নেতা নিহত হবার ব্যাপারে একটা তদন্তকমিটি গটন করেছিলেন। ডি, আই, জি আবদুল আউয়াল ছিলেন এ কমিটির সেক্রেটারী। খালেদ মোসাররফ হত্যার বিবরণ শুনে ডি, আই জি কে নাকি বলেছিলেন "আপনার ভাগ্য ভাল বলে বেঁচে গেছেন। নতুবা হত্যাকারীরা তো এ ধরনের কোন সাক্ষীকে জীবিত রাখেনা।"

৭ই নভেম্বরের পর জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় অধিষ্টিত হবার পরও জেলের থম থমে ও ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে কেটে যায়নি। একদিন বিকালে ডি, আই, জি সাহেব আমাকে ডেকে পাঠালেন অফিসে। আমি গেলাম দেখি সেখানে তার বাম পাশের চেয়ারে আই, জি নুরুজ্জমান সাহেবও আছেন। জেল খানার দু একটা কথা বর্তা জিজ্ঞেস করে নুরুজ্জমান সাহেব আমাকে

www.pathagar.com

ইউনুস নবীর (আঃ) মাছের পেটে যে দোয়াটি পড়েছিলেন তা জিজ্ঞেস করলেন। আমি দোয়াটি বলে দিয়ে অফিস থেকে বের হয়ে আসি। বিপদ উদ্ধারের জন্য আই, জি সাহেব বিপদ মুক্তির কোরানের শিখানো দোয়া পড়ছেন। অল্লাহ তাকে একজন ভাল মুসলমান হবার তৌফিক দান করুন।

সাংগঠনিক তৎপরতা

দেশের যে পরিস্থিতিতে আমরা একত্রে যতলোক কারাগারে প্রবেশ করি এমন পরিস্থিতি জগতে কমই হয়। আর কোন এক দলের এক সাথে এত লোক কারাগারে খুব কমই প্রবেশ করে। ১৯৭১ এর পূর্বে জনাব মাওলানা আবদুর রহিম, প্রফেসার গোলাম আযম, খুররম জাহ মুরাদ সহ কতিপয় শীর্ষস্থানীয় নেতা সহ কিছু নেতা জেল খেটেছেন। তারা সাধারণ কয়েদীদেরকে ইসলামের আইন কানুন ও ন্যায় বিচার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তাদের মুখে শুনেছি তারা কোরানের সকল আইন ও বিচারের যথার্থতা স্বীকার করেছেন। নেতৃবৃন্দ কোরানে পাকের তাফসির করতেন ইত্যাদি।

আমাদের জেলে প্রবেশ করার পর জীবন রক্ষা করাই তো প্রথমতঃ ছিল কঠিন ব্যাপার। কত লোক থানায় মৃত্যু বরন করেছে, কত লোক কাতারিয়ে কাতারিয়ে মরেছে জেল গেটে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। আমদের লোক (ছাত্র-অছাত্র মিলিয়ে) ছিল অনেক। গোটা জেলখানা জুড়ে জালের মত বিস্তার করে ছিল তারা। মেডিকেল হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডেও কাজ করত তারা। নোয়াখালীর ভাই সফিউল্লাহ, শাহাজাহান, পাবনার বেলাল হোসেন, ঢাকার সিদ্দিকুর রহমান শহিদ চিটাগাং এর আবদুল্লাহ সহ আরো নাম ভুলে যাওয়া অনেক ভাই ছিল তখন হাসপাতলের বিভিন্ন দায়ীত্বে। আবার হাসপাতালের বাইরের বিভিন্ন কাজেও নিয়োজিত ছিল আমাদের লোক। আজকের নেতা কামারুজ্জমান ছিলেন তখন কেস টেবিলের চীফ রাইটার। কতৃপক্ষ তার উপর ছিলেন খুবই সন্তুষ্ট। চাঁদ পুরের ভাই রৌশন কামাল, আবদুল মতিন, নোয়াখালীর আকরম, রফিকুল ইসলাম, খোকা এরা ছিলেন লোক দেখা শুনা করার দায়িত্বে কুমিল্লার আবুল হাশেম, সরওয়ার, নজরুল ইসলাম, চাঁদপুরের মাওলানা আবদুল করিম সহ অনেকেই কাজ করেছেন অফিসের এডমিশন ব্রাঞ্চে।

www.pathagar.com

আবুল হোসেন মাহমুদ ও ফরিদপুরের সৈয়দ আহমদ বাদশা ছিলেন লেটার ব্রাণ্ডে। প্রথম দিকে নেত্রকোনার শ্রদ্ধেয় ভাই ফজলুল করিম, নোয়াখালীর এডভোকেট আনোয়ার হোসেন এবং কাপাসীয়ার মাওলানা জালালুদ্দীন আকবরীও ছিলেন জেলে। মাওলানা আকবরী চোখে কম দেখতেন। তার কাজই ছিল তথায় শুধু তফসীরের কাজ করা। নোয়াখালীর আর একটি ভাই ছিল আবদুল গনি। তিনিও কোথাও নিয়োজিত ছিলেন যা আমার মনে নাই। যশোরের ভাই খাজা মঈণুদ্দিনও শেষের দিকে আমাদের সাথে এসে যোগ হয়েছেন। তিনি ছিলেন আমার অনুবাদ 'আশীর' লিখক ও ঢাকা ভারসিটির তৎকালীন ভি, সি, ডক্টর সাজ্জাদ হোসেনের রাইটার। তার কাছে আমি কোরান শুদ্ধ করে পড়া শিখি। ভাল কারী ছিলেন তিনি। প্রায় সব খাতায় ও ওয়ার্ডেই জামায়াতে নামাজ হতো ওয়াজ নসিহত হতো। এ সব কাজই করতো আমাদের লোকেরা। এসবই ছিল দাওয়াত মূলক কাজ। কিন্তু ভাই কামরুজ্জামান (দ্বিতীয় বার) ভাই মোহাম্মাদ তাহের ভাই আজহারুল ইসলাম, ভাই সাইফুল আলম মিলন, ভাই জহুরুল ইসলাম, ডাক্তার আবদুস সালাম ও ভাই মোঃ ইউসুফ ও হাফেজ সোলায়মানরা যখন আবার ১৯৮৩ সনের জুলাইর দিকে জেলে আসলেন তখন পরিকল্পিতভাবে আমরা কিছু সাংগঠনিক কাজ শুরু করি। এক এক জনকে এক এক এ্যারিয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়। এ কাজে ছাত্র-অছাত্রের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করা হয়নি। আমাদের নিয়মিত বৈঠক বসতো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায়। জেল খানার নিয়ম অনুযায়ী কোন বৈঠক নিষিদ্ধ হলেও এমন কৌশলে বৈঠক করা হতো কর্তৃপক্ষ গপ্প গুজব হচ্ছে বলে ধারণা করতো। ভাই মোহাম্মান তাহেরের দরস, ইবাদত, আলাপ আলোচনা আমাদেরকে খুবই মুগ্ধ করতো। তারা সকলেই ছিলেন আমাদের অনু-প্রেরনা ও উৎসাহের উৎস। তাহাজ্জুদের জামায়াত ও আল্লার দরবারে কান্না কাটা এক স্বর্গীয় জ্যোতি ফেলতো সকলের মনে। সে সময়কার পারস্পারিক সম্পর্ক ছিল বুনয়ানুম মারসুচের অনুপম দৃষ্টান্ত। সুহৃদ্যতা আন্তরীকতা, হৃদয়নিংড়ানো ভালবাসা এক মায়ের সন্তানের মত গেঁথে রাখতো সকলকে। এ স্মৃতি, মনে কোন দিন কোন দুঃখ কষ্ট অনুভব করতে সুযোগ দিতনা। সৈয়দ নুরুল হক এ সময় আমাদের সাথে একত্রে কাজ করেছেন। ২৩/৩/৭২ তারিখে চুয়াডাঙ্গা তার ভাইয়ের বাসা হতে গ্রেফতার হয়ে ২৬/৩/৭২ তারিখে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরীত হন। ২৭/৫/৭২ পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে এস, বি অফিসে নিয়ে যায়। সম্ভবতঃ ৭৪ এর শেষের দিকে সৈয়দ নুরুল হক বহু তদবীর তালাফির পর জেল হতে মুক্তি লাভ করেন। আর ভাই কামারুজ্জামান ভাই মোহাম্মদ

www.pathagar.com

তাহেরদের মত নিষ্ঠাবান, প্রজ্ঞাবান ত্যাগী ভাইদের জেলে আসাতে আমাদের মনে দুঃখ হলেও তাদের সাহচর্য আমাদের জেল জীবনের সাংগঠনিক কাজে বড়ই অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। আল্লাহ অসিম করুনাময়। নবী রাসুল ও সম্মানিত ইমামদের সুন্নত আদায় করে জেলে জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আমাদের জন্য উৎসাহ উদ্দিপনা যুগিয়ে প্রাণপ্রিয় এ ভাইয়েরা ১৯৮৪ সনের মার্চের দিকে দু' একজন করে মুক্তি পেতে থাকেন। আল্লার জমিনে আল্লার দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টায় বাইরে গিয়েও তারা আত্মনিয়োগ করেন। তাদের সকল প্রচেষ্টা ও ত্যাগ আল্লাহ তায়ালা কবুল করুন এবং আমৃত্যু পরকালের পুঁজী সংগ্রহের কাজে নিমগ্ন রাখুন।

সাংগঠনিক কাজের যে ধারা সে সময় শুরু হয়েছিল তাদের মুক্তির পর এ ধারা জেলের নিয়ম কানুন মেনে অব্যহত গতিতে চলতে থাকে। সম্ভবতঃ ১৯৮৩ সনের শেষের দিকে অথবা ৭৪ সনের প্রথম দিকে ময়মনসিং কারাগার থেকে ৪০ বছরর সাজাপ্রাপ্ত আসামী খন্দকার আমিনুল হক ও ২০ বছরের সজা প্রাপ্ত আসামী মোহাম্মদ ইউসুফ ট্রেন্সফার হয়ে আসেন ঢাকা জেলে। ইউসুফের কেস টেবিলে কাজ পাশ হয়। এতে আমাদের কাজ করার সুবিধা আরো বেড়ে যায়। বাইর থকে বই এনে এনে আমরা সব দলেরই প্রায় সব নেতাদেরে পড়াতে থাকি। শ্রমিক নেতা রুহুল আমীন ভূঞা, কবি আলমাহমুদ, সফিউল আলম প্রধান ও তার সঙ্গীদের তাফহিমুল কোরান সহ-সকল প্রকার বই পড়াতে থাকি। আওয়ামী লীগের জনাব কোরবান আলী, গাজী গোলাম মোস্তফা সহ অনেকেই আমাদের বই পত্র পড়তে শুরু করেন। এক কালের আওয়ামী লীগ নেতা—পরে ১৯৭১ সনে ৬ দফার বিপক্ষে সাক্ষী দেবার কারণে স্বাধীনতার পর জেলে আগত কিশোরগঞ্জের কুলিয়ার চরের জনাব এস, বি, জমান, 'ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব' বই পড়ার পর ধমকের সুরে বললেন, এতদিন এসব বই কোথায় ছিল। কই বাইরে তো আমরা এসব বই পাইনি। বললাম তখন কি কেউ বই নিয়ে আপনাদের কাছে পৌছতে পেরেছে? এস, বি, জামান সাহেবের জেল জীবনের ইবাদাত বন্দেগী উল্লেখযোগ্য। মোনাজাতে শুধু কাঁদতেন। অবশ্য আমাদের তিনি স্নেহ করতেন। খুবই ধনী লোক ছিলেন তিনি। বাইর থেকে তার জন্য পর্যাপ্ত খাবার দাবার ফল-ফলারি আসতো। আমাদেরকেও তিনি আপ্যায়ন করাতেন। রুহুল আমীন ভূঞাও আমাদের ছেলেদের আচার আচরণে সন্তুষ্ট ছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত হলে তিনি তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতেন, সহাযোগিতা করতেন।

www.pathagar.com

সম্ভবতঃ ১৯৭৩ এর শেষের দিকে জনাব শফিউল আলম প্রধান সেভেন মার্ডার কেসের আসামী হিসাবে ১ দিন পুলিস রিমাইন্ডে থেকে কেন্দ্রীয় কারাগারে আসলেন। তার আকার আকৃতি এ আচার আচরণ নেতা সুলভ। চেহারা হতেই সাহসী পুরুষদের মত মনে হয় কিন্তু কাপড় চোপড় তার কাছে তেমন কিছু আছে বলে মনে হলো না। আমি সামান্য পরিচয় করে তার সাথে প্রথম দিনেই কিছু আলাপ করে নিলাম। তাকে ওল্ড টুয়েন্টি (পুরান ২০) সেলে পাঠানো হলো। কেস টেবিলের রাইটার ভাই ইউসুফকে তার খোঁজ নিতে ও অন্ততঃ একটা চাদর পৌঁছিয়ে দিতে বললাম। ইউসুফ তাই করলো। পরে বাইর থেকে জনাব প্রধানের পর্যপ্ত কাপড় চোপড় আসলে ইউসুফকে তার চাদর ফেরৎ দেন।

প্রধানের কারাগারে আসার ৪/৫ দিন পর বোধ হয় তার অন্যান্য সঙ্গীরা জেলে আসলেন। তখন চার খাতায় আমদানীর লোকদেরকে রাতে রাখা হতো। চার খাতার রাইটার ছিল তখন গেং কেসের জব্বার নামে এক দাগী আসামী। বিনা বিচারে প্রায় ১০/১২ বছর থেকে আটক। পুলিশকে ঘুষ দিয়ে কাজ নিয়েছে খাতায়। রাতের বেলায় প্রধানের সাথে জড়িত লোকেরা আমদানীতে গেলে রাইটার তাদের কাছে টাকাকড়ি ও সিগারেট দাবী করলো। তারাও সম্ভবতঃ কয়েকদিন পুলিশ কাস্টোডিতে ছিল। কাজেই তাদের সাথে টাকা পয়সা ও সিগারেট কিছুই ছিল না। আমদানীতে যারা নতুন আসতো পুরান লোকরা তাদের উপর অত্যাচার চালাতো। সেভেন মার্ডার কেসের বন্দীরা রাইটারকে কিছু উৎকোচ দিতে না পারাতে পরের দিন ভোরে জেনারেল কিচেনে মেন্টাল এরিয়া হতে বালতি ভরে পানি টেনে আনার জন্য 'জলভরি দফায়' কাজ করতে পাঠালো তাদেরে। তখন সাময়িকভাবে কাজ করার জন্য ৪ খাতা হতে কিছু লোক প্রতিদিনই জেনারেল কিচেনের জন্য আনা হতো। প্রায় ১০/১২ জন বিশ্ব বিদ্যালয়ে পড়ুয়া সুন্দর চেহারার যুবক ছেলে। ওদের ব্যতিক্রম চেহারা নজরে পড়লেই ধরা পড়ে। ৪ জন করে ফইলে বসে চৌকার লোকদের সাথে সকালের গল্প দিচ্ছে তারা। জেনারেল কিচেনের পুব পাশে একটা ট্যাপের নীচে গোসল করছি আমি। হঠাৎ আমার নজরে পড়লো ওদের চেহারা। গোসল সেরে এসে আমি তাদের পরিচয় নিলাম। চৌকার ম্যাটকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম কারা তাদেরে এনেছে এবং ৪ খাতার কে এসব ইউনিভার্সিটির ছেলেদের মেন্টাল থেকে পানি টানার জন্য এখানে পাঠিয়েছে। জব্বার জোর করে এদেরে পাঠিয়েছে বলে ম্যাট আমাকে রিপোর্ট দিল। আমি কারণ বুঝলাম। ত্বরা করে তৎকালীন সুবেদার আবু তাহের মিঞার নিকট

www.pathagar.com

কেস টেবিলে গিয়ে বললাম, "সেভেন মার্ডার কেসের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-দের দিয়ে 'জল ভরিতে' এভাবে পানি টানানো খুবই অন্যায় হবে। তারা আজ না হয় অসুবিধায় আছে। কিন্তু কালই এদের ব্যাপারে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি শুরু হবে। এদের অপরাধ যা-ই হোক তাদেরে রাজনৈতিক মার্যাদা দিতে হবে। জব্বার এদের থেকে টাকা-পয়সা পান-সিগারেট না পেয়ে জিদ করে এদেরে জেনারেল কিচেনে জল ভরিতে কাজ করতে পাঠায়েছে। আপনি তাড়াতাড়ি এদেরে এখান থেকে উঠিয়ে নিন।" কাল বিলম্ব না করে আমার সাথে কিচেনে এসে তাদেরে সরিয়ে নিলেন ও প্রায় সবাইকে আমি যেখানে থাকি সেখানে থাকতে দিলেন তিনি। এভাবে তাদের সাথে একটা ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠে।

গোটা বাংলাদেশে আমাদের বিচারাধীন ও সাজা প্রাপ্তদের জন্য থানায়-কোর্টে-কাচারীতে হাইকোর্টে তদবীরের কাজ করেছেন নোয়াখালীর ছোট ভাই সফিউল্লাহ মিঞা। একদিন দু'দিন নয়, গোটা কয়েক বছর ছাত্র অছাত্র সকলের মুক্তির ব্যবস্থা করার জন্যই তিনি নিরলস কাজ করেছেন খোঁজ খবর নিয়েছেন, জিনিষপত্র বইপত্র পাঠিয়েছেন। মুরব্বিরা তাকে আদর করে ডাকতেন 'এটর্নি জেনারেল।' তিনি নিজেও জেলে ছিলেন। জেল থেকে সম্ভবতঃ '৭৩ এর শেষের দিকে মুক্তি পাবার পর থেকেই তিনি এ কাজে নিয়োজিত। দাওয়াতী কাজের যে সেলসেলা আমরা ওখানে রেখে এসেছিলাম তার ধারা খোদার ফজলে এখনো চলছে ওখানে। যথেষ্ট লোক একামতে দ্বীনের দাওয়াত কবুল করছেন এবং যে কোন হুমকীর মোকাবেলা করে কাজ করে যাচ্ছেন। ছোট ভাই সফিউল্লাহ এখনো সে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। আল্লাহ তাকে দ্বীন দুনিয়ার সাফল্য দান করুন।

হাইকোর্টের শুনানী ও রায়

হাইকোর্টে আমার আপীল দায়ের করা আছে ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে—নির্দোষ দাবী করে। আবার সরকার পক্ষও এ রায়ের বিরুদ্ধে রিভিশন আপীল দায়ের করেছেন—জঘন্য অপরাধী হিসাবে আমার শাস্তি বাড়িয়ে—ফাঁসি অথবা জরিমানা সহ যাবজ্জীবন দণ্ডের জন্য। বহু অপেক্ষার পর তদবির ছাড়াই ১৯৭৬ সনের ২২, ২৩ ও ২৪ মার্চ হাইকোর্টে উভয় আপীলের শুনানীর তারিখ ধার্য হলো। ২৯শে এপ্রিলে রায় ঘোষণা হল। দলিল সংরক্ষণ ও বিজ্ঞ এবং উৎসুক্য পাঠকদের জন্য হাইকোর্টের এ শুনানী ও রায় এখানে হুবহু সন্নিবেশিত করা হলো।

www.pathagar.com

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
Criminal Appellate Jurisdiction
The 29th April, 1976

PRESENT :
Mr. Justice Badrul Haider Chowdhury
and
Mr. Justice Siddique Ahmed Chowdhury
CRIMINAL APPEAL NO. 65 of 1972.

A.B.M. Abdul Khaleque @ Abdul Khaleque ..... Appellant

-versus-

The State ... ... For the Respondent
Mr. Muzibur Rahman ... ... For the Appellant,
Mr. Abdul Aziz ... ... For the State.

ORDER

We direct that the accused-Appellant named A.B.M. Abdul Khaleque alias Abdul Khaleque be at once released if not wanted in any other connection and be informed that his appeal has been allowed and he has been acquitted.

Badrul Haider Chowdhury.
Judgment follows,— Siddique Ahmed Chowdhury.

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH :
HIGH COURT DIVISION.
CRIMINAL APPELLATE/REVISIONAL JURISDICTION
The 29th April, 1976.
PRESENT :
Mr. Justice Badrul Haider Chowdhury.
and
Mr. Justice Siddique Ahmed Chowdhury.
CRIMINAL APPEAL NO. 65 OF 1972 WITH REV. 220 OF 1972.

www.pathagar.com

1. A.B.M. Abdul Khaleque @ Abdul Khaleque ..... Appellant.

-Versus-

1. The State ... ... Respondent.

Mr. Mujibur Rahman
Mr. Abdul Wadud Khan

and

Mr. Saad Ahmed ... ... For appellant.

Mr, Abdul Aziz ... ... For the State.

Heard on 22nd, 23rd & 24th March, 1976.
Judgment on 29th April. 1976.

BADRUL HAIDER CHOWDHURY, J :

This appeal is directed against the order of conviction under section 364 B.P.C. read with clause B of Article II and Schedule part II of president's Order No. 8 of 1972, sentencing the appellant for rigorous imprisonment for 7 years and a fine of Taka 10,000/-in defult R.I. for one year which will run consequetively.

The prosecutuion case was that on the 14th December, 1971 at about 6 or 6-30 p.m. during the curfew hours the accused appellant along with other members of his party armed with stengun revolver etc. kidnapped Mr. Shahidullah Kaiser from his residence with intent to kill him and since then Mr. Shahidullah Kaiser could not be traced out. The appellant was the Secretary of Jamat-e-Islami party and member of Al-Badar Bahini and he aided and supported the Pakistan Army and thus became collaborator within the meaning of P.O. 8/72. The F. I. R. was lodged on 20.12.71. The Police after investigation submitted charge-sheet against the accused under section 364 B.P.C. read with P.O. 8 of 1972.

www.pathagar.com

The defence base is that accused Abdul Khaleqe was a member of the Jamat-e-Islami party and also a Secretary but he was neither a callaborator nor a member of Badar Bahini. Further he never kidnapped Shahidullah Kaiser and he has been falsely entangled in this case purely on the guess that some members of Jamat e Islami party was responsible for kidnapping. The defence challenged his identification on the ground that immediately after his arrest he was brought to the house of Mr. Shahidullah Kaiser and the withesses had the opportunity of seeing him and his photo was published in the daily newspaper after his arrest.

The prosecution case was given by P. W. I. Nasir Ahmed who stated that he was the brother-in-law (Sister's husband) of Shahidullah Kaiser. Mr. Kaiser was a supporter of liberation Movement. On the date of occurence 7 or 8 persons entered into the house at 29, Kayittuli, Dhaka, and they had gun, revolver, rifle in their hands. These people were in ash-coloured uniform and the witness stated that he could recognise them to be member of Al-Badar party. Though there was black out the witness switch on the lights of their house and 4 persons entered into the room of Shahidullah Kaiser and dragged him out from bed and took him with them by force. Withnesses further stated, wife and children of Shahidullah Kaiser were brushed aside by the handle of the stengun when they wanted to resist. He further stated that they were apprehensive that Shahidullah Kaiser would be killed as by that time word got round that intelligentia were being taken away and killed. The witness further stated that they looked for Shahidullah Kaiser and they found the dead body of persons like Fazle Rabbi, Allem Choudhury, prof. F. Rahman but could not see the dead body of Shahidullah Kaiser. The witness further stated that Mr. Zakaria was with him and the wife of Shahidullah Kaiser, his own wife, Zakaria and Zakaria's wife

www.pathagar.com

were all present when Shahidullah Kaiser was Kidnapped from the house. He stated he could recognise by face and Zakaria told him that he also recognised one men by face. That at about 8 P.M. he tried to contact his relatin and the thana also, but no help came either from thana or from any other quarter as there was curfew and the adminstration itself was at dead end. He further stated that after liberation on 16th December, 1971 they again searched for Shahidullah Kaiser and in course of doing so they heard from the Imam of Kayettuli Mosque that accused Abdul Khaleqe enquired about Shahidullah Kaiser from him on 14.12 72. Imam further stated to him that Abdul Khaleque was a member and worker of Jamat-e-Islami and was also a member of Al-Badar. The witness further stated that he and Zakaria and others visited the house of Abdul Khaleque but he was found absent. The owner of the house Habibur Rahman P.W. told them that Khaleque left the house on 16.12.71. They got the key from the house owner and found many papers and files which showed correspondence between Jamat-e-Islami and Pak army. The witness then stated that they got the trace of some of the relations of Abdul khaleque and looked for him with the Mukti Bahini. He further stated that owner of the house Habibur Rahman told him that Khaleque had a revolver and on 15.12.71 when Habibur Rahman delayed in opening door Abdul Khaleque pointed his pistol on his person. The witness than stated that they searched for Abdul Khaleque on 22.12.71 at the house of his Bhairabhai ; they found him there and immediatly recognised that Abdul Khaleque was one of the persons who kidnapped Shahidullah Kaiser. The viteness stated that he identified him and he was arrested and boarded in a car. On the admission of Abdul Khaleque Mukti Bahini recovered revolver with 44 arms and ammunition. He stated that they lodged the F.I.R, on 20.12.71 Mr. Zahir Raihan, younger brother of Shahidullah Kaiser conducted a private enquiry. He stated that the papers which were fround in the

www.pathagar.com

premises of Abdul Khaleque were given to Mr. Zahir Raihan. The witness further stated that Mr. Raihan was also missing from Mirpur since 30.1.72. In cross examination he admitted that he did inform the police over phone that he recognised one man by face. He stated that the house is situated in a thickly populated area and in the afternoon of 16th December, when the neighbours came to their house he narrated the occurence to them and also told them that they could recognise one person by face. He stated that Imam was the first man who infromed them about the existence of Abdul Khaleque who was a man of Jamat-e-Islami He stated that one Major Haider searched the house of Khaleque. He stated that on 22.12 71 he first realised that accused was one of these persons who kidnapped Shahidullah Kaiser.

P.W.2 Zakaria stated that Shahidullah Kaiser was his elder brother. He stated that 4 or 5 persons entered the house by breaking the door and these accusers were armed with stengun and one of them caught hold of his hand. He notice their unifrom of clay colour which he knew to be the uniform of Albadar. These persons then took him to last floor and entered into the room of Shahidullah Kaiser and he was caught by the same persons who caught the witness. That persons first inquired about the identity of Shahidullah Kaiser to the ground floor. He stated that his younger sister Shahana and his wife Saifun nahar raised alarm, as they were apprehensive that Shahidullah Kaiser was being taken to be killed. P.W.2 furter stated that the man who caught his hand appeared to be known. He stated that they could not come out till afternoon, 16th December, 1971 as there was curfew in that area and on the 17th December Imam of the mosque Hafiz Md. Ashraf came to their house at about 8-30 or 9-00 a.m. and told that a man of Jamat-e-Islami enquired from him as-to where-about of Shahidullah Kaiser. Then they went to visit the house of this man

www.pathagar.com

of Jamat-e-Islami at 47, Aghamachi Lane. The owner of the house came out and the room was underlock and key. The onwer opened the room and they noticed there were certain files and papers which revaled that Abdul Khaleque was the Secretary of the Jamat-e-Islami Party. The witness than stated that they searched for this man and on 22.12.71 this man was found at Malibagh and at first sight he could recognised the accusd to be the man who was responsible for kidnapping Shahidullah Kaiser and this was the same man who caught him as well. He stated this accused was taken away by the Mukti Bahini. He further stated that they tried to trace Shahidullah Kaiser and at Rayer Bazar they found some other dead bodies but not of Shahidullah Kaiser. In cross examination he stated that the accused was taken by the Muktibahini from Malibagh and he was not brought to his house at Agamachi Lane. The Mnkti Bahini accompanied when the accused was captured at Malibagh. They went to Malibagh on getting a clue from the address of Not Book of the accused. The papers and note book were given to Zahir Raihan who is also missing. He could not say as to what has happened about this papers. He stated that he told the 1.0. that the accused caught his hand and both Shahidullah Kaiser and himself were dragged down from the upstair. He stated that he first knew from Imam that an Al-Badar living in the 'para' and that man was Abdul Khaleque. On gettings this information their suspiciton became deeper. He stated that he did not take part in T.I. Parade. Though he read newspaper he did not see the news of the arrest of the accused which was published with photo.

P.W.3 Habibur Rahman the owner of 47, Agamachi Lane stated that accused Abdul Khaleque was living in his house as tenant. Family of Abdul Khaleque was shifted 15/20 days before the surrender and he himself left on the 15th night. On the previous night of the surrender the accused came to

www.pathagar.com

the house at 9-30 p.m. and asked him to open the door and as he was late in opening of the door the accused pointed a pistol at his belly. He stated that accused was in the habit of going out during the curfew hours. P.W.4 Imam of Kayettly Mosque stated that on 14.12.71 after Asar prayer the accused enquired from him if Shahidullah Kaiser was residing at his house and he replied he did not know. On the 17th he came to the house of Shahidullah Kaiser on hearing that he was taken away on the 14th and he informed P.WI. and 2 that accused made query as to the where about of Shahidullah Kaiser. In cross examination he stated that he heard that Shahidullah Kaiser was taken away and as there was curfew he could not came to the house of Shahidullah Kaiser and also he could not come on 16th as he was otherwise busy. He stated that he last saw the accused on 16th December at Asar prayer time. He stated that the query did not raise any suspicion in his mind. He stated P.W. 1 & 2 told him that Al-Badar and Razakar took away Shahidullah Kaiser. He stated that accused was the Secretary of Jamat-e-Islami and used to say his prayer in the Mosque.

P.W. 5 Giashuddin a resident of the locality stated that Abdul Khaleque resided in this house for about four or five months. He last saw him at about 7-30 p.m. on the 16th December. He stated that Abdul Khaleque was a member of Jamat-e-Islami Party and his office was at Siddique Bazar. In cross-examination he stated that Mukti Bahini recovered a revolver from the premises.

P.W. 6 Fazlur Rahman Bhuiya proved the licence that were issued on 13.7.71 for revolver to accused Abdul Khaleque. It is stated that this was recommended by a Major Staff Officer and the licencing power of D.C. was then taken away by the army. He proved the licence register ext. 2 which shows that Abdul Khaleque purchased a revolver 5081 from Bushel, Karachi on 29.10.71.

www.pathagar.com

P.W. 7 Saifun Nahar, wife of Shahidullah Kaiser stated that on 14th December 1971 at obout 6 30 p.m. some Al-Badar persons forcibly entered into their house with stengun and revolver. She switched on all the lights though there was black out in the area. She was afraid because she heard that Al-Badar was killing the intelligentia who was supporting the liberation movement. Her husband was the active supporter of the movement. She stated that Al-Badar persons came upstairs with his debor Zakaria and entered into the room of husband and asked his name and when they were sure he was Shahidullah Kaiser they caught him and dragged him down. She stated that they raised alarm and attempted to resist but they were brushed aside. Both Shahidullah Kaiser and Zakaria were taken outside, she requested them not to kill her husband and debor. She did not go downstair and did not know what had happened there. She stated that subsequently P.W. 1 and 2 told her that they could recognise one person by face. She stated that she beleved that her husband were killed along with other intelligentia. She attented T.I. Parad and could identify the accused who entered into her house on 14th. In cross examination she stated that on the very night P.W. 1 and 2 told her that they could recognise one of them by face, and this was repeated also later. She stated that she did not read news paper in those days as her mental condition was not normal. She was questioned by the accused himself as to whether was it not a fact that accused was taken to her house after his arrest on 22.12.71 and detained there for about 3 hours and she asked him about the where about of her husband. The witness denied the sdggestion and stated that she did not see the accused before T.I. Parade.

P.W. 8 Neela Zakaria, wife of P.W. 2, stated that they lived in the ground floor and Shahidullah kaiser used to live in the first floor. On 14th 5 or 6 Al-Badar men forcibly entered

www.pathagar.com

into their house. She and her husband were standing at the door of the ground floor. She became terrified and switched on the lights although there was black out. She stated that one of the persons caught the hand of P.W. Zakaria and took him to the another room of the ground floor and then to the upstair, She stated that he could hear alarm from the upstair and the men who caught her husband also caught Shahidullah Kaiser and dragged them down. She enquired as to where being taken away but these persons did not reply. She stated that both of them were taken outside the house but after some time her husband came back and he tod them that Shahidullah Kaiser was taken away. She stated that her husband, Zakaria and Naser told them that they knew one man by face. She attended T.I. Parade and identified the accused. This witness also stated that she did not read newspaper on those days nor she knew whether arrest of the accused were published in the newspaper with his photograph. She denied the suggestion that her husband had told her that the accused would have chadar hanging from neck in the T.I. Parade.

P.W. 9 Shahana Begum stated that Shahidullah was her brother. She narrated as to how kidnapped. She stated that she could indentify the accused in the T.I. Parade and she mentioned that she could never forget the face of the persons who kidnapped her brother. In cross examination she stated that she did not remember as to what she told to I.O. but she noticed that the accused had a mole on his check. She stated that she told the I.O. that Zakaria Nasir told her that they recognised one of them as Abdul Khaleque. She notice a photo in the newspaper Ext. A she stated that she could find a photo in the newspaper showing that the accused was photographed at Chotakatra Mukti-Bahini Camp.

F.W. 10 Mr. Salimuddin held the T.I. Parade on 9.3.72. He stated that all the 3 witnesses P. Ws. 7. 8 and 9 identyfied

www.pathagar.com

the accused Abdnl Khaleq P. W. 11 Shahabuddin stated that he received a written F. I. R. on 20.12.71 and further stated that normal work could not be performed and at that time it was under the control of the Mukti Bahini. P.W. 12 investigated the case. He took up investigation on 3.2.72 and examined the witnesses. He heard that Zahir Raihan was in possession of certain papers but nobody could give any trace of this man. He formaly arrested the accused on 8.3.72 in connection with this case and submitted charge sheet on 20.4.72. In cross examination he stated that he was not introduced to the Mukti Bahini who searched the house of the accused. He heard from the complainant that accused were arrested by the 'Muktees'. The accused himself told him that was taken Mukti camp after his arrest but he could not say as to which camp was it. He stated that Sahana Begum did not told him that she had recognised a man who had a mole in his check. P.W. 13 Abdul Barek stated that he investigated the case in the begining and there after this case was taken by C.I.D. for investigation. In cross examination he stated that on 31st December, 1971 complainant informed him over phone that the accnsed was arrested by the Mukti Bahini and he was handed over to the Jail Authority. He did not submit any report to S.D.O. showing him arrested in connection with this case nor did he meet the accused in jail. On 10 January. 1972 he enquired from the complainant it the dead body of Shahidullah could be traced out. He stated that he had no knowledge about P.W. Hafez Ashrafuddin. He stated that he attended the Thana on 20th, 21 and 22nd December, 1971-

These are all the evidence that were adduced by the prosecution in aupport of its case.

The appelant has challenged this conviction. Mr. Muzibur Rahman the learned Advocate. appearing for the appellant has argued that the trial court was swayed by the impression that

www.pathagar.com

the appellant was a member of the Baddar Bahini although there is no such evidence. Having formed such opinion, it was argued, the trial court was guided by the factor that the accused used to travel freely during the curfuw hours and as such it concluded that the accused was a collaborator. Next the learned Advocate argued that having formed this opinion that the accused was a member of the Badar Bahini and a collaborator he obtained a licence for a revolver and he actually purchased a revolver on 22.10.71 has conclusively porved that the appellant was a collaborator of the Pakistan Army. The trial court, it was argued then relied on the evidence of P.Ws. 7, 8 and 9 who identified the accused in the T. I.Parade. The trial court then considered the evidence of P. W. 4 Hafiz Md. Ashraf that accused query about Shahidullah Kaiser, the trial court concluded that the accused was one of those persons who kidnapped Shahidullah Kaiser. Mr. Muzibur Rahman, the learned Advocate, strenuously argued each of the individual item of evidence could be explained away without having any connection with each other and the reasons that found favour with the trial court in coming to the conclusion that the accused was one of those kidnappers was erroneous. The learned Advocate argued that P.W.4 Hafiz Md. Ashrafuddin did not say that the accused was a member of Badar Bahini. We have considered the evidence of P.W. 4 and it is found that witness did not say that the accused was a member of Badar Bahini. In the F.I.R. that was lodged on 20th December, it is mentioned that the accused was a member of the Badar Bahini. This F.I.R. was lodged before the arrest of the accused. We have scrutinised the evidence of the prosecution witnesses and we have not come acrose any evidence of the prosecution witnesses and we have not come across any evidence that the accused was a member of Badar Bahini. It is true that the accused was a member of Jamat-e-Islami party and that has not been denied. It is true that the accused obtained a

www.pathagar.com

licence of revolver and in fact did purchase a revolver in August, 1971. The trial court found that the prosecution failed to establish any case under Article 11 (b) of Party IV of P.O. 8 and that the prosecution faild to establish that the acused did any act of collaboration within the meaning of article 2 (b) of P.O. 8. In that view of the matter the possession of revolver by appellant lossess its importance. Now the question is whether the accused was one of the miscreant who kinapped Shahidullah Kaiser on 14.12.72. The evidence on this point is those of P.Ws. 1, 2, 7, 8 and 9 P.W.1 Nasir lodged the F.I.R on 20.12.21 informing that some members of Badar Bahini had kidnapped Shahidullah Kaiser and then it is mentioned that particulars of one M.A. Khaleq was recovered from the local people and he used to lived at 47, Agamashi Lane. Then the F.I.R says. He lifted Shahidullah Kaiser. He is a wholetime worker and leader of Jamat-e-Islami and Badar Bahini." Mr. Mujibur Rahman streneuosly challenged this F.I.R. No. evidence was led that any of the witnesses of the locality have stated that Abdul Khaleque kidnapped Shahidullah Kaiser. The only evidence is P.W. 4 Imam of the Mosque who stated that he made a query on the 14th as to whether Shahidullah Kaiser resides in the house. The learned Advocate argued that if that the culprit was watching the movement of Shahidullah Kaiser then it is too much to expect because the witness say that such query did not arise any suspicion in his mind. The evidence is that the appellant used to reside in the same locality in the last 2/3 years and he used to reside in 47, Agamasi Lane for 4/5 months. It is a thickly populated area and the house of Shahidullah Kaiser is intervened by 2 or 3 house from the mosque to the west of the house of accused is to the south of mosque intervened by 4/5 houses. The evidence of Imam that accused used to offer his prayer in the mosque. Hene it is argued that the opportunity of seeing each other in such locality is heavey.

www.pathagar.com

Mr. Mujibur Rahman argued that this query by appellant should be taken in that light when the situation was abnormal and such query is expected from the neighbour specially in view of the fact that Shahidullah Kaiser was a renowned intelligentia. Then the learned Advocate pointed out that after receiving this information on the 17th from the Imam P.Ws. 1 and 2 rushed to the house of appellant and there they could not find him and P.W.3 Habibur Raman told them that accused left the house on the previous night of Surrender, that the accused left the house on previous night of surrender as stated by P.W. 3 is inconsistent with the statement of P.W.4 that he saw the accused in the afternoon on they day of surrender on 15.12.71 on the road and the same was deposed by P.W. Giasuddin that he saw the accused at 7-30 P.M. on 16.12.71 at the point of metting of the main road. The eveidence is that his family was shifted 15/20 days before this surrender. Absence of the accused from his premises can therefore be not taken as a circumstances causing this suspicion into his movement. Then the witness could not find him in the premises and found certain papers which revealed that he was a member of the Jamat-e-Islami party and certain correspondences with Pak Army was found but what those correspondences were is not known because nothing was given in evidence and the I.O. stated that he tried to trace those documents but he was told that those papers were with Mr. Zahir Raihan who himself could not be traced. Therefore no openion can be formed this way or other that certain correspondences with Pakistan Military was found in the premises of the accused. The accused did not deny that he was a Secretary of Jamat-e-Islami Mr. Mujibur Rhaman argued that by itself could not be taken as a proff of his guilty. When the prosecution witnesses could not find the accused in his premises the evidence is that they started looking for him taking address of his relation with the help of Mukti Bahini. Eventually P.W.I stated that they found him at Malibag in the house of his bhaira

www.pathagar.com

bhai and the moment he saw him he recognised the accused as one of those persons who kidnapped Shahidullah Kaiser from his house P.W. stated that he identified him and the accused was arrested and borded in a car. It was unfortunate that no evidence was given as to before whome P.W. 1 identified the appelant Abdul Khaleque. No member of Mukti Bahini who was with him was examined and therefore the evidence that he identified him the moment he saw remains uncorroborated by any independent witness. It is true that P.W. 2 Zakaria Habib said the same thing that a first sight he could recognise the accused to be the man who caught him and his brother Shahidullah Kaiser. The questions is whether P.W. 1 corraborates P.W. 2 as to the piece of the evidence. Both these witnesses stated that they told they could recognise one of them by face on the 14th. In cross examination P.W. 1 stated that he did not told the police over phone that he recognised one man by face P.W. 2 Zakaria also said that he recognised one man by face but this fact was not mentioned by one man by face but this fact was not mentioned any other independent witness that P.Ws. 1 and 2 recognised the culprit by face What is strange is this that when the F.I.R. was lodged on the 20th the name of the appellant was specifically mentioned as the Kidnapper although none of them had seen the face of the accused till them it so that P.W. 1 and 2 knew the face of the accused then why this fact was not mentioned in the F.I.R. at all. This omission speaks volume against the prosecution. P.W. 7 stated that on the very night Nasir Ahmed and Zakaria told that they could recognise one of them by face and so also said by P.W. 8 Nella Zakaria and P.W. 9 also stated in cross examination that Zakaria and Nasir told her on the very date of occurrence that they recognised one of the kidnapper as Abdul Khaleque. To say the least this witness has gone one step further because she voluntered the name of the appellant. Wheress the evidence was

www.pathagar.com

that P.Ws. 1 and 2 recognised the accused by face. Be that as it may, this evidence stares on the face of the other evidence of P.W. 1 when he stated that their neighbours had come to their house in the afternoon on 16.12.71 and heard about the occurrence and he told to some of them that he could recognise one by face. Though he said that he could not say to whom he told this. If on the 16th afternoon P.W. 1 told to some of the neighbours that he had recognised one miscreant by face then question again comes then why the matter was not mentioned in the F.I.R. and secondly why not a single witness from the locality has that P.W. 1 and 2 mentioned that they recognised one miscreant by face. P.W. 3 is the owner of the house in which Abdul Khaleque was staying. F.W. 4 is the Imam of the mosque who stated that he used to visit the house of the Shahidullah Kaiser frequently and P.W. 5 Giasuddin who was close neighbour residing as 58/1 Agamosi Lane. None of these witnessess had stated that P.W. 1 and 2 gave out that they recognised one of the miscreants by facc. Nor any other witnesses was examined to corraborate P.Ws. 1 and 2. The argument that this corraboration can be had from the evidence of P.Ws. 7, 8 and 9 do not appeal to us because of many factors that came into play by that time which we shall now mention. Ext. A is newspaper, a coppy of Purbadesh dated 23rd December, 1971. Though strictly if is not admissible in evidence, a discussion will show how it has affected the admissible evidence in trial. In the first page of the newspaper which was printed in multi colour ink in view of the leaders of the national struggle have come back. The news on the 1st page on the first left hand column says "জামাতের খলেক ধরা পড়েছে with a photograph apprentlally of Abdul Khaleque. The other report then gave details at page 3 of the same copy of the newspaper and gives the story that the Lanlord of Abdul Khaleque attempted to arrest him but Khaleque threatened him with revolver and escaped.

www.pathagar.com

Then the report says that Khaleque was identified by Imam of the mosque after his arrest and this Imam informed that Khaleque made query about Shahidullah Kaiser. Then the reporter comments that the paper thave been found in the premises of Abdul Khalequs show that he was very much in the league with Pakistan Army. The report further says that the relation of Shahidullah Kaiser have successfully identified Abdul Khaleque and further states that at the time of lifting Shahidullah Kaiser Khaleque was with them and "তার মুখ সাদা কাপড় দিয়ে বাধা ছিল বলে তার আত্মীয়-স্বজন জানান।" The reporter then says Abdul Khaleque on being interrogated stated that he pointed out the house of Shahidullah Kaiser to the member of Badar Bahini but he himself was not with them. Thereafter the reporter goes on giving detaild of Khalequ'es profession, monthly income and that he confesse that "তার লিখিত জবান বন্দিতে ৮ জন লোকের নাম প্রকাশ করেছে এবং বলেছে এই ৮ ব্যক্তিকে আটক করতে পারলে হত্যাকাণ্ডের সব ঘটনা জানা যাবে।"

Then the report says there was a operation in charge who came along with the leader of Jamat-e Islami to the office of the party and took away money on 14th December. The report adds be it noted that there was curfew on the day. This copy of the newspaper was shown to the P.W, 9 who stated that she read newspaper but did not read this copy and she stated that accused had a mole on his check and he had a beard. It is true that in the phoggraph of Abdul Khaleq beard that it was not grown in a week is apparent. It seems he was in the habit of keeping beard for quite sometime before. If Abdul Khaleque was a bearded man and he came to kidnap Shahidullah Kaiser then it is strange why P.Ws. 1, 2, 3, 7. 8 and 9 did not say that the accused was a bearded fellow. Another photogrph of Abdul Khaleque was published on the same date in daily Ittefaq. We have gone through this news-

www.pathagar.com

paper and our opinion is that keeping the atmoshpher of in mind it is not difficult to say that certain amount of emotion has swayed the prosquetion witnesses and this sense of physicological feelting that the murder of the intelligntia was planned by Jamat-e-Islami was a responsible to the filling of the F.I.R. 20th December, 1971 that Abdul Khaleque was the culprit and this very phsycological factor had dominated the mind of the prosecution witnesses so much so that because Abdul Khaleque belonged to Jamat e-Islami a precoceived notion came into play in their judgment that Khaleque would be the persons who must have done it. This is not legal evidence. This trial by rumours, gossips and sentiments. Asfor the publication of the photograph of appellant in those two newspapers we would like to point out that this is contrary to the Identification of the prisoners 'Act 1920. Under the law such photograph cannot be published. The identification of prisoners' acts authorises photographs of some of the criminals and convicts for certain purposes but not for the purpose of circulating the news item of the commission of an offence. Section 5 of Act. 23 of 1920 provides that only Magistrate of the 1st Class may give an order for taking photogragraph of a person. Section provides that such photograph must be destroyed if the accused is released or discharged or acquitted unless the Court is of the view that it should be kept. The Police Regulation Bengal 1943 as published by the authority of the Government of the People's Republic of Bangladesh provides by Regulation No. 635 under what circumstances photegraph could be taken of the criminal and that only on specific order of Superintendent of Police or officer of the higher rank. Regulation 639E deals that for the purpose of identification a photograph may be taken but it must be kept in an envelop and should not be opened until the time of identification and that again in the presence of either a Magistrate or of the two or more respectable persons

www.pathagar.com

Clause (f) provides that ordinarily photograph is to be taken after conviction but in certain cases like note forgery, swindling etc. or if the accused belonged to registered criminal tribe then photograph can be taken. In view of this Regulation the openion is that the publication of the photograph of the appellant in the daily newspaper as one of the accused was illegal. If the rule of law is to be ensured than the authorities concerned should take note of the law regarding publication of photographs of accused persons before any T.I. parade unless it is permissible by law, Now we come to the evidentiary value of the evidence of P.W. 7, 8 and 9. P.W. 7 is the wife of Shahidullah Kaiser. P.W. 8 is younger sister-in-law of Shahidullah Kaiser. P.W. 9 is another sister of Shahidullah Kaiser. Their emotion can be well-imagined then express. A noted intelligentia as Mr. Shahidullah Kaiser was and therefore the relation of his were naturally overwhelmed with grief. The whole nation was mortified and felt a deep sense of loss which can never be compensated. At the time when these witnesses were deposing not only Mr. Shahidullah Kaiser but another illustrious son of the country, his younger brother Mr. Zahir Raihan, also was missing. The loss is too much both for the nation and for the family. But when the issue between state and Abdul Khaleque is whether appellant Abdul Kaaleque was responsible for kidnapping, that issue must be settled by law and law only. The evidence therefore has to be scrutinised in minute detail and having done so our opinion is the prosecution has failed to prove this case against the appellant for reasons (a) the mentioning of the name of Abdul Khaleque in the F.I.R. on 20.12.71 was motivated because till then nobody had seen Abdul Khaleque nor any dody has mentioned was from P.W. 4 that Khaleque made query ;

www.pathagar.com

(b) Not a single witness to whom allegedly P.W. 1 and 2 had stated that they recognised the face of one miscreant was examined.

(c) The independent witnesses P.Ws. 4, 5 and 6 did not say that P.W. 1, 2 or 7, 8 and 9 had stated to them that they recognised one by face.

(d) Publication of photograph of Abdul Khaleque on 23rd December, 1971 has dominated the mind and judgment of the witness and therefore deposing at a much later period in July 1972 they were obsessed with the idea that this was the man who must have committed the murder.

(e) That Abdul Khaleque had a beard or a mole on his check was not mentioned by evidence save and except P.W. 9 that he had a mole on this check. We do not like to hazard any openion but apparently from the photograph it seems that Abdul Khaleque had a mole on his cheek. Then the beard of Abdul Khaled had a busy beard and if Abdul Khaleque was a man who came to kidnap Shahidullah Kaiser then it is beyond comprehention as to why the prosecution witnesses did not mention in the F.I.R. that one bearded man was with the kidnappers.

(f) Circumstances showing that Abdul Khalequ was a member of Jamat-e-Islami dominated the mind and judgment of the prosecution witnesses because impresion was created that Jamat-e-Islami was against the movement of the liberation. Be that as it may, this impression was responsible for influencing the inductive reasoning of the witness.

g) Publication by the newspaper as to how he was arrested where he was arrested and what he stated and what he did not say had a cumulative effect which reflected in the evidence of the prosecution witnesses.

www.pathagar.com

h) Possession of licence of revolver by Abdul Khalequ and evidence of Habibur Rahman that he pointed out at him while he was late in opening the door was responsible for a knowledge that Abdul Khaleque was a man of desparete character. Even assuming that Abdul Khaleque was a man of such disposition the question is whether he displayed such attitude with while kidnapping the accused Shahidullah Kaiser. Not a single witness stated that a bearded man was armed with revolver. Then the probable argument could be advanced fixing the identity of the accused. The trial court itself has found that there was no other over act by Abdul Khaleqne which would show that he acted as a culprit within the meaning of P.O.

(i) None of the witnesses have proved that he was Al-Badar Bahini.

j) None of the members of Mukti Bahini who apprehended the accused at Malibag was examined and therefore the evidence that P.Ws. 1 and 2 had identified on the spot remains uncorroborated.

In the circumstances, therefore, the openion is that doubt has crept in into the prosecution case and this doubt goes in favour of the accused and we accordingly give him benefit of doubt and the accused appellant is acquitted and it is directed that he be set at liberty if not wanted in any other connection.

In the result the appeal is allowed.

The Rule of enhancement being criminal Revision No. 220 of 1972 is accordingly disposed of.

Badrul Haider Chowdhury

SIDDIQUE AHMED CHOWDHURY, J.

I agree.

Quader/11.8.76. Siddique Ahmed Chowhury.

www.pathagar.com

হাইকোর্টের শুনানী ও রায়ের বাংলা অনুবাদ

সুপ্রীম কোর্ট বাংলাদেশ হাইকোর্ট ডিভিশন
ক্রিমিনাল আপীলেটরিভিশনাল জুরিসডিকশন
২৯শে এপ্রিল ১৯৭৬ ইং

উপস্থিত

(১) মিষ্টার জাষ্টিস বদরুল হায়দার চৌধুরী

এবং

(২) মিষ্টার জাষ্টিস সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী

ক্রীমিনাল আপীল নং ৬৫, ১৯৭২ রিভিশন ২২০, ১৯৭২

(১) এ. বি. এম. আবদুল খালেক ওরফে আবদুল খালেক...আপীলেন্ট।

বনাম

(২) বাংলাদেশ সরকার ... ... রেসপনডেন্ট।

মিষ্টার মজিবুর রহমান
মিষ্টার আবদুল ওয়াদুদ খান এবং আপীলেন্টের পক্ষে
মিষ্টার সা'দ আহমদ

মিষ্টার আবদুল আজিজ ... ... সরকার পক্ষে

মামলাটি ১৯৭৬ সনের মার্চ মাসের ২২, ২৩ ও ২৪ তারিখে শুনা হয়। আর ওই সনেরই ২৯শে এপ্রিল রায় ঘোষণা হয়।

এই মামলার মূল বাদীর বর্ণনা ছিল যে ১৯৭১ সনের ১৪ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা অথবা সাড়ে ৬টার দিকে ব্লাকআউটের সময়ে আপীলকারী বিবাদী তার দলের সদস্যসহ ষ্টেনগান, রিভলবার ইত্যাদি অস্ত্র সস্ত্রে সাজ্জিত হয়ে শহিদুল্লাহ কায়সারকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে অপহরণ করে। শহিদুল্লাহ কায়সারকে আর পাওয়া যায়নি। আপীলকারী জামায়াতে ইসলামী পার্টির (অফিস) সেক্রেটারী এবং আল বদর বাহিনীর সদস্য ছিল। তিনি পাকিস্তান আর্মিকে সমর্থন ও সহযোগিতা করেছেন। তাই তিনি ১৯৭২ সনের ৮নং প্রেসিডেন্ট অর্ডার অনুযায়ী কলাবোরেটর। ২০/১২/৭১ থানায় এজাহার করা হয়েছে। তদন্ত করার পর পুলিশ বিবাদীর বিরুদ্ধে ১৯৭২ সনের প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং ৮ এর অধীন বাংলাদেশ প্যানাল কোড এর ৩৬৪ ধারায় চার্জসীট দায়ের করেছে।

www.pathagar.com

বিবাদী পক্ষের বর্ণনা হলো যে বিবাদী আবদুল খালেক জামায়াতে ইসলামীর একজন মেম্বার এবং এ দলের একজন (অফিস) সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি না ছিলেন পাক আর্মির কলাবোরেটর আর না ছিলেন বদর বাহিনীর সদস্য। উপরন্তু তিনি শহিদুল্লা কায়সারকে কখনো অপহরণ করেননি তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ এ মামলায় আসামীকে অন্যায়ভাবে জড়িত করা হয়েছে। বিবাদী পক্ষ তার আইডেন্টিফিশনকেও চ্যালেঞ্জ করেছেন। কারণ গ্রেফতার করার সাথে সাথেই আসামীকে শহিদুল্লাহ কায়সারের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ সুযোগে সাক্ষীগণ তাকে দেখে ফেলেছেন এবং গ্রেফতারের পর সকল জাতীয় দৈনিক খবরের কাগজেও তার ছবি ছাপা হয়েছে। বাদীপক্ষের ১নং সাক্ষী নাসির আহমদ বলেন তিনি শহীদুল্লাহ কায়সারের ভগ্নিপতি। জনাব কায়সার ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের একজন সমর্থক। ঘটনার দিন ৭/৮ ব্যক্তি ঢাকার ২৯ নং কায়েতটুলীর বাড়ীতে প্রবেশ করে। তাদের হাতে ছিল স্টেনগান, রিভলবার, রাইফেল। তারা ছাই রঙের ইউনিফরম পরাছিল। সাক্ষী তাদেরকে আল বদর বাহিনীর সদস্য হিসাবে চিনতে পেরেছিলেন। ব্ল্যাক আউট থাকা সত্বেও সাক্ষী বাড়ীর সব লাইটগুলো এ সময় জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। চার ব্যক্তি রুমে ঢুকে সহিদুল্লা কায়সারকে তার বিছানা থেকে ধরে নিয়ে যায়। সাক্ষী আরো বলেন—শহিদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা বাধা দিতে এলে তারা তাদেরকে সরিয়ে দেন। তিনি আরো বলেন, সে সময় অনেক বুদ্ধিজীবিকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই তারা ধরে নিয়েছিল যে কায়সারকে মেরে ফেলা হবে। তারা বিভিন্ন জায়গায় তাকে খোঁজা খুঁজি করেছেন। তারা ফজলে রাব্বি, আলীম চৌধুরী প্রঃ এফ রহমানের লাশ দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু শহিদুল্লাহ কায়সারের মৃত দেহ খুঁজে পাননি। সাক্ষী আরো বলেন যে শহিদুল্লাহ কায়সারকে নিয়ে যাবার সময় জাকারিয়া নিজে তার স্ত্রী, কায়সারের স্ত্রী, উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন যে তিনি চেহারা দেখে একজনকে চিনেছেন এবং জাকারিয়াও একজনকে চেহারায় চিনেছেন বলে জানিয়েছেন। রাত ৮টার দিকে আত্মীয় স্বজন ও থানার সাথে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু থানা বা অন্য কোনখান থেকে কোন সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। কারণ তখন কারফিউ ছিল। এবং প্রসাশন ছিল অচল। সাক্ষী আরো বলেন, স্বাধীনতার পর ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭০. তারা আবার শহিদুল্লাহ কায়সারের তালাশে বের হন। এ সময় তারা কায়েতটুলী সসজিদের ইমামের নিকট শুনতে পান যে ১৪/১২/৭১ এ বিবাদী আবদুল খালেক তার নিকট শহিদুল্লাহ কায়সার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলন। বিবাদী আবদুল খালেক জামায়াতে

www.pathagar.com

ইসলামীর একজন কর্মী ও সদস্য এবং 'আল বদরেরও একজন সদস্য বলে ইমাম তাদেরকে জানিয়েছিলেন। সাক্ষী আরো বলেছেন যে তিনি ও জাকারিয়া এবং অন্যান্যরা সহ আবদুল খালেককে তার বাড়ীতে খুঁজতে গিয়েছিলেন কিন্তু তাকে ওখানে পাওয়া যায়নি বাড়ীর মালিক সাক্ষী হাবিবুর রহমান তাদেরে বলেছেন যে আবদুল খালেক ১৬/১২/৭১ বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন। তারা বাড়ীর মালিকের নিকট চাবি চেয়েছিলেন। এবং অনেক কাগজ ও ফাইল পত্র পান যা জামায়াতে ইসলামী ও পাক আর্মির সাথে যোগাযোগ সম্বলিত ছিল। তারা আবদুল খালেকের একজন আত্মীয়ের ? সন্ধ্যান পেয়ে মুক্তি বাহিনী সাথে নিয়ে তার খোঁজে বের হয়ে যান। সাক্ষী আরো বলেন যে বাড়ীর মালিক হাবিবুর রহমান তাদেরে বলেছিলেন, আবদুস খালেকের একটি রিভালবার ছিল ১৫/১২/৭১ তারিখে হাবিবুর রহমান দরজা খুলতে দেরী করায় তার উপর তিনি পিস্তল উঠিয়ে ধরেছিলেন এবং সাক্ষী এর পর বর্ণনা করেন যে তারা ২২/১২/৭১ তারিখে আবদুল খালেককে তার এক ভায়রা ভাইয়ের বাড়ীতে খোঁজে পান। এখানে তাকে সাথে সাথে তারা সনাক্ত করেন যে, যারা শহিদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণ করেছিলন আবদুল খালেক তাদের একজন। সাক্ষী বলেন তিনি তাকে সনাক্ত করেন। তাকে গ্রেফতার করে একটি গাড়ীতে করে নিয়ে আসেন। আবদুল খালেকের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী মুক্তি বাহিনী ৪৪টি বুলেটসহ রিভলবারটি উদ্ধার করে। তিনি বলেন, তারা ২০/১২/৭১ এজাহার দায়ের করেন। শহিদুল্লাহ কায়সারের ছোট ভাই জনাব জহির রায়হান একটি প্রাইভেট ইনকোয়ারী কমিটি গঠন করেছিলেন। আবদুল খালেকের বাড়ী তল্লাশী করে যে সব কাগজ পত্র পাওয়া গিয়েছিল তার নিকট জমা দেয়া হয়েছে। সাক্ষী আরো বলেন যে. ৩০/১/৭২ তারিখে জহির রায়হানও মিরপুর হতে নিখোঁজ হন। জেরায় সাক্ষী এ কথা স্বীকার করেন যে একজন লোককে চেহারায় চিনতে পেরেছেন বলে তিনি কোন পুলিশকে জানাননি। তিনি বলেন যে বাড়ীটি ঘন বসতি এলাকার অবস্থিত। ১৬ তারিখ বিকাল বেলায় যখন প্রতিবেশী লোকজন তাদের বাড়ীতে আসল তখন তিনি তাদের কাছে ঘটনার বর্ণনা দেন ও একজনকে চেহারায় চিনেন বলেও জানান। তিনি বলেন ইমামই প্রথম ব্যক্তি যিনি তাদেরে জামায়াতের আবদুল খালেকের এখানে থাকার কথা জানান। তিনি বলেন মেজর হায়দার বিবাদী খালেকের বাড়ী তল্লাশী করেছিল। তিনি আরো বলেন যে ২২/১২ ৭১ এ সর্ব প্রথম তিনি উপলব্ধি করলেন, যারা শহিদুল্লাহ কায়সারকে অপ-হরন করেছেন বিবাদী আবদুল খালেক তাদের একজন।

www.pathagar.com

২নং সাক্ষী জাকারিয়া : বলেন, শহীদুল্লাহ কায়সার তার বড় ভাই। তিনি বলেন ৪/৫ জন লোক দরজা ভেঙ্গে বাড়ীতে প্রবেশ করে। এই আসামির নিকট ছিল ষ্টেনগান। তাদের একজন তাকে ধরে ফেলেছিল। তাদের পোশাক মেটে রং এর বলে তিনি লক্ষ করেছিলেন। এই পোশাক আল বদরের পোশাক বলেও তিনি জানতেন। এই লোকেরা এরপর তাকে ধরে নিয়ে দোতলায় চলে যায় এবং শহিদুল্লাহ কায়সারের কামরায় প্রবেশ করে। একই ব্যক্তি যে সাক্ষীকে ধরেছিল সে-ই শহিদুল্লাহ কায়সারকেও ধরলো। সে প্রথম শহিদুল্লাহ কায়সারের পরিচয় জিজ্ঞেস করলো। তারপর তারা তাকে ও শহিদুল্লাহ কায়সারকে নীচের তলায় নিয়ে যায়। সাক্ষী বলেন, তার ছোট বোন শাহানা ও ভাবী সাইফুন্নাহার চীৎকার দিতে শুরু করলো। কারণ তারা অনুমান করেছিল যে শহিদুল্লাহ কায়সারকে মেরে ফেলার জন্যই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ২নং সাক্ষী আরো উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তি তাকে ধরেছিল তাকে চেনা চেনা বলে মনে হচ্ছিল। তারা ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর বিকালের আগে কারফিউর কারণে বের হয়ে আসতে পারেননি বলেও জানান। ১৭ই ডিসেম্বর মসজিদের ইমাম হাফেজ আশ্রাফ রাত সাড়ে ৮ টায় কি ৯ টায় তাদের বাড়ীতে এসে জানান যে জামায়াতে ইসলামীর একজন লোক তাকে শহিদুল্লাহ কায়সার কোথায় থাকেন—এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। তারপর তারা জামায়াতে ইসলামীর এ লোকটিকে খোঁজার জন্য ৪৭নং আগামাসি লেনে যান। বাড়ীর মালিক বেরিয়ে আসলেন। আর তর বাড়ী তালা মারা ছিল। এরপর বাড়ীর মালিক কামরা খুললেন এবং তারা বাড়ীতে এমন সব কাগজ ও ফাইলপত্র লক্ষ্য করলেন যাতে মনে হলো আবদুল খালেক জামায়াতে ইসলামী পার্টির সেক্রেটারী। তারপর সাক্ষী বললো, তারা ২২/১২/৭১ তারিখে মালিবাগ থেকে খোঁজে বের করেন এবং প্রথম দৃষ্টিতেই চিনতে পারেন যে যারা শহীদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণ করার জন্য দায়ী—এ তাদের একজন। সাক্ষী বলেন, বিবাদীকে মুক্তি বাহিনী গ্রেফতার করেছিল। তারা শহিদুল্লাহ কায়সারকে রায়ের বাজারে খোজে বের করার চেষ্টা করেন। কিন্তু শহিদুল্লাহ কায়সার ছাড়া অন্যান্য কিছু লাশ সেখানে দেখতে পান। এক জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে বিবাদীকে মুক্তি বাহিনী ধরে নিয়ে যায়। তাকে তাদের আগামাসি লেনের বাড়ীতে আনা হয়নি। বিবাদীকে মালিবাগ গ্রেফতারের সময় তারা সাথে ছিল। তার নোট বুক থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে তারা তাকে ধরে ছিলেন। কাগজপত্র সব জহির রায়হানের কাছে জমা দেয়া হয়েছিল। পরে তিনিও নিখোঁজ হন। এ সব

www.pathagar.com

কাগজ কোথায় তা তিনি জানেন না। সাক্ষী বলেন যে তিনি তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে বলেছিলেন, আসামী তাকে ও শহিদুল্লাহ কায়সারকে উপর তলা হতে নামিয়ে নিয়ে এসেছিলেন তিনি মসজিদের ইমাম থেকে সব প্রথম জেনেছিলেন যে পাড়ায় একজন 'আল বদর' বাস করে—এই ব্যক্তিই আবদুল খালেক। এ খবর পাবার পর তাদের সন্দেহ গনিভূত হতে থাকে। তিনি বলেন, তিনি টি, আই, প্যারেডে অংশ নেন নাই। নিউজ পেপার পড়তে অভ্যস্ত হলেও ফটো সম্বলিত তার গ্রেফতারের খবর তিনি পড়েননি।

৩নং সাক্ষী হাবিবুর রহমান: ৪৭নং আগামসি লেনের বাড়ীর মালিক বলেন, বিবাদী আবদুল খালেক তার বাড়ীতে ভাড়াটিয়া হিসাবে বাস করতেন। সারেন্ডারের ১৫/২০ দিন আগে তার পরিবার এখান থেকে চলে গিয়েছিল। আর বিবাদী নিজে এখান থেকে চলে গিয়েছিল ১৫ তারিখ রাতে। সারেন্ডারের আগের রাত সাড়ে নয়টায় আসামী বাড়ীতে এসে দরজা খুলতে বলে। দরজা খুলতে দেরী হওয়ায় আসামী তার বুকে পিস্তল ধরে। আসামী কারফিউ অবস্থায় বাইরে চলাফেরা করতেন।

৪নং সাক্ষী: কায়েতটুলী মসজিদের ইমাম বলেন, ১৪/১২/৭১ এ আসরের নামাজের পর বিবাদী তার নিকট শহিদুল্লাহ কায়সার এ বাড়ীতে থাকেন কিনা জানতে চেয়েছেন। উত্তরে তিনি জানেন না বলে জানিয়েছেন। ১৭ তারিখে তিনি শহিদুল্লাহ কায়সারের ১৪ তারিখে নিখোঁজ হবার খবর শুনে তাদের বাড়ীতে আসেন। তিনি ১নং ও ২নং সাক্ষীকে জানান যে বিবাদী শহিদুল্লাহ কোথায় থাকেন এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করেছে। এক জেরার জবাবে ইমাম জানান, তিনি শহিদুল্লাহ কায়সারকে নিয়ে যাবার কথা শুনেছেন। যেহেতু এলাকায় কারফিউ ছিল তাই এ বাড়ীতে আসতে পারেননি। এমন কি তিনি অন্যত্র ব্যস্ত থাকার কারণে ১৬ তারিখেও এ বাড়ীতে আসতে পারেন নি। ইমাম আরো বলেন সর্বশেষ তিনি বিবাদীকে ১৬ তারিখে আসরের নামাজের সময়ও দেখেছেন। তিনি আরো বলেন বিবাদী খোঁজ নেয়ায় তার মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক করেনি। তিনি বলেন যে ১নং ও ২নং সাক্ষী তাকে বলেছেন যে আল-বদর রাজাকাররা শহিদুল্লাহ কায়সারকে নিয়ে গেছে। তিনি বলেন বিবাদী জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী ছিলেন এবং এ মসজিদে নামাজ পড়তেন।

৫নং সাক্ষী গিয়াসুদ্দীন: অত্র এলাকার একজন বাসিন্দা। তিনি বলেন যে বিবাদী আবদুল খালেক এই বাড়ীতে ৪/৫ মাস থেকে বাস করতেন।

www.pathagar.com

তিনি তাকে ১৬ই ডিসেম্বর সকালে সাড়ে ৭টার দিকে সর্বশেষ দেখেছেন। তিনি বলেন আবদুল খালেক জামায়াতে ইসলামীর একজন মেম্বার। তার অফিস ছিল সিদ্দিক বাজার। এক জেরার জবাবে তিনি বলেন মুক্তি বাহিনী রুম থেকে রিভলবার উদ্ধার করেছে।

৬নং সাক্ষী ফজলুর রহমান ভূঁঞা : প্রমাণ করেছেন যে বিবাদী আবদুল খালেককে ১৩/৭/৭১ তারিখে একটি রিভলবারের লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছিল। এই লাইসেন্সের জন্য একজন মেজর ষ্টাফ অফিসার রিকমন্ড করেছিলেন। লাইসেন্স দেবার ক্ষমতা সে সময় আর্মি কর্তৃক ডি, সি, থেকে রহিত করা হয়েছিল। লাইসেন্স রেজিষ্টার ২ থেকে তিনি প্রমাণ করেছেন যে আবদুল খালেক একটি ৫০৮১ এর রিভলভার, বুসেল, করাচী, থেকে খরিদ করেছিল ২৯/১০/৭১ তারিখে।

৭নং সাক্ষী সাইফুননাহার : শহীদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী বর্ণনা করেন যে ১৯৭১ এর ১৪ই ডিসেম্বর অনুমান সন্ধা সাড়ে ৬টার দিকে কিছু আলবদরের সদস্য জোর করে তাদের বাড়ী ঢুকে পড়ে। তাদের সাথে ষ্টেনগান ও রিভলবার ছিল। ব্ল্যাক আউট থাকা সত্তেও তিনি সব গুলো লাইট জ্বালিয়ে দেন। তিনি ভীত হয়ে পড়েন। কারণ তিনি শুনেছেন, যে সব বুদ্ধিজীবি স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন দিয়েছেন তাদেরে আলবদরের লোকেরা ধরে নিয়ে হত্যা করছে। তার স্বামী স্বাধীনতা সংগ্রামের সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। তিনি বলেন আলবদরের লোকেরা তার দেবর জাকারিয়াকে নিয়ে উপরের তলায় আসে এবং তার স্বামীর রুমে প্রবেশ করে। তাকে তার নাম জিজ্ঞেস করে। তিনি শহিদুল্লাহ কায়সার বলে যখন তারা নিশ্চিত হলেন তখনই তারা তাকে ধরে ফেললেন এবং ধরে নিয়ে গেলেন। তিনি বলেন, তারা চীৎকার দিতে শুরু করলেন এবং বাধা দিতে চেষ্টা করলে তারা তাদেরকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলেন। শহিদুল্লাহ ও জাকারিয়া উভয়কে তারা নিয়ে গোলো। তার স্বামী ও দেবরকে হত্যা না করার জন্য তারা তাদেরে অনুরোধ জানালো। তিনি নিচের তলায় যাননি। সেখানে কি হয়েছে তিনি জানেননা তিনি বলেন যে ১নং ও ২নং সাক্ষী তাকে বলেছেন এদের একজনকে চেহারায় তারা চিনেন। তিনি বলেন যে, তার ধারনা ছিল অন্যান্য বুদ্ধিজীবিদের সাথে তার স্বামীকেও মেরে ফেলা হবে। টি, আই প্যারেডে তিনি অংশ নিয়েছেন। বিবাদীকে, যে ১৪ তারিখে তাদের বাড়ীতে ঢুকেছে, সনাক্ত করতে পেরেছেন। এক জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন যে, সে রাত্রেই ১নং ও ২নং সাক্ষী তাকে বলেছেন, তাদের একজনকে তারা চেহারার চিনতে

www.pathagar.com

পেরেছেন। তিনি সে সময় খবরে কাগজ পড়েননি। তার মনের অবস্থা ভাল ছিলনা। বিবাদী নিজে এ সাক্ষীকে জিজ্ঞেস করেছে যে এটা কি সত্য নয় যে আসামীকে ২২/১১/৭১ গ্রেফতারের পর তাদের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং ৩ঘণ্টার মত আটক করে রাখা হয়েছে এবং সাক্ষী বিবাদীকে জিজ্ঞেস করেছেন তার স্বামী কোথায় আছেন বলতে। কিন্তু সাক্ষী এ সাজেশন অস্বিকার করেছেন এবং বলেছেন তিনি আসামীকে টি, আই প্যারেডের আগে কখনো দেখেননি।

৮নং সাক্ষী নীলা জাকারিয়া—২নং সাক্ষীর স্ত্রী বর্ণনা করছেন যে তারা বাড়ীর প্রথম তলায় বাস করেন আর শহিদুল্লাহ কায়সার বাস করতেন দোতলায়। সাক্ষী আরো বলেন যে তার স্বামী জাকারিয়া এবং নাসের তাদের বলেছিলেন তারা তাদের একজনকে চেহারায় চিনতে পেরেছেন। সাক্ষী টি, আই প্যারেডে অংশ নিয়েছেন এবং আসামীকে সনাক্ত করতে পেরেছেন। এই সাক্ষীও সে সময় খবরে কাগজ পড়েনি বলে জানিয়েছেন এবং ফটো সহ বিবাদীর গ্রেফতারের সংবাদ খবরে কাগজে প্রকাশিত হয়েছে বলেও তিনি জানেন না। টি, আই প্যারডে আসামীর কাঁধ পর্যন্ত চাদর ঝুলে ছিল বলে তার স্বামী তাকে বলে দিয়েছেন এ সাজেশন ও তিনি অস্বীকার করেন।

৯নং সাক্ষী শাহানা বেগম: বর্ণনা করেন শহীদুল্লাহ্ কায়সার তার ভাই। তিনি টি, আই প্যারেডে আসামীকে সনাক্ত করেছেন বলেও বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, যে তার ভাইকে অপহরণ করেছে তার চেহারা তিনি কখনো ভুলবেন না। এক জেরার জবাবে তিনি জবাব দেন যে তিনি পুলিশের কাছে কি বলছেন তার স্মরণ নেই। কিন্তু আসামীর গালে যে তিলক আছে তা তিনি লক্ষ্য করেছেন। তিনি বলেন জাকারিয়া এবং নাসির তাকে বলেছিল যে তাদের একজনকে আব্দুল খালেক বলে তারা চিনতে পেরেছেন।

১০নং সাক্ষী মিষ্টার সলিমুদ্দিন: টি, আই প্যারেড পরিচালনা করেন ৯/৩/৭২ তারিখে। তিনি বলেন ৩জন সাক্ষীর সকলে (সাক্ষীনং ৭, ৮, ৯) বিবাদী আব্দুল খালেককে সনাক্ত করেছেন।

১১নং সাক্ষী শাহাবুদ্দিন: বলেন ২০/১১/৭১ তারিখে তিনি একটি লিখিত এজহার পান। সে সময় স্বাভাবিক অবস্থা ছিলনা, নিয়ন্ত্রন ছিল মুক্তি বাহিনীর হাতে। ১২নং সাক্ষী ইনসপেক্টর শামসুদ্দীন তদন্ত করেন। তিনি তদন্ত হাতে নেন ৩/২/৭২ তারিখে। প্রত্যেক সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ

www.pathagar.com

করেন। তিনি শুনেছেন যে জহির রায়হানের নিকট কিছু কাগজ পত্র ছিল কিন্তু কেউ তাকে সে সবের সন্ধান দিতে পারেনি। ৮/২/৭২ তারিখে তিনি আসামীকে গ্রেফতার করেন এবং ২০/৪/৭২ তারিখে চার্জসীট দাখিল করেন জেরার জবাবে সাক্ষী বলেন তাকে মুক্তি বাহিনীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়নি যারা আসামীর বাড়ী তল্লাশী করেছেন। বাদীর কাছে তিনি শুনেছেন যে আসামী মুক্তি বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হয়েছে। আসামী নিজেও তাকে বলেছেন যে তাকে গ্রেফতার করে মুক্তি বাহিনীর ক্যাম্পে আনা হয়েছে। কিন্তু কোন ক্যাম্পে তা বলেনি। সাক্ষী বলেন, সাক্ষী শাহানা বেগম তাকে এ কথা বলেননি যে তিনি এমন একজন লোককে সনাক্ত করেছেন যার গালে একটি তিলক ছিল।

১৩নং সাক্ষী আব্দুল বাবেক ঃ বর্ণনা করেন যে তিনি মামলাটি প্রথম দিকে তদন্ত করেন। তারপর মামলাটি সি, আই, ডি কাছে হস্তান্তর করা হয়। এক জেরার জবাবে তিনি বলেন ১৯৭১ সনের ৩১ ডিসেম্বর বাদী (নাসীর ১নং সাক্ষী) তাকে টেলিফোনে খবর জানান যে আসামী মুক্তি বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হয়েছে। এবং জেল কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এই মামলার সাথে সম্পর্কিত হবার কারণে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে দর্শায়ে S.D.O. কাছে কোন রিপোর্ট পেশ করা হয়নি আর আসামীর সাথেও তিনি জেলে সাক্ষাৎ করেননি। ১৯৭২ এর ১০ই জানুয়ারি তিনি বাদীর কাছ থেকে জেনেছেন যে শহিদুল্লাহ কায়সারেব মৃতদেহ পাওয়া যেতে পারে। তিনি বলেন ৪নং সাক্ষী হাফেজ আশ্রাফুদ্দীন সম্পর্কে তিনি কিছু জানেনা। তিনি বলেন, তিনি ১৯৭১ এর ২০, ২১, ও ২২ ই ডিসেম্বর ঢাকায় এটেন্ড করেছেন।

এ মামলার পক্ষে এ হলো উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণ যা বাদী পক্ষ এখানে পেশ করেছেন।

আপীল দায়ের কারী এ শাস্তির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করেছেন। কিন্তু এড্‌ভোকেট মিষ্টার মুজিবুর রহমান এ্যাপেলেন্টের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে (১) ট্রায়াল কোর্ট এ্যাপেলেন্ট আলবদর বাহিনীর সদস্য এ ধারনার বশবর্তী হয়ে রায় ঘোষনা করেছেন। যদিও তার আলবদর হবার এমন কোন প্রমাণ নেই। যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, এই মতামতের ভিত্তির জন্য ট্রায়াল কোর্ট যে তথ্যের উপর নির্ভর করেছেন তা হলো বিবাদী কারফিউর সময় বাইরে যেতেন কাজেই তার ধারণা বিবাদী একজন কলাবোরেটর ছিলেন (২) অতঃপর বিজ্ঞ এডভোকেট যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, এই ধারণাই যে বিবাদী একজন

www.pathagar.com

আলবদর এবং কলাবোরেটর এ কারণেই রিভলবারের একটি লাইসেন্স পেয়েছেন আর প্রকৃতই বিবাদী ২০/১০/৭১ তারিখে একটি রিভলবার খরিদ করেছেন—প্রমাণ করলো যে, এ্যাপেলেন্ট পাক আর্মির একজন কলাবোরেটর ছিলেন। যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে ট্রায়াল কোর্ট ৭নং ৮নং ও ৯নং সাক্ষীর উপর যারা বিবাদীকে টি, আই প্যারেডে সনাক্ত করেছেন, বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। অতঃপর ট্রায়াল কোর্ট ৪নং সাক্ষী হাফেজ আশ্রাফের সাক্ষী বিবেচনা করেছেন যে, বিবাদী শহিদুল্লাহ কায়সার সম্পর্কে তার কাছে জিজ্ঞেস করেছেন। এ সব বিবেচনা করে ট্রায়াল কোর্ট সিদ্ধান্তে এসেছেন যে বিবাদী শহিদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণকারীদের একজন। বিজ্ঞ এডভোকেট মুজিবুর রহমান সরকার পক্ষীয় প্রত্যেক প্রমাণের বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। বাদী পক্ষের উত্থাপিত প্রতিটি প্রমাণকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে ট্রাইবুনাল আদালতের সিদ্ধান্ত ত্রুটিপূর্ণ। বিজ্ঞ এডভোকেট যুক্তি দেখিয়েছেন যে ৪নং সাক্ষী হাফেজ আশ্রাফুদ্দীন একথা কোথাও বলেন নাই যে বিবাদী আল বদরের সদস্য ছিলেন। অথচ তার সাক্ষীকে বিবেচনা করে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। ২০/১২/৭১ এ থানায় পেশকৃত এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে যে বিবাদী আলবদরের সদস্য ছিলেন। এ এজহার দায়ের করা হয়েছে আসামীকে গ্রেফতার করার পূর্বে। বাদী পক্ষের সাক্ষীদের আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি যে সাক্ষীরা কেউ বলেনি যে আসামী বদর বাহিনীর সদস্য ছিলেন। এটা অবশ্যই সত্য যে আসামী জামায়াতে ইসলামীর একজন সদস্য ছিলেন। এ কথা অস্বীকার করা হয় নাই। এ কথাও সত্য যে বিবাদী রিভলবার খরিদও করেছিলেন। রাষ্ট্র পতি অর্ডার নং ৮, আর্টিকেল II (b) পার্ট iv অনুযায়ী ট্রায়াল কোর্ট দেখলেন যে. বাদীপক্ষ কলাবোরেশনের কোন প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি তাই বিবাদীর রিভলবার সংগ্রহের উদ্দেশ্যের গুরুত্ব শিথিল হয়ে যায়।

৩। এখন প্রশ্ন থাকলো যে এ্যাপেলেন্ট আবদুল খালেক মজুমদার কি শহীদুল্লাহ কায়সারকে ১৪/১২/৭১ এ অপহরণকারী দুষ্কৃতিকারীদের একজন? এ ব্যাপারে ১নং ২নং ৭নং ৮নং ও ৯নং সাক্ষীদের সাক্ষ্যই প্রমাণ। ১ নং সাক্ষী নাসির থানায় এজহার দায়ের করেন ২০/১২/৭১ তারিখে। এ কথা জানিয়ে যে কিছু বদর বাহিনীর সদস্য শহীদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণ করেছে। তারপর উল্লেখ করেন যে এলাকার লোকজন থেকে জনৈক আবদুল খালেকের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তিনি ৪৭ নং আগামসি লেনে বাস করতেন। এজাহারে বলা হয়েছে "তিনি শহিদুল্লাহ কায়সারকে

www.pathagar.com

উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। তিনি জামায়াতে ইসলামী ও আলবদর বাহিনীর একজন নেতা ও সার্বক্ষণিক কর্মী। মিষ্টার মুজিবুর রহমান এ এজহারকে দৃঢ় ভাবে চ্যালেঞ্জ করেছেন। এলাকায় একজন সাক্ষীও এ কথা বলেননি যে আবদুল খালেক শহিদুল্লাহ কায়সারকে অপহণ করেছেন। শুধু ৪নং সাক্ষী মসজিদের ইমাম বলেছেন যে আবদুল খালেক ১৪ তারিখে শহিদুল্লাহ কায়সার এ বাড়ীতে থাকেন কিনা তাকে জিজ্ঞেস করেছেন। বিজ্ঞ এডভোকেট যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে যদি শহিদুল্লাহ কায়সারের গতি বিধির প্রতি লক্ষ্য রাখাই অপরাধীর অভিপ্রায়; তাহলে এটা বেশী বলা হয়ে যায়। কারণ এ সাক্ষাই বলেছেন যে এ ধরণের প্রশ্ন তার মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক করেনি। কারণ এ এ্যাপেলেন্ট এ এলাকায় ২/৩ বছর থেকে বাস করছেন। এর পর এ এলাকার ৪৭ আগামসি লেনে ৪/৫ মাস থেকে বসবাস করছেন। এটা একটা ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা। শহিদুল্লাহ কায়সারের বাড়ী মসজিদ থেকে পশ্চিমে ২/৩ বাড়ী দূরে। আবার বিবাদীর বাড়ী মসজিদ থেকে দক্ষিণে ৪/৫ বাড়ী দূরে। সাক্ষীর সাক্ষ্য হতে প্রমাণ হয় বিবাদী এ মসজিদেই নামাজ আদায় করতেন। দেশের বিরাজিত অস্বাভাবিক অবস্থার প্রেক্ষিতে একজন প্রতিবেশী হিসাবে ও বিবাদী ইমামের নিকট শহিদুল্লাহ কায়সার কোথায় থাকেন, জিজ্ঞেস করতে পারেন এ দৃষ্টিতে ব্যাপারটা বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ শহিদুল্লাহ কায়সার একজন পরিচিত বুদ্ধিজীবি। এরপর বিজ্ঞ এডভোকেট বলেন ১৭ তারিখে ইমাম থেকে খবর পেয়ে ১নং ও ২নং সাক্ষী বিবাদী এ্যাপেলেন্টের বাড়ীতে দৌড়িয়ে যায় এবং তাকে বাসায় পাননি। এদিকে ৩নং সাক্ষী বাড়ীর মালিক হাবিবুর রহমান তাদেরে বলেছেন যে সারেন্ডারের পূর্ব রাতেই বিবাদী বাসা ছেড়ে চলে গেছে। এ কথাও ৪নং সাক্ষীর সাক্ষ্যের সাথে আমিল। কারণ ৪নং সাক্ষী বিবাদীকে সারেন্ডারের দিন বিকালেও অর্থাৎ ১৬/১২/৭১ রাস্তায় দেখেছেন। আর ঠিক এ কথাটাই ৫নং সাক্ষী গিয়াসুদ্দীনও বলেছেন যে তিনি বিবাদীকে ১৬/১২/৭১ তারিখের সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বড় রাস্তার মোড়ে দেখেছেন। এখানে প্রমাণ হলো যে বিবাদী সারেন্ডারের ১৫/২০ দিন আগে তার ফ্যামিলি এখান থেকে শিফট করেছেন। এ অবস্থার কারণেও বিবাদীকে বাসায় না পাওয়ার কারণ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। এর পর সাক্ষীগণ তাকে বাসায় পাননি। পেয়েছেন কিছু কাগজপত্র। এ কাগজ পত্র গুলো হতে প্রতীয়মান হয়েছে যে বিবাদী জামায়াতে ইসলামীর মেম্বার এবং পাক আর্মির সাথে যোগসাজজকারী। এ কাগজপত্র গুলো কি তা বুঝা যায়নি, প্রমাণ হিসাবে তার কিছুই পেশ করা হয়নি। ইনভেস্টিগেশন অফিসার (I. O.)

www.pathagar.com

বলেছেন তিনি এগুলো উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাকে বলা হয়েছে, ও সব দলীলপত্র জহির রায়হানের নিকট আছে। পরে তিনিও নিখোঁজ হন। অতএব পাক আর্মির সাথে যোগাযোগের অভিযোগ কোন ভাবেই প্রমাণিত হতে পারেনি। বিবাদী জামায়াতে ইসলামীর (অফিস) সেক্রেটারী এ কথা অস্বীকার করা হয়নি। মিষ্টার মুজিবুর রহমান দেখান যে এর দ্বারা বিবাদীকে দায়ী বলে সাব্যস্ত করতে পারা যায় না। বাদী পক্ষের সাক্ষীগণ যখন বন্দীকে বাসায় খুজে পেলেন না, তারা তার আত্মীয়ের থেকে ঠিকানা নিয়ে মুক্তি বাহিনীর সহযোগিতায় তার সন্ধান পেলেন। ফলে ১নং সাক্ষী বলেন তাকে তার ভায়রা ভাই এর বাসায় মালিবাগে পাওয়া যায়। এবং দেখার সাথে সাথেই তাকে সনাক্ত করা হয় যে তিনিই শহীদুল্লাহ কায়সারকে তার বাড়ী হতে অপহরণ কারীদের একজন। সাক্ষী বলেন যে তিনি তাকে সনাক্ত করেছেন এবং তাকে গ্রেফতার করে একটি গাড়ীতে করে নিয়ে আসা হয়। এটা দুর্ভাগ্য জনক যে সাক্ষী কার সামনে বিবাদী আবদুল খালেককে সনাক্ত করেছেন তার কোন প্রমাণ পেশ করেন নি। মুক্তি বাহিনীর যারা তাদের সাথে ছিলেন তাদের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। অতএব তাকে দেখা মাত্র চিনে ফেলেছেন প্রমাণ যে কোন নিরপেক্ষ বিবেকের নিকট অগ্রাহ্য হবে। একথা সত্য যে ২নং সাক্ষী জাকারিয়া হাবিব বলেছেন যে তিনি প্রথম দেখা মাত্রই আসামীকে চিনে ফেলেছেন যে, যারা তাকে ও তার ভাইকে ধরে নিয়েছিলেন এ তাদের একজন। এখন প্রশ্ন হলো ১নং সাক্ষী ২নং সাক্ষীকে সমর্থন করছেন একটি প্রমাণ হিসাবে। উভয় সাক্ষীই বর্ণনা করছেন যে তারা বলেছেন ১৪ তারিখে চেহারায় একজনকে চিনতে পেরেছেন বলে বলেছেন। কিন্তু সাক্ষীর জেরায় ১নং সাক্ষী বলেছেন যে তিনি কোন একজনকে চেহারায় চিনতে পেরেছেন বলে পুলিশের কাছে বলেননি। ২নং সাক্ষী জাকারিয়াও বলেছেন যে তিনি একজনকে চেহারায় চিনতে পেরেছেন কিন্তু এ ঘটনা আর অন্য কোন সাক্ষীই বলেন নি যে যে, ১নং ও ২নং সাক্ষী সাক্ষীদেরকে চেহারায় চিনতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন। যা সব চেয়ে আশচার্য্যজনক তা এ যে ২০/১২/৭১ যখন এজাহার করা হয় এপ্যালেন্টের নাম নির্দিষ্ঠ ভাবে অপহরনকারী হিসারে উল্লেখ করা হয়। তাদের কেউ বিবাদির চেহারা দেখেনি যদি চেহারায় তারা বিবাদীকে চিনতো তাহলে তারা এজহারে কেন তা মোটেই উল্লেখ করলেন না। এ বাদ পড়ায় সরকারের বিপক্ষে বলার অনেক কিছু আছে। ৭নং সাক্ষী বর্ণনা দিয়েছেন যে সে রাতেই নাসির আহমদ ও জাকারিয়া একজনকে চেহারায় চিনতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন। অবিকল বর্ণনা ৮নং সাক্ষী নীলা জাকারিয়া ও দিয়েছেন।

www.pathagar.com

এবং ৯নং সাক্ষী শাহানা বেগম ও জেরার জবাবে বলেছেন যে, সে রাতেই নাসির ও জাকারিয়া আবদুল খালেক নামে এক ব্যক্তিকে চিনতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন। কম করে হলেও একথা বলতে হবে যে এ সাক্ষী আরো এক ধাপ সামনে অগ্রসর হয়ে এ্যাপেলেন্টের নাম পর্যন্ত বলতে উৎসাহিত হয়েছেন। অথচ ১নং ও ২নং সাক্ষী প্রমাণ দিয়েছেন যে তারা চেহারায় একজনকে চিনতে পেরেছেন। নাম বলেননি। ১নং সাক্ষী বর্ণনা দিয়েছেন যে ১৬/১২/৭১ এ তাদের পাড়া প্রতিবেশীগণ যখন তাদের বাড়ীতে আসেন ও তারা তাদের কাছে ঘটনা বলেছেন তখনও তাদের কাউকে কাউকে বলেছেন যে চেহারায় তিনি একজনকে চিনতে পেরেছেন। কিন্তু কার কার কাছে বলেছেন—এ কথা তার খেয়াল নেই। যদি ১৬ তারিখ বিকালে ১নং সাক্ষী কোন কোন প্রতিবেশীর নিকট একজন দুষ্কৃতিকারীদেকে চেহারায় চিনতে পেরেছেন বলে জানিয়ে থাকেন তাহলে আবার প্রশ্ন উঠে কেন এ ব্যাপারটি এজহারে উল্লেখ হলোনা। দ্বিতীয়তঃ এলাকার একজন সাক্ষীও কেন একথা বললেন না যে, ১নং সাক্ষী একজন লোককে চেহারায় চিনতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন। ৩নং সাক্ষী হলেন বাড়ীর মালিক যে বাড়ীতে আবদুল খালেক বাস করতেন। ৪নং সাক্ষী হলেন মসজিদের ইমাম। তিনি বলেছেন যে তিনি প্রায়ই শহিদুল্লাহ কায়সারদের বাসায় অবাধে যাতায়াত করতেন। ৫নং সাক্ষী গিয়াসুদ্দীন ঘনিষ্ট প্রতিবেশী ৫৮/১নং আগামাসিতে থাকেন। এসব সাক্ষীদের কেউ এ কথা বলেননি যে ১নং ও ২নং সাক্ষী চেহারায় কোন দুষ্কৃতিকারীকে চিনতে পেরেছেন বলে তাদের কাছে বলেছেন। আর অন্যান্য সাক্ষীরও কোন জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়নি যা ১নং ও ২নং সাক্ষীর সাথে সামঞ্জস্যশীল। ৭, ৮, ও ৯ নং সাক্ষীর সাক্ষ্য সমর্থন করছে বলে যে যুক্তি দেখানো হয়েছে তা বিভিন্ন কারণে গ্রহণযোগ্য নয় extA হলো খবরের কাগজ। ১৯৭১ সনের ২৩ই ডিসেম্বরের দৈনিক পূর্বদেশ। যদিও তা সূক্ষ্ম দৃষ্টিত প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় তবু একটি আলোচনা দেখিয়ে দেবে যে ট্রায়াল কোর্টে এর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপানো হয়েছে... যে ..... "জামায়াতের খালেক ধরা পড়েছে।" একই পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় অন্যান্য রিপোর্ট বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এভাবে যে আবদুল খালেকের বাড়ীর মালিক তাকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করলে খালেক রিভলভার উঁচিয়ে ভয় দেখিয়ে পালিয়ে যান। এরপর রিপোর্টে বলা হয় যে গ্রেফতারের পর খালেককে মসজিদের ইমাম সনাক্ত করেছেন। এবং এ ইমামই জানান যে খালেক

www.pathagar.com

শহিদুল্লাহ কায়সার সম্পর্কে তার কাছে জিজ্ঞেস করেছেন। তারপর রিপোর্টার মন্তব্য করেন যে যেসব কাগজপত্র আবদুল খালেকের বাসায় পাওয়া যায় তাতে প্রতিয়মাণ হয় যে, পাকিস্তান আর্মির সাথে তার বেশ যোগাযোগ ছিল। রিপোর্টে আরো বলা হয় যে, শহিদুল্লাহ কায়সারের আত্মীয়রা আবদুল খালেককে সনাক্ত করেছেন এবং শহিদুল্লাহকে নিয়ে যাবার সময় খালেক তাদের সাথে ছিল ও তার মুখে সাদা কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল বলে জানান। এর পর রিপোর্টার আরো বলেন যে, আবদুল খালেক জিজ্ঞাসাবাদের সময় বলেছেন যে তিনি শহিদুল্লাহ কায়সারের বাড়ী বদর বাহিনীর সদস্যদেরে দেখিয়ে দিয়েছেন কিন্তু তিনি তাদের সাথে ছিলেন না। অতঃপর রিপোর্টার খালেকের পেশা, মাসিক আয়, এবং তার স্বীকৃতি এভাবে বিধৃত করেন যে "তার লিখিত জবানবন্দীতে ৮ জন লোকের নাম প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন এই ৮ ব্যক্তিকে আটক করতে পারলে হত্যাকাণ্ডের সব ঘটনা জানা যাবে।" এরপর রিপোর্টার বলছেন এদের একজন ওপারেশন ইনসার্জ ছিলেন। সে জামায়াতে ইসলামীর লিডারের সাথে জামায়াতে ইসলামীর অফিসে এসে ১৮/১২/৭১ তারিখে টাকা পয়সা নিয়ে যান। সে দিন ও কারফিউ ছিল। নিউজ পেপারের এই কপি ৯নং সাক্ষী শাহানা বেগমকে দেখালে তিনি বলেন, তিনি নিউজ পেপার পড়েন কিন্তু এ সংখ্যা পড়েননি। তারপর তিনি বলেন যে আসামীর গালে একটি তিলক ছিল এবং তার দাঁড়িও ছিল। এটা সত্য যে, ফটোগ্রাফে আবদুল খালেকের দাঁড়ি ছিল। আর এ দাঁড়ি একদিনে গজায় নাই এটাও স্পষ্ট। আবদুল খালেক অনেক আগ থেকেই দাঁড়ি রাখায় অভ্যাস্ত ছিলেন বলে অনুমিত। এ দাঁড়িওয়ালা আবদুল খালেক যদি শহিদুল্লাহ কায়সারকে কিডনেপ করতে তার বাড়ীতে আসতো তাহলে এটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে ১, ২ ৩, ৭, ৮, ও ৯নং সাক্ষী কারো কাছে বলতো না যে অপরাধী দাঁড়িওয়ালা ছিল। একই তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায়ও আবদুল খালেকের আর একটি ফটো ছাপা হয়েছিল। আমরা এ পত্রিকাটি ও পড়েছি। এসব কারণে আমাদের বদ্ধ ধারণা যে এসব বিরাজিত পারিপাশিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এ কথা বলা কঠিন নয় যে একটা বিশেষ আবেগ অনুভূতি দ্বারা বাদী পক্ষের সাক্ষীগণ তাড়িত হয়েছেন। আর বুদ্ধিজীবি হত্যার পরি কল্পনাটি জামায়াতে ইসলামীর পরিকল্পিত ছিল বলে যে গুজব ছড়ায়ে-ছিল ২০/১২/৭১ সে মনস্তত্বই থানায় এজহার করতে অনুপ্রানিত করেছিল যে আবদুল খালেক হলো অপরাধী আর এই মনস্তাত্বিক পরিস্থিতি বাদী পক্ষের সাক্ষীদের মনকে পরিচালিত করেছে যে আবদুল খালেক হলেন

www.pathagar.com

সাহিদুল্লাহ কায়সারের অপহরনের জন্য দায়ী। এ জাতীয় ব্যাপার কোন লিগাল এভিডেন্স হতে পারেনা। এই ট্রায়াল রিউমার্স গসপিংস এবং সেন্টিমেন্ট দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। ২টি পত্রিকায় এ্যাপেলেন্টের ফটো ছাপা সংক্রান্ত ব্যাপার বক্তব্য হলো এ কাজ ১৯২০ সনের প্রিজনার্স এ্যাক্টের পরিপন্থী। আইন অনুযায়ী এ ধরনের ছবি পাবলিশ করা যায় না। আইডিন্টিফিকেশন অব প্রিজনার্স এ্যাক্টস কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কোন ক্রিমিনাল বা কনভিকটের ছবি ছাপানোর অনুমতি দেয়। কিন্তু কোন অপরাধের নিউজ আইটেম প্রচার করার উদ্দেশ্যে ছবি ছাপানোর বিধান নেই। ১৯২০ সনের এ্যাক্টের ২৩নং ধারায় ৫নং উপধারা বলে যে শুধু প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমেই কোন ব্যক্তির ছবি ছাপানো যেতে পারে। এ উপধারাটি আরো বলে যে এ ধরনের ছবি বিবাদীর মুক্তি বা ডিসচার্জের বা খালাস হবার পর অবশ্যই নষ্ট করে ফেলতে হবে, যদি কোর্ট তা রেখে দেবার হুকুম না দেয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৪৩ সনে পুলিশ রেগুলেশন বেঙ্গল এ্যাক্টের ৬৩৫নং রেগুলেশন অনুযায়ী কোন অবস্থায় কোন ক্রিমিনালের ছবি উঠানো যায় এবং তাও আবার পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্টের অথবা কোন উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসারের সুনির্দিষ্ট আদেশক্রমে তা নির্দ্ধারিত রয়েছে। ৬৩৯ E রেগুলেশন অনুযায়ী সনাক্ত করনের উদ্দেশ্যে ছবি উঠানো যাবে কিন্তু তা অত্যন্ত গোপনে রাখতে হবে। এবং কোন অবস্থাতেই তা সনাক্ত করণের জন্য সাধারন্যে প্রকাশ করা যাবে না। আবার সেই সেনাখতকরণও হতে হবে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে অথবা দু'জন বা দুয়ের অধিক সম্মানিত লোকের সামনে। 'ক' অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সাধারণ ছবি উঠানো যাবে বটে তবে তাও তুলতে হবে রায় ঘোষণার পর যেমন টাকা ফর্জারী সিদেল চুরি, ইত্যাদি। অথবা আসামী যদি দাগি ক্রিমিনাল সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তার ফটো তোলা যাবে। এ রেগুলেশনের বিধান অনুযায়ী আমাদের মতামত এই যে এ এ্যাপেলেন্টের ছবি একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে দৈনিক খবরে কাগজে প্রকাশিত হওয়াটা ছিল বেআইনী। আইনের শাসনকে যদি নিশ্চিত করতে হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে কোন টি. আই. প্যারেড অনুষ্ঠানের আগে অভিযুক্ত ব্যক্তির ছবি প্রকাশের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। এখন আমরা ১, ৭, ৮ ও ৯নং সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমানের প্রমাণগত মুল্যায়ন করব। ৭নং সাক্ষী সাইফুন্নাহার হলেন শহিদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী। ৯নং সাক্ষী নাসির হলেন শহিদুল্লাহ কায়সারের ছোট বোনের স্বামী। ৮নং সাক্ষী

www.pathagar.com

হলেন শহিদুল্লাহ কায়সারের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী। ৯নং সাক্ষী সাহানা বেগম হলেন শহিদুল্লাহ কায়সারের সহোদয়া ছোট বোন। তাদের আবেগ অনুভূতি সহজেই অনুমেয় এবং প্রকাশযোগ্য। শহিদুল্লাহ কায়সার ছিলেন একজন সুপরিচিত বুদ্ধিজীবি। তার আত্মীয় স্বজনরা তাই স্বভাবতঃই দুঃখে ক্ষোভে ছিলেন মুহ্যমান। গোটা জাতিই সে সময় দুঃখে শোকাভিভূত ছিল। এ ক্ষতি পূরণ হবার নয়। যে সময় এ সব সাক্ষীগণ সাক্ষী প্রদান করছিলেন সে সময় শুধু শহিদুল্লাহ কায়সার নয় দেশের অনেক বরন্য সন্তান, এমনকি তার ছোট ভাই জহির রায়হানও নিখোঁজ ছিলেন। এ ক্ষতি জাতি ও তাদের পরিবার পরিজনের জন্য ছিল অপরীসীম বেদনাদায়ক কিন্তু এখানে রাষ্ট্র ও আবদুল খালেকের মধ্যে যে বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে বিচার্য তা হলো যে এ্যাপেলেণ্ট আবদুল খালেক শহিদুল্লাহ কায়সারের অপহরণের জন্য দায়ী কিনা? এ বিষয়টির ফয়সালা হতে হবে আইন এবং একমাত্র আইনের মাধ্যমেই। অতএব এসব সাক্ষী প্রমাণ গুলুকে যাচাই বাচাই করে দেখতে হবে। এ যাচাই বাচাইয়ের পর আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত যে বাদী পক্ষ এ্যাপেলেণ্টের বিপক্ষে এ মামলা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন অনেক কারণেঃ ক ২০/১২/৭১ তারিখে এজহারে আবদুল খালেকের নাম উল্লেখ করা ছিল উদ্দেশ্য প্রনোদিত। কারণ তখন পর্যন্ত কেউই আবদুল খালেককে দেখেননি এবং তার নাম উল্লেখও করেননি। ৪নং সাক্ষী বলেছেন যে খালেক জিজ্ঞেস করেছেন। (খ) ১নং সাক্ষী ও ২নং সাক্ষী যাদের কাছে বলেছেন যে তারা একজন দুষ্কৃতিকারীকে চেহারায় চিনতে পেরেছেন তাদের একজনকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। (গ) ৪, ৫ ও ৬নং সাক্ষীদের মত নিরপেক্ষ (আত্মীয় নয়) সাক্ষীগণ একথা বলেন নাই যে ১নং, ২নং অথবা ৭নং, ৮নং সাক্ষী তাদের নিকট একজনকে চেহরায় চিনতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন। (ঘ) ১৯৭১ সনের ২৩ ডিসেম্বর আবদুল খালেকের যে ছবি প্রকাশিত হয়েছে তা সাক্ষীদের বিচার বিবেচনাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। তাই এর অনেক দিন পর ৭২ সনের জুলাই মাসে যখন তারা (কোর্টে) সাক্ষী দিচ্ছিল তখন তাদের মনে বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে এ ব্যক্তিই হত্যা করেছে। (ঙ) আবদুল খালেকের দাঁড়ি ছিল। অথবা তার গালে তিলক ছিল কেউ তা উল্লেখ করেন নি। শুধু ৯ নং সাক্ষী শাহানা বলেছেন তার গালে তিলক ছিল। আমরা কোন মতামতকে দৈব বলে মেনে নিতে পারি না। বাহ্যতঃ ছবি থেকে মনে হয় আবদুল খালেকের গালে একটি তিলক ছিল। আবার দাঁড়িও ছিল তার বেশ ঘন। যদি আবদুল খালেকই শহিদুল্লাহ

www.pathagar.com

কায়সারকে অপহরণ করার জন্য এসে থাকতেন তাহলে এটা বিশ্বাস যোগ্য নয় যে বাদী পক্ষের সাক্ষীগণ তা এজহারে উল্লেখ করতেন না যে একজন দাঁড়িওয়ালা ছিল অপহরণকারী। (চ) আবদুল খালেক জামায়াতে ইসলামীর মেম্বর ছিলেন একথা স্বীকৃত। এ ধারণাই বাদীপক্ষের সাক্ষীগণের বিচার বিবেচনাকে প্রভাবিত করেছে। কারণ জামায়াতে ইসলামী স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছে—এমন একটা ধারনা ইতিপূর্বেই সৃষ্টি হয়েছিল। এ ধারণাই সাক্ষীগণের আরোহ পদ্ধতি জনিত অনুমানকে প্রভাবিত করেছে। (ছ) নিউজ পেপারে খবর ছাপানো—সে কিভাবে গ্রেফতার হয়েছে, কোথায় গ্রেফতার হয়েছে, কি স্টেটম্যান দিয়েছে কি দেয় নাই এ সবের একটি বেশ প্রতিক্রিয়া পড়েছে। আর এ প্রতিক্রিয়া বাদী পক্ষেরর সাক্ষী প্রমাণের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করেছে। (জ) আবদুল খালেকের রিভলবার লাইসেন্স থাকা এবং হাবিবুর রহমানের বুকে পিস্তল ধরা এসব তো তার বেপারোওয়া স্বভাবের প্রমাণ (আল বদর নয়)। যদি ধরেও নেয়া হয় যে আবদুল খালেক এ প্রকৃতির লোক ছিল তার পরেও প্রশ্ন থেকে যায় অপহরণের সময় কি এমন চরিত্র প্রদর্শন করেছিলেন। একটি সাক্ষীও এ কথা বলেন নাই যে একজন দাঁড়িওয়ালা মানুষ রিভলবারে সজ্জিত ছিল। ট্রায়াল কোর্ট নিজেই দেখেছেন যে এখানে আবদুল খালেক কর্তৃক এমন কোন কাজ সাধিত হয়নি যা রাষ্ট্রপতি আদেশের আওতায় আসতে পারে। (ঝ) একজন সাক্ষীও তিনি আল-বদর বলে প্রমান করতে পারেনি। (ঞ) মুক্তি বাহিনীর যেসব সদস্য অভিযুক্তকে মালিবাগে গ্রেফতার করেছে তাদের একজনকেও সাক্ষী হিসাবে পেশ করা হয়নি। অতএব ১নং ও ২নং সাক্ষীর মালিবাগে সনাক্ত করার—সমর্থন সূচক প্রমাণের অভাব থেকে যায়।

এ অবস্থায় আমার সিদ্ধান্ত হলো বাদীপক্ষের মামলা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের উর্দ্ধে নয়। আইন মোতাবেক এ সন্দেহের ফল আসামীর পক্ষেই যায়। সুতরাং আমরা আসামীকে নির্দোষ সাব্যস্তে খালাস দিলাম। অন্য কোন মামলায় জড়িত না থাকলে তাকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া গেলো। আপীল মঞ্জুর করা হলো এবং এর সাথে সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত ১৯৭২ ইংরেজীর ২২০নং রিভিশন মামলাটি নাকচ করা হলো।

—স্বাক্ষর বদরুল হায়দার চৌধুরী
আমি একমত ,, J সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী

১৯৭১ ইংরেজীতে শহিদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণও হত্যার ব্যাপারে এক মিথ্যা অভিযোগ এনে প্রেসিডিণ্ট অর্ডার নং ৮ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির

www.pathagar.com

৩৬৪ ধারার অভিযোগে ঢাকার স্পেশাল ট্রাইবুনাল জাজ (ট্রাইবুনাল কোর্ট ৫) জনাব ফয়জুর রহমানের কোর্টে বিচারের জন্য সপর্দ করা হয়। উক্ত মকদ্দমায় আমাকে ৭ বছর সশ্রম করাদণ্ড তৎসহ দশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। ২৯/৪/৭৬ তারিখের হাইকোর্টের এ রায়ের দ্বারা আল্লাহ সত্য প্রকাশের মাধ্যমে আমাকে এ মিথ্যা ও ষড়যন্ত্র মামলা হতে বেকসুর খালাস দেন। ৩/৫/৭৬ তারিখে আল্লার মেহেরবাণীতে জেল হতে বেরিয়ে আসি।

—সমাপ্ত—

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শিকল পরা দিনগুলো

(২য় খণ্ড)

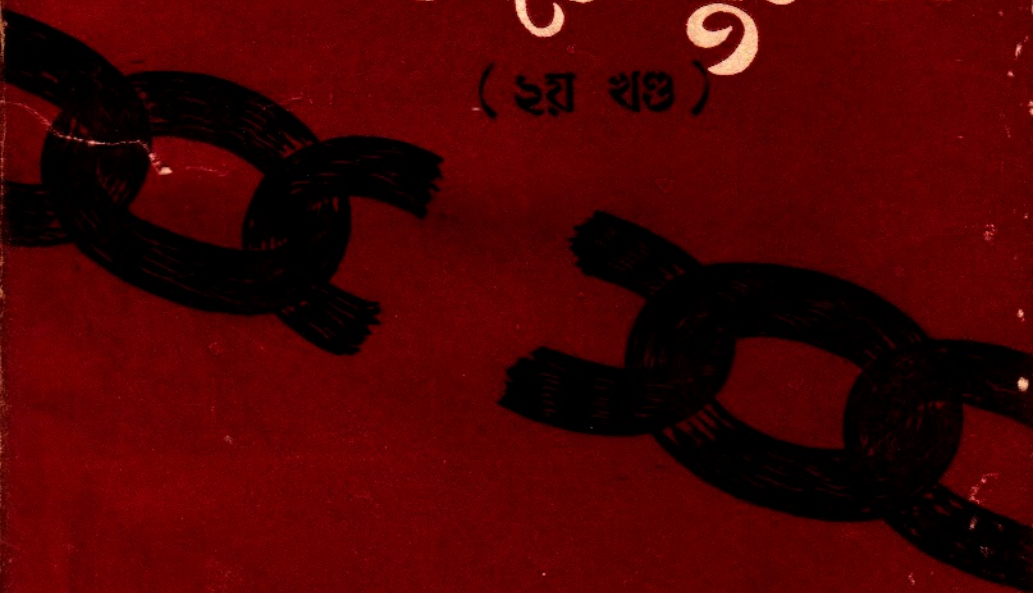

এ,বি,এম,এ, খালেক মজুমদার